আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক

চতুর্থ খণ্ড

লেনিনবাদের সমকালীন সমস্যাবলী

তোগলিয়াত্তি সম্পর্কে আরো বক্তব্য

পিপলস্ বুক সোসাইটি
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশ : আগষ্ট ১৯৬৫

প্রকাশক পিপলস্ বুক সোসাইটি
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : প্রিণ্ট-ও-গ্রাফ
৯ সি ভবানী দত্ত লেন
কলকাতা ৭০০-০৭৩

সূচী

ষষ্ঠ অধ্যায়

রণনীতির ক্ষেত্রে শত্রুকে ঘৃণা করুন, রণকৌশলের ক্ষেত্রে গুরুত্ব সহকারে দেখুন

সপ্তম অধ্যায়

দুই ফ্রন্টে সংগ্রাম

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি'র দশম কংগ্রেসে কমরেড তোগলিয়াত্তি চীনা কমিউনিস্ট পার্টি'কে খোলাখুলি আক্রমণ করে এক প্রকাশ্য বিতর্কের সূচনা করেন। বেশ কিছু বছর ধরে তিনি এবং ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি'র অন্য কয়েকজন কমরেড আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ নীতির প্রশ্নে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক নীতিগুলিকে লঙ্ঘন করে বহু বিভ্রান্তিকর বিবৃতি দেন। একেবারে প্রথম থেকেই আমরা এই বিবৃতিগুলির সম্বন্ধে দ্বিমত পোষণ করে আসছি। কিন্তু তোগলিয়াত্তি প্রমুখ কমরেডদের সঙ্গে আমরা প্রকাশ্য বিতর্কে অবতীর্ণ হইনি, হবার ইচ্ছেও ছিল না। বরাবরই আমরা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্যকে দৃঢ়তর করার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে আসছি। ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি'গুলির প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে আমরা সবসময়েই স্বাধীনতা, সমানাধিকার এবং নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মতৈক্য স্থাপনের নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী, যে নীতি মস্কো ঘোষণা ও মস্কো বিবৃতিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এটা আমরা বরাবরই বলে আসছি যে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি'গুলির মধ্যেকার মতবিরোধ দ্বি-পাক্ষিক বা বহু-পাক্ষিক আলোচনা অথবা ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি'গুলির সম্মেলন মারফত আন্তঃপার্টি আলোচনার মধ্যে দিয়ে সমাধান করতে হবে। আমরা সবসময় বলে আসছি যে, কোন ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি'র বিরুদ্ধে কুৎসা বা আক্রমণ করা দূরে থাক, কোন পার্টি'ই একতরফাভাবে প্রকাশ্য অভিযোগও করতে পারবে না। এইভাবে ঐক্যের স্বার্থে বরাবরই আমরা দৃঢ় ও অনমনীয়। সুতরাং তোগলিয়াত্তি প্রমুখ কমরেডরা যে তাদের পার্টি কংগ্রেসের সুযোগ নিয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি'র বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আক্রমণ শুরু করবেন, এটা আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু যখন তারা আমাদের সরাসরি প্রকাশ্য বিতর্কে আহ্বান করেছেন, তখন আমরা আর কী করতে পারি? আমরা আগের মতই চুপ করে থাকবো? "রাজপুরুষেরা ঘরে আগুন দেবেন, আর সাধারণ মানুষ প্রদীপ পর্য্যন্ত জ্বালাতে পারবে না!" না, কখনই তা হতে পারে না, উত্তর আমাদের দিতেই হত। কেননা, প্রকাশ্যে জবাব দিতে তারা আমাদের বাধ্য করেছিলেন। তাই, 'পিপল্‌স ডেইলি'র (রেনমিন রিবাও) ১৯৬২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সংখ্যায় "কমরেড তোগলিয়াত্তি ও আমাদের মতবিরোধ" শীর্ষক সম্পাদকীয়তে এই জবাব দেওয়া হয়েছিল।

তোগলিয়াত্তি প্রমুখ ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি'র অন্য কয়েকজন কমরেড এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেননি। সুতরাং, তারা আমাদের আক্রমণ করে আরো অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। তারা বক্তব্য রেখেছিলেন যে, আমাদের প্রবন্ধে "প্রায়ই স্বচ্ছতার অভাব" দেখা যায় এবং এই প্রবন্ধ "অত্যন্ত বিমূর্ত ও আনুষ্ঠানিক" এবং

"অবাস্তব"[১]। তারা এ কথাও বলেন যে ইতালির পরিস্থিতি এবং ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে "আমরা সঠিক খবর রাখিনা"[১] এবং ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির মতামত সম্পর্কে আমরা "স্পষ্টতই সত্যের অপলাপ"[২] ঘটিয়েছি। আমাদের বিরুদ্ধে আনীত তাদের অনেক অভিযোগের একটি হল, আমরা নাকি "গোঁড়া ও সংকীর্ণতাবাদী যারা অতিবিপ্লবী কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে তাদের সুবিধাবাদকে ঢেকে রাখে"[২]। তোগলিয়াত্তি প্রমুখ কমরেডরা যখন বিতর্ক চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর তবে তাই হোক।

আমাদের বিরুদ্ধে তাদের ক্রমাগত আক্রমণের প্রত্যুত্তর হিসেবে আমরা এই প্রবন্ধে তোগলিয়াত্তি প্রমুখ কমরেডরা গত কযেক বছর ধরে যে সব বিভ্রান্তিকর বিবৃতি প্রকাশ করে আসছেন তার আরো বিশদ বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করব। আমরা দেখব তোগলিয়াত্তি প্রমুখ কমরেডরা আমাদের এই উত্তর পড়বার পর কী মনোভাব অবলম্বন করেন—তখনও তারা কি বলবেন, "প্রায়ই আমাদের স্বচ্ছতার অভাব", আমরা "বিমূর্ত ও আনুষ্ঠানিক", আমাদের "বাস্তববোধ নেই", "ইতালির পরিস্থিতি এবং ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে" আমরা সঠিক খবর রাখিনা, ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির মতামত সম্পর্কে আমরা "স্পষ্টতই সত্যের অপলাপ ঘটাচ্ছি", এবং আমরা "গোঁড়া এবং সংকীর্ণতাবাদী যারা অতিবিপ্লবী বাগাড়ম্বরের আড়ালে তাদের সুবিধাবাদকে ঢেকে রাখতে চায়"? তাদের মতামত জানার জন্য আমরা অপেক্ষা করে থাকব।

এককথায়, কেউ যে সেই রাজপুরুষের মত লোকের ঘর জ্বালাবার হুকুম দেবেন অথচ কাউকে প্রদীপটা পর্যন্ত জ্বালাতে দেবেন না, তা হতে পারে না। স্মরণাতীত কাল থেকে এই ধরণের অন্যায় কখনই জনগণের সমর্থন পায়নি। তাছাড়া আমাদের অর্থাৎ কমিউনিস্টদের মধ্যেকার মতপার্থক্যের সমাধান হতে পারে বাস্তব ঘটনাবলীকে উপস্থিত করে এবং তাদের যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণ করে। এক্ষেত্রে ভৃত্যের প্রতি মনিবসুলভ আচরণ আদৌ চলবে না। সারা দুনিয়ার কমিউনিস্ট ও শ্রমজীবী মানুষদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কিন্তু কেবলমাত্র মস্কো ঘোষণা ও মস্কো বিবৃতির ভিত্তিতে ঘটনাবলী উপস্থাপিত করে এবং সেগুলির যুক্তিগ্রাহ্য আলোচনার ভিত্তিতেই এই ঐক্য সম্ভব হতে পারে। সমমর্যাদা ও পারস্পরিক আদান প্রদানের উপর নির্ভরশীল আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে এই মেলবন্ধন সম্ভব। ব্যাপারটা যদি এই হয় যে ভৃত্যদের মাথার উপর ছড়ি ঘোরানো প্রভুর দল ঐক্যের নাম করে আসলে বিভেদের বীজ বপন করছে তাহলে সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষ এই বিভেদের নীতি গ্রহণ করবেন না। আমরা ঐক্য চাই এবং আমরা কখনই মুষ্টিমেয় লোককে তাদের বিভেদপন্থী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে দেব না।

---

(১) তোগলিয়াত্তি, "আলোচনাকে তার আসল সীমায় ফিরিয়ে নেওয়া যাক", লুনিতা, ১০ই জানুয়ারী, ১৯৬৩।

(২) লুইগি লঙ, "ক্ষমতার প্রশ্ন", লুনিতা, ১৬ই জানুয়ারী ১৯৬৩।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কমিউনিস্টদের বর্তমান মহাবিতর্কের স্বরূপ

আধুনিক সংশোধনবাদীরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি যে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন তার ফলে এখন তত্ত্ব, মৌলিক লাইন এবং নীতির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে এক ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই বিতর্ক সারা দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী মানুষের সমগ্র সংগ্রামের সাফল্য বা ব্যর্থতা এবং মানবজাতির ভাগ্যের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

শেষ বিচারে, এই বিতর্কের একটি মতাদর্শগত ধারা প্রকৃত শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শ অর্থাৎ বৈপ্লবিক মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং অপরটি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী বুর্জোয়া মতাদর্শ যা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। যে দিন থেকে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের শুরু সেই দিন থেকেই বুর্জোয়ারা এই আন্দোলনকে নিজেদের মৌলিক স্বার্থের অধীনস্থ করার জন্য, সমস্ত দেশের জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামকে দুর্বল করার জন্য, জনগণকে বিপথগামী করার জন্য এবং শ্রমিক শ্রেণীকে মতাদর্শগতভাবে অধঃপতিত করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে আসছে। এই উদ্দেশ্যে, বুর্জোয়া মতাদর্শ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, কখনও একটি দক্ষিণপন্থী রূপ কখনও একটি "বামপন্থী" রূপ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিকাশের ইতিহাস বুর্জোয়া মতাদর্শের—তা সে দক্ষিণপন্থী বা "বামপন্থী" যাই হোক না কেন—বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কর্তব্য মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিন যা করেছিলেন তাই করা, অর্থাৎ কোন বুর্জোয়া মতাদর্শগত চ্যালেঞ্জকে এড়িয়ে না গিয়ে তত্ত্ব, মৌলিক লাইন ও নীতির ক্ষেত্রে যে কোন আক্রমণকে পর্যুদস্ত করা এবং শ্রমিক শ্রেণী, নিপীড়িত জনগণ ও জাতিসমূহের সংগ্রামে জয়লাভের সঠিক পথ নির্দিষ্ট করা।

যখন থেকে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে মার্কসবাদ শক্তিশালী হয়ে উঠল তখন থেকেই একদিকে মার্কসবাদীদের এবং অপরদিকে সংশোধনবাদী ও সুবিধাবাদীদের মধ্যে অনেক সংগ্রাম হয়ে গেছে। এই সংগ্রামগুলির মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে অসীম তাৎপর্যপূর্ণ দুইটি বিতর্ক আগেই হয়ে গেছে এবং বর্তমানে তৃতীয় একটি বিতর্ক চলেছে। এই বিতর্কগুলির মধ্যে প্রথমটি লেনিন কাউটস্কি, বার্ণস্টাইন প্রমুখ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সংশোধনবাদী ও সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে চালিত করেছিলেন। এই বিতর্ক মার্কসবাদকে বিকাশের এক নতুন স্তরে উন্নীত করেছিল, এই স্তর লেনিনবাদের স্তর যা সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারার বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ। দ্বিতীয় মহাবিতর্কটি স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশের কমিউনিস্টরা ট্রটস্কি, বুখারিন এবং অন্যান্য "বামপন্থী" হঠকারীদের এবং দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে চালিত করেছিলেন; তাঁরা লেনিনবাদকে সাফল্যের সঙ্গে

রক্ষা করেছিলেন এবং সর্বহারা বিপ্লব, শ্রমিক একনায়কত্ব, নিপীড়িত জাতিসমূহের বিপ্লব এবং সমাজতন্ত্র গঠন সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্ব ও কৌশলকে স্পষ্টভাবে উপস্থিত করেছিলেন। এরই পাশাপাশি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে একটি তীব্র ও সুদীর্ঘ বিতর্ক চলেছিল যা কমরেড মাও সে তুং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সার্বজনীন সত্যকে চীন বিপ্লবের বিশেষ অবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বিত করার জন্য "বামপন্থী" হঠকারী এবং দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেছিলেন।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি যুগোস্লাভিয়ার টিটো-চক্রের খোলাখুলি বিশ্বাসঘাতকতা থেকেই বর্তমান মহাবিতর্কের সূত্রপাত।

টিটো-চক্র বহুদিন আগেই সংশোধনবাদের পথ ধরেছে। ১৯৫৬ সালের শীতকালে, সাম্রাজ্যবাদীরা যে সোভিয়েত-বিরোধী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী কার্যকলাপ শুরু করেছিল তার সুযোগ নিয়ে তারা একদিকে যেমন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে, অন্যদিকে তেমনই সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তগুলির সঙ্গে তাল রেখে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালাতে থাকে। হাঙ্গেরীর প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে এই প্রচার-অভিযান ও অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চরম আকার ধারণ করে। টিটোর কুখ্যাত "পুলা" বক্তৃতা এই সময়েরই। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে হেয় করবার জন্য টিটো-চক্র আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং জোর দিয়ে বলে যে, "হাঙ্গেরীর রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন আনা দরকার" এবং বলতে থাকে যে, "কমিউনিস্ট পার্টিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য হাঙ্গেরীয় কমরেডদের শক্তিক্ষয় করার কোন প্রয়োজন নেই"। টিটো-চক্রের এই বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আক্রমণের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশের কমিউনিস্টরাই তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত হন। ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে আমরা "শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে" প্রবন্ধটি প্রকাশ করি। ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরের শেষে টিটো-চক্রের আক্রমণকে সামনে রেখে আমরা "শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আরও বক্তব্য" প্রবন্ধটি প্রকাশ করি। ১৯৫৭ সালে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির প্রতিনিধিদের বৈঠকে বিখ্যাত মস্কো ঘোষণা গৃহীত হয়। এই ঘোষণায় সংশোধনবাদকে বর্তমান আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে প্রধান বিপদ হিসেবে স্পষ্ট-ভাবেই চিহ্নিত করা হয়। এই ঘোষণায় আধুনিক সংশোধনবাদীদের নিন্দা করা হয় এই জন্য যে, "তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মহান শিক্ষাকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করছে, তাকে 'অচল হয়ে গেছে' বলে ঘোষণা করছে এবং অপপ্রচার চালাচ্ছে যে সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে এটি সামঞ্জস্যবিহীন"। টিটো-চক্র এই ঘোষণায় স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করে এবং ১৯৫৮ সালে মস্কো ঘোষণার পাল্টা হিসেবে নিজেদের পুরোপুরি সংশোধনবাদী কর্মসূচী উপস্থাপিত করে। তাদের এই কর্মসূচীকে সমস্ত দেশের কমিউনিস্টরাই সর্বসম্মতভাবে বাতিল করে দেন। পরবর্তীকালে বিশেষতঃ ১৯৫৯ সালের পর থেকে কয়েকটি কমিউনিস্ট পার্টির নেতা যে সম্মিলিত চুক্তিতে তারা স্বাক্ষর ও অনুমোদন করেছিলেন তার থেকে সরে দাঁড়ান এবং টিটোর মতো বিবৃতি রাখেন। পরবর্তীকালে, এই ব্যক্তিদের পক্ষে নিজেদের

সামলে রাখা কঠিন হযে পড়ে; তাদের ভাষা ক্রমেই টিটোর মতো হয়ে ওঠে এবং তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সুন্দর করে চিত্রিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। যে সব ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে এবং মস্কো ঘোষণায় গৃহীত বৈপ্লবিক নীতিগুলিকে দৃঢ়ভাবে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে তাদের বিরুদ্ধেই এরা আক্রমণের বর্শামুখকে ঘুরিযে দিয়ে তাদের উপর বেপরোয়া আক্রমণ চালাতে থাকে। কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির প্রতিনিধিদের ১৯৬০ সালের বৈঠকে সমমর্যাদার ভিত্তিতে আলোচনার পর ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির মধ্যেকার অনেক মতবিরোধ সম্পর্কে ঐক্যমত স্থাপিত হয। এই বৈঠক থেকে ঘোষিত মস্কো বিবৃতিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাব জন্য যুগোস্লাভ 'লীগ অফ্ কমিউনিস্ট'এর নেতাদেব নিন্দা করা হয়। এই বৈঠকে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলি যে মতৈক্যে উপনীত হয় তাকে আমরা আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই এবং নিজেদের কাজে এই চুক্তিকে আমরা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুসবণ কবে এসেছি। কিন্তু কিছুদিন পরেই কয়েকটি ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির নেতারা যে চুক্তিকে তাবা সম্মিলিত ভাবে স্বাক্ষর ও সমর্থন দিয়েছিলেন সেই চুক্তিকেই লঙ্ঘন কবে নিজেদের পার্টি কংগ্রেসে অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলিব উপর প্রকাশ্যে আক্রমণ চালান এবং এইভাবে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতবিরোধ-গুলি শত্রুব সামনে তুলে ধরেন। ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলিকে আক্রমণ কবার সঙ্গে সঙ্গে তারা টিটো-চক্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন এবং স্বেচ্ছায় তাদের সঙ্গে পাঁকে গড়াগড়ি দেন।

ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে নতুন পরিস্থিতিতে আধুনিক সংশোধনবাদী ঝোঁক সাম্রাজ্যবাদের নীতিগুলি থেকেই জন্ম নিয়েছে। তাই অনিবার্যভাবে এই প্রবণতার চরিত্র আন্তর্জাতিক এবং আগেকার বিতর্কগুলির মতোই মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের ও সংশোধনবাদীদের মধ্যে বর্তমানের এই বিতর্কও একটি আন্তর্জাতিক বিতর্ক হযে উঠছে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের এবং সংশোধনবাদী ও সুবিধাবাদীদের মধ্যে প্রথম মহাবিতর্কের ফলে মহান সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর বিপ্লব জয়ী হয়েছিল এবং সারা দুনিয়ার দেশে দেশে নতুন ধবণের বৈপ্লবিক শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাবিতর্কেব ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র জয়ী হয়েছিল। জয়ী হয়েছিল ফ্যাসী-বিরোধী বিশ্বযুদ্ধ, এশিযা ও ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং চীনা জনগণেব মহান বিপ্লব। বর্তমান মহাবিতর্ক চলছে সেই যুগে যখন সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে ভাঙ্গন ধরেছে, সমাজতন্ত্রের শক্তি ক্রমেই প্রসারিত ও শক্তিশালী হচ্ছে, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার মহান বৈপ্লবিক আন্দোলন ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলেছে এবং নবজাগরণ এসেছে ইউরোপ ও আমেরিকার শক্তিশালী শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে। বর্তমান বিতর্ক শুরু করে আধুনিক সংশোধনবাদীরা এই মিথ্যা আশা পোষণ করছে যে একটি আঘাতেই তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে মুছে ফেলতে পারবে, ভেঙ্গে দিতে পারবে বিভিন্ন নিপীড়িত জাতির মুক্তি সংগ্রামকে, আর পারবে বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের ও প্রতিক্রিয়াশীলদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে। আধুনিক সংশোধনবাদীদের এ সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে না, তাদের এই নির্লজ্জ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবেই।

বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলন আধুনিক সংশোধনবাদীদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই সংশোধনের জবাব দেওয়ার কর্তব্য সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের সামনে হাজির করেছে। আধুনিক সংশোধনবাদীদের এই শোধনকার্যটি বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের, বিভিন্ন দেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের অথবা নিজ নিজ দেশের বুর্জোয়াদের বর্তমান প্রয়োজন মেটাচ্ছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে তার বৈপ্লবিক মর্মবস্তুটুকু বাদ দেওয়াই এই কাজের উদ্দেশ্য; মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সবচেয়ে মৌলিক নীতি অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রামের নীতি তারা বিসর্জন দিচ্ছেন; তারা শুধু মার্কসবাদী-লেনিনবাদী লেবেলটুকুই রাখতে চান।

আন্তর্জাতিক ও সামাজিক প্রশ্নগুলির আলোচনায় আধুনিক সংশোধনবাদীরা শ্রেণী-বিশ্লেষণের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে চরম কপটতাপূর্ণ বুর্জোয়া 'শ্রেণীনিরপেক্ষ' দৃষ্টিভঙ্গীর আমদানি করছেন। তাদের মনগড়া অনুমান ও প্রকল্পগুলি একান্তই আত্মগত ও বাস্তব ভিত্তি শূন্য এবং সমাজের প্রকৃত বাস্তবতার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পরিবর্তে সেগুলিকে তারা ব্যবহার করছেন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পরিবর্তে তারা বুর্জোয়া প্রয়োগবাদকে উপস্থাপিত করছেন। এককথায় শ্রমিকশ্রেণী, নিপীড়িত জনগণ ও অত্যাচারিত জাতিগুলিকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা যা বলছেন তা অর্থহীন প্রলাপমাত্র এবং যা তাদের নিজেদের পক্ষেই বুঝে ওঠা বা বিশ্বাস করা কঠিন।

গত কয়েক বছরের অনেক আন্তর্জাতিক ঘটনাই আধুনিক সংশোধনবাদীদের তত্ত্ব ও নীতিগুলির অসারতা প্রমাণ করে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও যতবারই তাদের সমস্ত তত্ত্ব ও নীতি বিশ্বের জনগণের সামনে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে ঠিক ততবারই লেনিনের ভাষায় তারা "নিজেদের লজ্জাতে গৌরববোধ" [১] করেছেন এবং কিছুরই পরোয়া না করে এবং সমস্ত ফলাফল অগ্রাহ্য করে তারা তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেছেন অন্যান্য দেশের নিজেদের ভাইদের বিরুদ্ধে, বিপ্লবী মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের বিরুদ্ধে—যারা আগেই তাদের কোন মোহ না রাখতে অথবা অন্ধভাবে কাজ না করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

নিজেদের সহযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে সবটুকু বিষ ও হিংস্রতা ঢেলে দিয়ে তারা বিপ্লবী মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের বিচ্ছিন্ন করার, অন্যান্য দেশে তাদের নিজেদের যেসব ভাইয়েরা বৈপ্লবিক নীতিগুলি রক্ষা করে চলেছেন তাদের বিচ্ছিন্ন করার ব্যর্থ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তারা প্রমাণ করবার চেষ্টা করছেন যে তারা 'জয়লাভ' করেছেন।

এই পরিস্থিতিতে, আধুনিক সংশোধনবাদীদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা ছাড়া, প্রকৃত বিপ্লবী মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা আর কী করতে পারেন? নীতির প্রশ্নে বিরোধ ও মতভেদের ব্যাপারে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কর্তব্য ন্যায় ও অন্যায় পৃথক করা এবং বিষয়গুলি পরিষ্কার করে দেওয়া। শত্রুর বিরুদ্ধে সকলের ঐক্যের স্বার্থে আমরা বরাবরই আন্তঃপার্টি আলাপ

(১) লেনিন, "জার্মান শ্রমিক আন্দোলনে যা অনুকরণযোগ্য নয়", নির্বাচিত রচনাবলী, ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, নিউইয়র্ক, ১৯৪৩, খণ্ড ৪ পৃ: ৩৩৬।

আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পক্ষপাতী এবং শত্রুর সামনে নিজেদের মতপার্থক্য তুলে ধরার বিপক্ষে। কিন্তু যেহেতু কিছু লোক বিরোধগুলিকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসার জন্যে জিদ ধরে আছে, খোলাখুলি তাদের চ্যালেঞ্জের জবাব দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন পথ নেই।

পরিশেষে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি'র বিরুদ্ধে অসঙ্গত আক্রমণ চালান হচ্ছে। বাস্তব ঘটনাবলী সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে আক্রমণকারীরা আমাদের বিরুদ্ধে বহু বানানো অভিযোগ জোর গলায় উপস্থিত করেছেন। এইসব আক্রমণ কেন করা হচ্ছে তা বোঝা শক্ত নয়। যারা এইসব আক্রমণ পরিকল্পনা করছেন ও কার্যকরী করছেন তারা নিজেদের কোথায় নিয়ে দাঁড় করিয়েছেন এবং কাদের সাথে হাত মিলিয়েছেন তাও দিনের আলোর মত স্পষ্ট।

সাম্প্রতিক কয়েক বছরে কমরেড তোগলিয়াত্তি প্রমুখ ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকজন নেতার বিবৃতির সঙ্গে যারা পরিচিত তারাই বুঝতে পারবেন যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি'র মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতামতের বিরুদ্ধে আক্রমণের সঙ্গে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি'র বিগত কংগ্রেসে যে সুর মেলানো হয়েছে তা মোটেই আকস্মিক নয়। ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি-কংগ্রেসের দলিল, কমরেড তোগলিয়াত্তির রিপোর্ট এবং কংগ্রেসে তার উপসংহার ভাষণের মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী একটি মতাদর্শের স্পষ্ট স্বাক্ষর পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং ইতালির আভ্যন্তরীণ সমস্যার আলোচনায় সমাজ-গণতন্ত্রীরা ও আধুনিক সংশোধনবাদীরা যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তার সঙ্গে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি'র কমরেডদের ব্যবহৃত ভাষার আশ্চর্য মিল। ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি'র এই থিসিসটি ও অন্যান্য দলিলগুলি ভালভাবে পড়লে দেখা যাবে যে সেখানে যে সব সূত্র ও মতামত দেওয়া হয়েছে তা মোটেই নতুন নয়; পুরনো আমলের সংশোধনবাদীরা যা বলে গেছেন এবং যুগোস্লাভিয়ার টিটোপন্থী সংশোধনবাদীরা প্রথম থেকেই যা প্রচার করে আসছেন এগুলি প্রধানত তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে কত দূরে সরে গিয়েছেন তা স্পষ্টভাবে দেখানোর জন্যে, ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি'র থিসিসটি এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য দলিলগুলি এখন বিশ্লেষণ করা যাক।

তৃতীয় অধ্যায়

সমকালীন বিশ্বে দ্বন্দ্ব

কমরেড তোগলিয়াত্তির নতুন চিন্তা

কমরেড তোগলিয়াত্তি ও ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির অন্যান্য কিছু কমরেড আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সমস্যাবলী উত্থাপন করার ব্যাপারে নিজেদের মূল্যায়নকেই নতুন পথ গ্রহণের মৌলিক ভিত্তি বলে গ্রহণ করেছেন।

নিজেদের এই মূল্যায়ন থেকেই আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সমস্যাবলী সম্পর্কে তাদের নতুন চিন্তার উদ্ভব এবং এগুলি সম্পর্কে তারা খুবই গর্বিত।

১। "শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রয়োজন একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার নীতির জন্য লড়াই করা, যে নীতি আরো দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের পরিপন্থী বর্তমানের দ্বন্দ্বগুলির অবসান ঘটিয়ে সামাজিক অগ্রগতিতে রূপান্তরিত হতে পারে।"[1]

২। "এমনকি বিভিন্ন সামাজিক কাঠামোর রাষ্ট্রগুলির মধ্যেও ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতার ভিত্তি স্থাপনের জন্য বিশেষ করে ইউরোপে এক সম্মিলিত উদ্যোগ গড়ে তোলা প্রয়োজন যা জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্থাগুলির কাঠামোর মধ্যে বাণিজ্য বাড়িয়ে তোলা, শুল্কগত প্রতিবন্ধকতা তুলে দেওয়া বা কমিয়ে দেওয়া এবং অনগ্রসর অঞ্চলগুলির অগ্রগতির জন্য যুক্তভাবে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব করে তুলবে।"[1]

৩। "ইউরোপ ও সমগ্র দুনিয়ার বিভিন্ন জোটে ভাগ হয়ে যাওয়ার অবসান ঘটানোর জন্য এবং এই বিভাজনকে টিকিয়ে রাখছে যে রাজনৈতিক ও সামরিক বাধাগুলি সেগুলি ভেঙ্গে ফেলবার জন্য ক্রমান্বয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের"[1] এবং "একটি একক বিশ্ববাজার পুণর্গঠনের"[1] দাবী তুলতে হবে।

৪। আধুনিক সামরিক প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের ফলে "যুদ্ধ অতীতে যা ছিল তা থেকে গুণগতভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যুদ্ধের প্রকৃতিতে এই পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করে, আমাদের তত্ত্বটিকে নতুনভাবে ভেবে দেখা দরকার।"[2]

৫। "শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের জন্য সংগ্রাম করে আমরা একটি নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করতে চাই, যার প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হবে যুদ্ধহীনতা।"[1]

৬। "ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা প্রায় পুরোপুরি ধ্বসে পড়েছে।"[1] "......সাম্রাজ্যবাদের জন্য রক্ষিত তাদের প্রভাবিত অঞ্চল দুনিয়ায় আর নেই।"[2]

---

(১) "ইতালির কমিউনিষ্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের থিসিস'।

(২) তোগলিয়াত্তি, "গণতন্ত্র ও শান্তির মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতির জন্য শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য"—ইতালির কমিউনিষ্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের রিপোর্ট, ২রা ডিসেম্বর, ১৯৬২।

৭। "কাঠামোগত সংস্কারের জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক প্রকৃতির সংস্কারের জন্য প্রকৃত-পক্ষে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় যে আকাঙ্ক্ষা তা অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও উৎপাদনী শক্তিসমূহের নতুন বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত।"[১]

৮। "পুঁজিবাদবেষ্টিত একটি দেশে, গৃহযুদ্ধ ও সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ-কার্যের সময়কার কঠিন দিনগুলিতে 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব'-এর যা অর্থ ছিল এখন ঐ শব্দটিই ভিন্নতর অর্থ বহন করতে পারে।"[২]

৯। "পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বর্তমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর" মধ্যে গভীর পরিবর্তন সাধনের জন্য "...সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উপর একটি প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপিত হতে পারে।"[৩]

১০। পুঁজিবাদী ইতালিতে "সমস্ত জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের পরিচালনার ক্ষমতা অর্জন করা"[১] সম্ভব। ইতালিতে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ "সাংবিধানিক চুক্তিকে পুরোপুরি গ্রহণ ও রক্ষা করেই রাষ্ট্রের শ্রেণী-প্রকৃতি ও শ্রেণীগত লক্ষ্যের বিরোধিতা করতে পারে।"[২]

১১। "জাতীয়করণ", "পরিকল্পনা" এবং অর্থনৈতিক জীবনে "রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ" কে "বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীগুলির শাসনকে আঘাত দেবার জন্য, তাকে সীমিত করার জন্য এবং ভেঙ্গে ফেলবার জন্য বৃহৎ পুঁজির শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ারে" পরিণত করা যেতে পারে।[২]

১২। বুর্জোয়া শাসক গোষ্ঠীগুলি এখন "পরিকল্পনা ও কর্মসূচী অনুযায়ী অর্থনৈতিক গঠনকে মেনে নিতে পারে, যা এক সময় সমাজতন্ত্রেরই বৈশিষ্ট্যসূচক কাজ বলে বিবেচিত হত," এবং "পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের মুহূর্ত এসে গেছে—এই বাস্তব লক্ষণ সূচিত করতে পারে।"[২]

সংক্ষেপে, কমরেড তোগলিয়াত্তি প্রমুখদের উপস্থাপিত নতুন চিন্তাগুলির মধ্যে তারা বর্তমান দুনিয়াকে যেভাবে দেখেছেন তারই ছবি ফুটে উঠেছে। তাঁদের থিসিস ও প্রবন্ধগুলিতে কিছু মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কথা তারা মিথ্যা আবরণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন এবং বহু আপাতসুন্দর ও দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ধূম্রজাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু তাঁদের চিন্তাগুলির সার কথাকে তারা ঢেকে রাখতে পারেন নি। অর্থাৎ তারা শ্রেণীসংগ্রামের জায়গায় শ্রেণীসহযোগিতাকে, সর্বহারা বিপ্লবের জায়গায় "কাঠামোগত সংস্কার" কে, এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের জায়গায় "যুক্ত হস্তক্ষেপকে" স্থান দেবার চেষ্টা করেছেন।

---

(১) ইতালির কমিউনিষ্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে তোগলিয়াত্তির রিপোর্ট।

(২) "ইতালির কমিউনিষ্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের থিসিস", লুনিতা ক্রোড়পত্র, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬২।

(৩) "ইতালির কমিউনিষ্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের থিসিস"।

তোগলিয়াত্তি প্রমুখ কমরেডরা এই যে নতুন চিন্তা উপস্থিত করেছেন তার অর্থ হল বৈরিতামূলক সামাজিক দ্বন্দ্বগুলি বিলুপ্ত হচ্ছে এবং সারা পৃথিবীব্যাপী সামাজিক শক্তিগুলি মিলে গিয়ে একটি অখণ্ড সত্তায় পরিণত হচ্ছে। যেমন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক শিবির ও সাম্রাজ্যবাদী শিবির, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি ও নিপীড়িত জাতিগুলি, প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশের বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণী এবং মেহনতী জনগণ, প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিভিন্ন একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীগুলি ; এই পরস্পর বিরোধী শক্তিগুলি সবই মিশে যাচ্ছে বা মিশে গিয়ে একটি অখণ্ড সত্তায় পরিণত হবে।

তোগলিয়াত্তি প্রমুখ কমরেডদের এইসব নতুন চিন্তার সঙ্গে টিটো-চক্রের কর্মসূচীতে সন্নিবিষ্ট আজগুবি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী ধারণাগুলির (যা তাদের কুখ্যাত করে তুলেছিল) তফাৎ কোথায় তা আমাদের পক্ষে বোঝা শক্ত।

তোগলিয়াত্তি প্রমুখ কমরেডদের এই নতুন চিন্তা নি:সন্দেহে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের প্রতি সবচেয়ে গুরুতর চ্যালেঞ্জ এবং একে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করার প্রয়াস। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ছে এঙ্গেলস ড্যুরিং-এর বিরুদ্ধে তার বিতর্কমূলক গ্রন্থের যে নামটি দিয়েছিলেন তার কথা—"হের ইউজেন ড্যুরিং-এর বিজ্ঞানে বিপ্লব"। কমরেড তোগলিয়াত্তিও কি আজ ড্যুরিং-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের ক্ষেত্রে "বিপ্লব" শুরু করতে চাইছেন ?

দুনিয়াকে পরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থাপত্র যা ব্যবস্থাদাতা নিজেই বিশ্বাস করেন না

"বর্তমানে এই যেসব দ্বন্দ্বগুলি আরো দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটতে দিচ্ছে না অথচ যা সামাজিক প্রগতিতে"[১] পরিণত করা যেতে পারে—কিভাবে উত্তীর্ণ হওয়া যায় ? অর্থাৎ, কিভাবে পরস্পর-বিরোধী আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি অখণ্ড সত্তায় পরিণত হতে পারে ? তোগলিয়াত্তি প্রমুখ কমরেডদের জবাব হচ্ছে এই :

মুক্তি, স্বাধীনতা এবং মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য ও তাকে মর্যাদা দানের জন্য এবং শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার জন্য সমস্ত মানুষ ও জাতির মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষা রয়েছে তাকে পূর্ণ করতে সক্ষম এমন একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর পক্ষে এবং সর্বপ্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে বুর্জোয়া শাসক শ্রেণীগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানানো।[১]

এর অর্থ কি এই যে শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার সাহায্যেই এবং জনগণের বিপ্লব ছাড়াই পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সমাজ-

(১) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে তোগলিয়াত্তির রিপোর্ট।

তান্ত্রিক দেশগুলির মতই এক "অর্থনৈতিক ও সামাজিক" ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? যদি তাই হয়, তবে তার অর্থ কি এই দাঁড়ায় না যে, পুঁজিবাদের আর পুঁজিবাদ থাকার দরকার নেই, সাম্রাজ্যবাদের আর সাম্রাজ্যবাদ থাকার দরকার নেই এবং পুঁজিবাদীরা স্বদেশে ও বিদেশে মুনাফা ও অতিরিক্ত মুনাফার জন্য তাদের জীবনমরণ হানাহানি বন্ধ করতে পারে এবং তার পরিবর্তে মানুষের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য সমস্ত জনগণ ও সমস্ত জাতির সঙ্গে "শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা"র সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে?

দুনিয়া পরিবর্ত্তনের জন্যে কমরেড তোগলিয়াত্তি এই ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছেন। ইতালির প্রকৃত আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এই মহৌষধি কিন্তু কার্যকরী হয়নি। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা এই ব্যাপারটা কী করে এত হালকাভাবে নিতে পারেন?

সকলেই জানেন—বিশেষ করে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের নিশ্চয়ই মনে আছে—অক্টোবর বিপ্লবের কিছুদিন পরেই লেনিন সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি ঘোষণা করে তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতাকে সমর্থন করেন। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পর থেকে চল্লিশ বছরেরও বেশী সময় কেটে গেছে। এর অধিকাংশ সময়েই পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে প্রধানতঃ শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি অনুসৃত হয়েছে। আমরা মনে করি, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি যা লেনিন ও স্তালিন অনুসরণ করেছিলেন তা ছিল সম্পূর্ণ নির্ভুল ও প্রয়োজনীয়। এই নীতির অর্থ হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তিতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বল প্রয়োগের ইচ্ছেও নেই, প্রয়োজনও নেই। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব যা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রমাণিত হয়েছে, নিপীড়িত জনগণ ও জাতি সমূহের কাছে বিপুল প্রেরণার উৎস। অক্টোবর বিপ্লবের পরে লেনিন পুনরাবৃত্তি করেছিলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য বাকী দুনিয়ার কাছে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। তিনি বলেছিলেন যে বিজয়ী শ্রমিক শ্রেণী কমিউনিস্ট ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারে এবং "সারা বিশ্বের কাছে এই কাজের গুরুত্ব আছে"[১]।

১৯২১ সালে গৃহযুদ্ধ যখন মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে এবং সোভিয়েত রাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ গঠনকার্যে উত্তরণের যুগে প্রবেশ করছে, লেনিন তখন সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক গঠনকার্যকে সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রধান কাজ বলে নির্দিষ্ট করেন। তিনি বলেছিলেন, "বর্তমানে আমাদের অর্থনৈতিক নীতি দ্বারাই আন্তর্জাতিক বিপ্লবের উপর আমাদের মূল প্রভাব বিস্তার করছি"[২]। লেনিনের মত ছিল সঠিক। লেনিন ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন, সমাজতান্ত্রিক শক্তি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর ক্রমে বেশী করে প্রভাব বিস্তার করছে। কিন্তু লেনিন একথা কখনই বলেননি যে একটি সোভিয়েত রাষ্ট্রের গঠনকার্য সমস্ত দেশের জনগণের মুক্তি-

(১) লেনিন "আমাদের আভ্যন্তরীণ ও দেশের বাইরের পরিস্থিতি এবং পার্টির কর্ত্তব্য"—সংগৃহীত রচনাবলী, মস্কো, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, খণ্ড ৩১, পৃ: ৩৯১।

(২) লেনিন, "রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির (বি) দশম সারা রুশ সম্মেলন", সংগৃহীত রচনাবলী, মস্কো, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, খণ্ড ৩২, পৃ: ৪১৩।

সংগ্রামের স্থান দখল করতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্বের চল্লিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে তা থেকেও দেখা যায় যে, কোন দেশের বিপ্লব বা সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন সেই দেশেরই জনগণের ব্যাপার এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি কর্তৃক অনুসৃত শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার নীতি অন্য কোন দেশের সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। তোগলিয়াত্তি প্রমুখ কমরেডদের একথা বিশ্বাস করার এমন কী কারণ থাকতে পারে যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি কর্তৃক অনুসৃত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার নীতি অন্যান্য সব দেশের সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতে পারে এবং এমন এক "অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা" প্রতিষ্ঠা করতে পারে যা মানুষের সমস্ত আশা-আকাঙক্ষা পূরণ করতে সক্ষম।

একথা ঠিক যে, কমরেড তোগলিয়াত্তি প্রমুখ কমরেডরা নিজেদের ব্যবস্থাপত্রে নিজেরাই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন না। সেইজন্যেই তাদের থিসিসে আবার একথাও তারা বলেছেন, "অবশ্য, সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের শাসকগোষ্ঠী তাদের বিশ্বব্যাপী আধিপত্য ছেড়ে দিতে চায়না"।

কিন্তু কেন যে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শাসকগোষ্ঠী "তাদের বিশ্বব্যাপী আধিপত্য" ছেড়ে দিতে চায়না তা নির্ধারণের জন্য তোগলিয়াত্তি প্রমুখ কমরেডরা সমাজবিকাশের নিয়মাবলীকে ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না। তারা শুধু বলেন যে, এর কারণ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শাসকগোষ্ঠী বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করছে অথবা বিশ্বপরিস্থিতি "ঠিক বুঝতে পারছেনা" এবং ঠিক এই ভুল ধারণা ও "ভুল বোঝা" থেকেই "আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়তার"[১] সৃষ্টি হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদের নিজের আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা ইত্যাদিকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের বিকাশের ফলশ্রুতি হিসেবে না দেখে শুধুমাত্র কি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শাসকগোষ্ঠীদের বোঝার ভুল বলে গণ্য করা যেতে পারে? একথা কি করে মনে করা যেতে পারে যে, একবার যদি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শাসকগোষ্ঠীরা সঠিকভাবে বুঝতে পারে, একবার যদি তাদের শাসকেরা "বিবেচক" হয়, তাহলে বিভিন্ন দেশের সমাজব্যবস্থা ঐসব দেশের জনগণের শ্রেণীসংগ্রাম ও বিপ্লব ছাড়াই আমূল পরিবর্তিত হয়ে যাবে?

দুনিয়ার দ্বন্দ্বগুলি সম্পর্কে দুটি মৌলিকভাবে পৃথক মত

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তথ্যাবলীর সারাংশকে ভালভাবে বুঝতে হবে, যেমন বুঝতে হবে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্বগুলিকে: সমাজতান্ত্রিক শিবির ও সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি ও নিপীড়িত

(১) "ইতালির কমিউনিষ্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের থিসিস।"

জাতিগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব, প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশে বুর্জোয়া এবং শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য সর্বহারা জনগনের মধ্যে দ্বন্দ্ব, প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশে বিভিন্ন একচেটিয়া গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব, প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের এবং ছোট ও মাঝারী পুঁজি-পতিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ইত্যাদি। স্পষ্টতই এই দ্বন্দ্বগুলি উপলব্ধি করেই, বিভিন্ন সময় তাদের এবং তাদের পবিবর্ত্তনগুলিকে বিশ্লেষণ করেই এবং কোন বিশেষ সময় একটি নির্দ্দিষ্ট দ্বন্দ্বেব কেন্দ্রবিন্দু চিহ্নিত করেই শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক দলগুলি সঠিকভাবে আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তবীণ পরিস্থিতি নির্ধারণ করতে পারে এবং নিজেদের নীতিব নির্ভরযোগ্য তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনা কবতে পারে। দুর্ভাগ্যের বিষয় তোগলিয়াত্তি প্রমুখ কমরেডরা তাদের থিসিসে এই বিশেষ দ্বন্দ্বগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন না এবং সেই কারণেই তাদের সমগ্র কর্মসূচী অনিবার্যভাবে মার্কসবাদ লেনিনবাদেব কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। -

অবশ্য তোগলিযাত্তি প্রমুখ কমরেডরা তাদের থিসিসে অনেক দ্বন্দ্বেরই উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আশ্চর্যেব বিষয় কমরেড তোগলিয়াত্তি, যিনি মার্কসবাদী লেনিনবাদী বলে নিজেকে ঘোষণা কবেন, উপবোক্ত গুবুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্বগুলিকেই চমৎকার ভাবে এড়িয়ে গেছেন।

তার থিসিসে ইউরোপীয কমন মার্কেট সম্পর্কিত অংশে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিব এই দ্বন্দ্বগুলিকে উল্লেখ করা হযেছে।... . বড় বড় পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে অর্থ-নৈতিক প্রতিযোগিতা বেড়ে উঠেছে এবং এই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক চুক্তি করার ঝোঁকই শুধু বৃদ্ধি পায়নি, বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সুসংবদ্ধ বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক আঁতাত সৃষ্টির প্রবণতাও বেড়েছে। বাজারের সম্প্রসারণ যা পশ্চিম ইউরোপে এমন একটি অাঁতাতের (ইউরোপীয় কমন মার্কেট) ফলশ্রুতি, তা কোন কোন দেশে (ইতালি, জার্মান ফেডারেল রিপাবলিক) অর্থনৈতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে। বড় বড় একচেটিয়া গোষ্ঠীর নেতৃত্বে সম্পাদিত পুনরস্ত্রসজ্জা ও যুদ্ধের অতলান্তিক নীতিব সঙ্গে সংযুক্ত অর্থনৈতিক সংহতি কোন কোন অত্যন্ত শিল্পোন্নত অঞ্চলের অগ্রগতি এবং অন্যান্য অঞ্চলের স্থায়ী এমনকি আপেক্ষিক ভাবে বেড়ে চলা অনগ্রসরতা ও পশ্চাদ্‌গতির মধ্যে ; শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির হার এবং সর্বত্রই গুরুতর অসুবিধা ও সংকটের মধ্যে নিমজ্জিত কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির হারের মধ্যে ; উচ্চহারের পণ্যভোগ যুক্ত যথেষ্ট বিস্তৃত সমৃদ্ধির অঞ্চলগুলি ও স্বল্প মজুরি, প্রয়োজনের কম পণ্য-ভোগ ও দারিদ্র্যের বিস্তৃততম অঞ্চলগুলির মধ্যে ; শুধু পুনরস্ত্রসজ্জা নয়, অনুৎপাদী ব্যয় এবং লাগামহীন বিলাসিতায় বিনষ্ট বিপুল পরিমাণ অর্থ এবং জনগণ ও অগ্রগতির পক্ষে জরুরী সমস্যাগুলির (গৃহনির্মাণ, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি) সমাধানের অসম্ভাব্যতার মধ্যে, যেমন আন্তর্জাতিকভাবে তেমনি স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন দেশে নতুন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে।

এখানে তথাকথিত দ্বন্দ্বগুলির বা "নতুন দ্বন্দ্বগুলির" একটি লম্বা তালিকা দেওয়া

হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব, একদিকে সাম্রাজ্যবাদ এবং তার তাঁবেদাররা এবং অন্যদিকে বিশ্বের জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের কোন উল্লেখ করা হয় নি। তোগলিয়াত্তি প্রমুখ কমরেডরা "আন্তর্জাতিকভাবে এবং স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন দেশে" দ্বন্দ্বগুলিকে বর্ণনা করেছেন শিল্পোন্নত ও শিল্পে অনুন্নত দেশগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এবং সমৃদ্ধির অঞ্চলগুলি ও দারিদ্র্যের অঞ্চলগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব বলে।

পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিবাদী গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার অস্তিত্ব তারা স্বীকার করেছেন বটে কিন্তু তারা যে সিদ্ধান্ত টেনেছেন তা হচ্ছে এই যে, এই দ্বন্দ্বগুলি অ-শ্রেণীভিত্তিক অথবা শ্রেণী নিরপেক্ষ। তারা মনে করেন, "বড় বড় একচেটিয়া গোষ্ঠীর মধ্যে আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন" এবং "বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সুসংবদ্ধ বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক অাঁতাত সৃষ্টির" মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য বিধান এমনকি বিলোপ সাধন পর্যন্ত ঘটানো যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, এই অভিমত পুরনো আমলের সংশোধনবাদীদের "অতিসাম্রাজ্যবাদ তত্ত্ব" থেকে চুরি করা, লেনিন যাকে বলেছিলেন "অতিবিশুদ্ধ প্রলাপোক্তি"।

সকলেই জানেন, সাম্রাজ্যবাদী যুগে লেনিন এই গুরুত্বপূর্ণ থিসিস উপস্থাপিত করেছিলেন যে, "অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ পুঁজিবাদের একটি অপরিবর্তনীয় নিয়ম"।[১] সাম্রাজ্যবাদী যুগে পুঁজিবাদী দেশগুলির অসম বিকাশের উল্লম্ফন ঘটে, আগে যারা পিছিয়ে ছিল তারা লাফ দিয়ে সামনে চলে যায়, আর আগে যারা এগিয়ে ছিল তারা পিছনে পড়ে যায়। পুঁজিবাদের অসম বিকাশের এই অমোঘ নিয়ম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও সত্য। সংশোধনবাদী, সুবিধাবাদী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা বরাবরই বলে আসছে যে মার্কিন পুঁজিবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে এই অমোঘ নিয়ম কার্যকরী নয়। কিন্তু যুদ্ধের পর বহু বছর ধরে জাপান, পশ্চিম জার্মানী, ইতালি, ফ্রান্স ও অন্যান্য কয়েকটি পুঁজিবাদী দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের হার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে গেছে। বিশ্বপুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্ব কমেছে। ১৯৪৮ সালে মার্কিন শিল্পোৎপাদন ছিল সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ার ৫৩.৪ শতাংশ, কিন্তু ১৯৬০ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৪৪.১ শতাংশে, এবং ১৯৬১ সালে ৪৩ শতাংশে।

যদিও অর্থনৈতিক বিকাশের হারে মার্কিন পুঁজিবাদ অন্যান্য কয়েকটি পুঁজিবাদী দেশ থেকে পিছিয়ে পড়েছে, তবুও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুঁজিবাদী দুনিয়ায় তার একচেটিয়া অবস্থান একেবারে হারিয়ে ফেলেনি। অর্থাৎ একদিকে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুনিয়ায় তার একচেটিয়া অবস্থান এবং আধিপত্য বজায় রাখার ও বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে তেমনি অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী দেশগুলি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করার চেষ্টা করছে। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অপরিসীম গুরুত্বসম্পন্ন এই দ্বন্দ্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যেকার এই দ্বন্দ্ব ছাড়াও, অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের মধ্যে ও অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্বের

(১) লেনিন, "ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র শ্লোগান", নির্বাচিত রচনাবলী, 'ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স; নিউইয়র্ক, ১৯৪৩, খণ্ড ৫, পৃ: ১৪১।

ফলে বাজার, পুঁজি বিনিয়োগের পথ ও কাঁচামালের উৎস নিয়ে লড়াই তীব্রতর হতে বাধ্য এবং তা প্রকৃতপক্ষে হচ্ছেও। এটাই হচ্ছে পুরনো উপনিবেশবাদ ও নতুন উপনিবেশবাদের মধ্যে, বিজয়ী ও বিজিত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে লড়াই-এর সংমিশ্রিত রূপ। কঙ্গোর ঘটনা, ইউরোপীয় কমন মার্কেট নিয়ে সাম্প্রতিক বিবাদ, জাপান থেকে আমদানী পণ্যের উপর হালের মার্কিন বিধিনিষেধ আরোপের ফলে উদ্ভূত ঝগড়া এইসব লড়াইয়ের জলন্ত দৃষ্টান্ত।

যদিও ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের থিসিসে বলা হয়েছে যে, "মার্কিন পুঁজিবাদের চরম অর্থনৈতিক প্রভুত্ব পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্যসূচক অসম বিকাশ ও লাফ দিয়ে অগ্রসর হবার প্রক্রিয়াগুলির যে কোন একটির ফলে বিলুপ্ত হতে শুরু করেছে," তথাপি তোগলিয়াত্তি প্রমুখ কমরেডরা এই নতুন ঘটনা থেকে এটা দেখতে পাননি যে, পুঁজিবাদী দুনিয়ার দ্বন্দ্বগুলি ব্যাপকতায় ও গভীরতায় বেড়েই চলেছে এবং তারা এও দেখতে পাননি যে, এই নতুন ঘটনা এক নতুন পরিস্থিতির জন্ম দেবে যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নিজেদের মধ্যে তীব্র জীবনমরণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে এবং প্রত্যেক সাম্রাজবাদী দেশের বিভিন্ন একচেটিয়া গোষ্ঠীর মধ্যে এবং প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও সর্বহারা জনগণ এবং একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মধ্যে তীব্র জীবনমরণ সংগ্রাম দেখা দেবে। বিশেষ করে বেশ কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়ী হবার ফলে সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত বাজারের এলাকা বহুলাংশে সংকুচিত হয়ে গেছে; তাছাড়া এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় জাতীয় স্বাধীনতা প্রাপ্ত বহু দেশের আবির্ভাবের ফলে এসব অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির একচেটিয়া অর্থনৈতিক আধিপত্য খর্ব হয়েছে। এই অবস্থায় পুঁজিবাদী দুনিয়ায় যেসব তীব্র সংগ্রাম চলে আসছে তা অতীতের তুলনায় দুর্বলতর না হয়ে আরো তীব্রতর হয়েছে।

বর্তমানে দুটি মৌলিকভাবে পৃথক বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা—সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, এবং দুটি পরস্পর বিরোধী বিশ্ব শিবির—সমাজতান্ত্রিক শিবির ও সাম্রাজ্যবাদী শিবির বিদ্যমান। ঘটনাক্রমে সমাজতন্ত্রের শক্তি সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে ছাড়িয়ে গেছে। সমস্ত দেশের বিপ্লবী জনগণের শক্তির সঙ্গে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শক্তির সঙ্গে এবং শান্তি আন্দোলনের শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শক্তি নিঃসন্দেহে সাম্রাজ্যবাদীদের ও তাদের তাঁবেদারদের শক্তিকে বহুগুণে ছাড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ, সমগ্রভাবে বিশ্বের শক্তির মানদণ্ডে শ্রেষ্ঠত্ব এখন সমাজতন্ত্রের ও বিপ্লবী জনগণের— সাম্রাজ্যবাদের নয়। শ্রেষ্ঠত্ব এখন সেই শক্তিগুলির যারা বিশ্ব শান্তিকে রক্ষা করে— যুদ্ধকামী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নয়। একেই আমরা 'চীনা কমিউনিস্টরা' বলে থাকি, "পূবের হাওয়া পশ্চিমের হাওয়ার ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করছে"। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের শক্তির মানদণ্ডে এই প্রচণ্ড পরিবর্তনকে গণ্য না করা পুরোপুরি ভুল। কিন্তু এই পরিবর্তন পুঁজিবাদী দুনিয়ার বিভিন্ন অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলির অবসান ঘটায়নি, পুঁজিবাদী সমাজের টিকে থাকার জঙ্গলের নিয়মকে পাল্টে দেয়নি এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বিভিন্ন জোটে বিভক্ত হবার ও নিজ নিজ স্বার্থে সর্বপ্রকার সংঘর্ষে লিপ্ত হবার সম্ভাবনাকে বাতিল করে নি।

একথা কি করে বলা সম্ভব যে, বিশ্বের শক্তির মানদণ্ডে পরিবর্তনের সুবাদে পুঁজিবাদ ও

সমাজতন্ত্র—এই দুই সমাজব্যবস্থার পার্থক্য আপনা থেকেই ঘুচে যাবে ?

একথা কি করে বলা সম্ভব যে, বিশ্বের শান্তির মানদণ্ডে এই পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে পুঁজিবাদী দুনিয়ার বিভিন্ন অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলি আপনা থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে ?

একথা কি করে বলা সম্ভব যে, বিশ্বের শান্তির মানদণ্ডে এই পরিবর্তনের ফলে পুঁজিবাদী দুনিয়ার শাসকেরা ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে স্বেচ্ছায় চলে যাবে ?

অথচ, ঠিক এই মতগুলিই তোগলিয়াত্তি প্রমুখ কমরেডদের কর্মসূচীর মধ্যে পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালের দুনিয়ায় দ্বন্দ্বগুলির কেন্দ্রবিন্দু

তোগলিয়াত্তি প্রমুখ কমরেডদের শরীর পড়ে আছে পুঁজিবাদী দুনিয়ায়, কিন্তু তাদের মন রয়েছে কল্পনার স্বর্গে।

পুঁজিবাদী দুনিয়ার কমিউনিস্ট হিসেবে তাদের উচিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শ্রেণী-বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, সমগ্রভাবে বিশ্বপরিস্থিতি থেকে শুরু করে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ করা এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্বের, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির এবং নিপীড়িত জাতিগুলির দ্বন্দ্বের, প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদী দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতী জনগণের দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণের উপর জোর দেওয়া, যাতে তাদের নিজেদের দেশের শ্রমিক শ্রেণীর ও সমস্ত নিপীড়িত জাতি ও জনগণের জন্য সঠিক পথ নির্ধারিত হয়। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমাদের বলতে হচ্ছে, তোগলিয়াত্তি প্রমুখ কমরেডরা এই কাজে ব্যর্থ হয়েছেন। দ্বন্দ্বগুলি নিয়ে তারা শুধু অপ্রাসঙ্গিক, অন্তঃসারশূন্য কথা বলায় প্রবৃত্ত হয়েছেন ; আসলে তারা যা করছেন তা হল দ্বন্দ্বগুলিকে আড়াল করে ইতালীয় শ্রমিক শ্রেণী এবং সমস্ত নিপীড়িত জনগণ ও দেশগুলিকে বিপথে চালিত করা।

টিটোর মত কমরেড তোগলিয়াত্তিও সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরে দ্বন্দ্বকে দুটি বিরাট সামরিক জোটের "অস্তিত্ব যা কিনা একটির বিপরীতে আর একটি দাঁড়িয়ে আছে"[১] বলে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি মনে করেন যে "পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়ে" এক "যুদ্ধহীন" নতুন দুনিয়া, এক "শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার"[১] দুনিয়া গড়ে তোলা সম্ভব। তিনি আরও মনে করেন যে দুটি প্রধান সমাজব্যবস্থার মধ্যে দ্বন্দ্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

কমরেড তোগলিয়াত্তির এই ধারণাগুলি বড়ই সরল। দিনের পর দিন তিনি আশা করে যেতে পারেন যে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শাসকেরা "সুবিবেচক" হবে, কিন্তু স্বেচ্ছায় নিজেদের নিরস্ত্র করে অথবা নিজেদের সমাজব্যবস্থা পরিবর্তন করে সাম্রাজ্যবাদীরা কখনও তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করবে না। মূলতঃ তার ধারণাগুলির একমাত্র অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ত্যাগ করতে হবে অথবা লুপ্ত করে দিতে হবে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তথাকথিত উদারনৈতিকতা নিয়ে আসতে হবে ; অর্থাৎ "শান্তিপূর্ণ বিবর্তন" অথবা "স্বতঃস্ফূর্ত বিবর্তন"-এর মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুঁজিবাদের দিকে নিয়ে যেতে হবে যা সাম্রাজ্যবাদীদের চিরদিনের বাসনা।

---

(১) ইতালির কমিউনিষ্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে তোগলিয়াত্তির রিপোর্ট।

সাম্রাজ্যবাদী শিবির এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে দ্বন্দ্ব হল দুই সমাজব্যবস্থার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব—যা বিশ্বের একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব নিঃসন্দেহে তীব্র। কোন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কীভাবে এই দ্বন্দ্বকে দুই সমাজব্যবস্থার দ্বন্দ্ব বলে গণ্য না করে দুই সামরিক জোটের দ্বন্দ্ব বলে মনে করতে পারেন?

তা ছাড়া, কোন মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর পক্ষে বিশ্বের দ্বন্দ্বগুলিকে সরলভাবে এবং একান্তভাবে সাম্রাজ্যবাদী শিবির এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দ্বন্দ্ব বলে গণ্য করা উচিত হবে না। একথা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে প্রকৃতিগতভাবেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি অন্য দেশে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। কোন অবস্থাতেই তা সম্ভব নয়। তাদের নিজেদেব আভ্যন্তরীণ বাজার আছে এবং বিশেষ করে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের রয়েছে সব চাইতে বেশি বিস্তৃত আভ্যন্তরীণ বাজার। একই সংগে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সমানাধিকার ও পারস্পরিক সুবিধার নীতির ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু বাজার ও প্রভাবাধীন এলাকা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সংগে খেয়োখেয়ি করার কোন প্রয়োজন তাদের নেই। এই ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে সংঘর্ষের, বিশেষ করে সশস্ত্র সংঘর্ষের, প্রয়োজন তাদেব একেবারেই নেই।

অবশ্য, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বেলায় বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা।

যতদিন পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা থাকবে, ততদিন পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী নিযমগুলি কার্যকরী থাকবে। সাম্রাজ্যবাদীরা সব সময় স্বদেশে নিজেদের জনগণের উপর শোষণ ও নিপীডন চালায এবং চিরদিনই অন্যান্য জাতি ও দেশগুলির বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালিযে তাদের শোষণ ও নিপীড়ন কবে। বরাববই তারা উপনিবেশ, আধা-উপনিবেশ ও প্রভাবাধীন অঞ্চলগুলিকে নিজেদের সম্পদ আহরণের উৎস বলে মনে করে। সাম্রাজ্যবাদের "সুসভ্য" নেকড়েগুলি চিরকালই এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকাকে গণ্য করেছে সুস্বাদু মাংস হিসেবে—যা নিয়ে এরা পরস্পরের সঙ্গে হানাহানি করে এবং উদরপূর্তি করে। বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে তারা অনবরত উপনিবেশগুলির ও প্রভাবাধীন অঞ্চলগুলির জনগণের সংগ্রাম ও অভ্যুত্থানকে দমন করে আসছে। পুরনো ঔপনিবেশিক নীতি অথবা নতুন ঔপনিবেশিক নীতি, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা যে নীতিই অনুসরণ করুক না কেন, সাম্রাজ্যবাদ ও নিপীড়িত জাতিগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। এই দ্বন্দ্ব অমীমাংসেয়, অত্যন্ত তীব্র এবং একে আড়াল করা যায় না।

উপরন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি বাজার, কাঁচা মালের উৎস, প্রভাবাধীন অঞ্চল এবং যুদ্ধের মুনাফা নিয়ে ক্রমাগত নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করছে। মাঝে মাঝে এই লড়াইয়ের তীব্রতা কিছুটা প্রশমিত হয়। এর ফলে কিছু সমঝোতা সম্ভব হতে পারে, এমনকি "বিভিন্ন রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে জোটও" সম্ভব হতে পারে; কিন্তু এই উত্তেজনা হ্রাস, সমঝোতা অথবা জোট গঠন সর্বদাই সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে আরো তীব্র, আরো তীক্ষ্ণ ও আরো ব্যাপক দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের জন্ম দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা জার্মান, ইতালিয়ান ও জাপানী ফ্যাসিস্টদের পথ অনুসরণ করে সারা দুনিয়ায় আধিপত্যের নীতি গ্রহণ করে চলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতার নাম করে তারা ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান ও ইতালির পুরনো উপনিবেশ ও প্রভাবাধীন অঞ্চলগুলিতে আগ্রাসন, অধিকার ও প্রভুত্ব বিস্তারের নীতি গ্রহণ করে চলেছে। আবার ঐ সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিরোধিতার নাম করেই তারা যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থার সুযোগ নিয়ে ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, জাপান, ইতালি, বেলজিয়াম, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি পুঁজিবাদী দেশগুলিকে একই সঙ্গে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে। এই নিয়ন্ত্রণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিকও বটে।

অর্থাৎ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদী দুনিয়ায় এমন এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করছে যা আগে কখনো ঘটেনি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করছে তার ফলে যে শুধু পশ্চিম জার্মানি, ইতালি ও জাপানের মত পরাজিত জাতি ও তাদের প্রাক্তন উপনিবেশ ও প্রভাবাধীন অঞ্চলগুলিই সরাসরিভাবে শৃঙ্খলিত হবে তাই নয়, এর ফলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিজের যুদ্ধকালীন মিত্রদেশ ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি ও তাদের বর্তমান ও প্রাক্তন উপনিবেশ ও প্রভাবাধীন অঞ্চলগুলিরও একই পরিণতি হবে।

অর্থাৎ, এই অভূতপূর্বভাবে বিশাল সাম্রাজ্য গঠনের অভিলাষে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রাথমিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যবর্তী বিরাট অঞ্চল দখলের ওপর তার প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করেছে। একই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতী কার্য্যকলাপ, নাশকতা ও আগ্রাসন চালানোর জন্য সে সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছে।

এখানে আমরা ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে কমরেড মাও সেতুং এক সুপরিচিত সাক্ষাৎকারে যা বলেছিলেন তা স্মরণ করতে পারি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা সেই সময় সোভিয়েত বিরোধিতাকে যেভাবে আবরণ হিসেবে ব্যবহার করছিল তা উদ্‌ঘাটন করে তিনি বিশ্ব-পরিস্থিতির এই সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ দিয়েছিলেন :

> মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে আছে এক বিশাল অঞ্চল যার মধ্যে পড়ে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বহু পুঁজিবাদী, ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশ। মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা এই দেশগুলি পদানত হবার আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর আক্রমণের প্রশ্নই ওঠে না। প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন যে সব এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে তার আয়তন পুরনো ব্রিটিশ প্রভাবাধীন সমস্ত অঞ্চলের মোট আয়তনের চেয়েও বেশী। তার নিয়ন্ত্রণে আছে জাপান, চীনের কুয়োমিংটাং শাসনাধীন অংশ, কোরিয়ার অর্ধেক এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল। বহুদিন থেকেই মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা তার নিয়ন্ত্রণে। সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও পশ্চিম ইউরোপও সে তার নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে। নানান অজুহাতে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপক সামরিক তোড়জোড় চালাচ্ছে। নানা দেশে স্থাপন করছে সামরিক ঘাঁটি। মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলেরা বলছে যে সামরিক ঘাঁটিগুলি তারা সারা দুনিয়াজুড়ে স্থাপন করেছে বা স্থাপন করতে যাচ্ছে, তার লক্ষ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন। একথা সত্য যে এই সব সামরিক ঘাঁটির লক্ষ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন। বর্তমানে কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন নয় বরং যে সব দেশে ঐসব সামরিক ঘাঁটিগুলি স্থাপিত হয়েছে তারাই মার্কিন আগ্রাসনের প্রথম বলি হবে। আমি বিশ্বাস করি যে অচিরেই এই সব দেশগুলি বুঝতে পারবে কারা তাদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে—সোভিয়েত ইউনিয়ন না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সে দিন আসবে যখন মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলদের সারা দুনিয়ার জনগণের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে।

অবশ্য এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলদের সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের কোন ইচ্ছে নেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বশান্তির প্রহরী এবং মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলদের সারা বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের পথে একটি শক্তিশালী প্রতিবন্ধক। সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্বের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং বিশ্বের প্রতিক্রিয়াশীলদের উদ্দেশ্য সফল হওয়া একেবারেই অসম্ভব। এই কারণেই মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে উন্মত্তের মত ঘৃণা করে এবং প্রকৃতপক্ষে এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার স্বপ্ন দেখে।

কিন্তু মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ না হতেই মার্কিন-সোভিয়েত যুদ্ধের ব্যাপারে এমন প্রবলভাবে ঢাক পেটাচ্ছে এবং এমন একটা দূষিত পরিবেশ সৃষ্টি করছে যে আমরা বাধ্য হচ্ছি তাদের আসল উদ্দেশ্যের দিকে চোখ ফেরাতে। এটা দেখা যাচ্ছে যে, সোভিয়েত বিরোধী শ্লোগানের আড়ালে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের এবং গণতান্ত্রিক মানুষদের ওপর ক্ষিপ্ত আক্রমণ চালাচ্ছে এবং মার্কিন সম্প্রসারণবাদের লক্ষ্য যে সমস্ত দেশ তাদের সকলকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্থ রাষ্ট্রে পরিণত করছে। আমি মনে করি যে, মার্কিন জনগণ এবং মার্কিন আগ্রাসনে বিপন্ন সমস্ত দেশের জনগণের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত এবং মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলদের এবং ঐসব দেশে তাদের পা-চাটা কুকুরদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান উচিত। এই সংগ্রামে বিজয়ের মধ্যে দিয়েই কেবল তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এড়ানো যেতে পারে, অন্যথায় তা অবশ্যম্ভাবী।[১]

সুতরাং, ১৬ বছর আগেই কমরেড মাও সেতুং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এক বিশাল বিশ্বসাম্রাজ্য গড়ে তোলার প্রচেষ্টা সুন্দরভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন এবং দেখিয়ে দিয়েছিলেন কীভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সারা দুনিয়াকে শৃঙ্খলিত করার অসুস্থ পরিকল্পনা ব্যর্থ করা যায় এবং এড়ানো যায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

(১) মাও সেতুং, "মার্কিন সাংবাদিক আনা লুইসি স্ট্রং এর সঙ্গে কথাবার্তা" নির্বাচিত রচনাবলী ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রেস, পিকিং ১৯৬১, খণ্ড ৪, পৃ: ৯৯—১০০।

এই সাক্ষাৎকারে কমরেড মাও সেতুং বলেছেন যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে রয়েছে এক বিরাট অন্তর্বর্তী অঞ্চল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়াই এই অন্তবর্তী অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধের আওয়াজ দেখিয়ে দিচ্ছে যে তারা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে আগ্রাসী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছে এবং তাদের ধ্বংস করার স্বপ্ন দেখছে বটে, আবার এই যুদ্ধের আওয়াজই তাদের অন্তর্বর্তী অঞ্চলের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালিয়ে শৃঙ্খলিত করার আশু উদ্দেশ্যকে ঢেকে রাখার আবরণ হিসাবে কাজ করছে।

বিশ্ব আধিপত্যের জন্য লালায়িত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসন ও শৃঙ্খলিত করার নীতি অন্তর্বর্তী অঞ্চলের, বিশেষ করে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত জাতি ও জনগণের প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতি এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত জাতি ও জনগণের মধ্যে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং এক দশকেরও বেশী সময় ধরে এই সব অঞ্চলে যে বিপ্লবের আগুন জ্বলছিল তাকে আরো জোরদার করে তুলেছে। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় বিপ্লবের শিখা সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ভিত্তিকে আরও দুর্বল করে দিচ্ছে। বিপ্লবের এই শিখা সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং নিশ্চিতভাবেই আরও ব্যাপক অঞ্চলে সম্প্রসারিত হবে।

ইতিমধ্যে, বিশ্ব-আধিপত্যের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যেকার এবং উপনিবেশ ও প্রভাবাধীন অঞ্চল নিয়ে নতুন ও পুরনো উপনিবেশবাদীদের মধ্যে লড়াইকে তীব্রতর করে তুলেছে। নিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসরণকারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং এই নীতির বিরোধী অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে লড়াইও এর ফলে তীব্রতর হয়েছে। এইসব লড়াই সাম্রাজ্যবাদের মূল স্বার্থে আঘাত দিচ্ছে, লড়াইয়ে মত্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি একে অপরকে কোন জায়গা ছাড়তে প্রস্তুত নয় কেননা প্রত্যেকে চেষ্টা করছে অপরকে টুঁটি টিপে মারার।

মুক্তির জন্য সংগ্রামরত এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত জাতি ও জনগণ সম্পর্কে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নীতি হল দমন ও প্রতারণার এক চরম প্রতি-ক্রিয়াশীল নীতি। গভীর কর্তব্যবোধ থেকে—সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি স্বভাবতই এই সব অঞ্চলের জাতীয় ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামগুলি সম্পর্কে সহানুভূতি ও সমর্থনের নীতি অনুসরণ করে। এই দুটি নীতি মৌলিকভাবে পৃথক। এই সব অঞ্চলে এই দুই নীতির মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্যভাবেই প্রতিফলিত হচ্ছে। এই সব অঞ্চলে অনুসৃত আধুনিক সংশোধন-বাদীদের নীতি প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী নীতির উদ্দেশ্যকেই চরিতার্থ করছে। এরই ফলশ্রুতিতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের নীতি এবং আধুনিক সংশোধনবাদীদের অনুসৃত নীতির মধ্যেকার দ্বন্দ্বও এইসব অঞ্চলে অনিবার্যভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার এই সব অঞ্চলের জনসংখ্যা পুঁজিবাদী দুনিয়ার মোট জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশেরও বেশী। এই সব অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী জোয়ার এবং এই সব অঞ্চল নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নিজেদের মধ্যেকার এবং নতুন ও পুরনো উপনিবেশবাদীদের মধ্যে লড়াই স্পষ্টতই দেখিয়ে দিচ্ছে যে এই সব অঞ্চলই হল পুঁজিবাদী দুনিয়ার দ্বন্দ্বগুলির কেন্দ্রবিন্দু। এটা আরও বলা যেতে পারে যে এই সব অঞ্চল হচ্ছে বিশ্বের দ্বন্দ্বগুলির কেন্দ্রবিন্দু। এই সব অঞ্চলই সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলের দুর্বলতম যোগসূত্র এবং বিশ্ববিপ্লবের ঝটিকা কেন্দ্র।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের দ্বন্দ্বগুলির কেন্দ্রবিন্দুর অবস্থান সম্পর্কে কমরেড মাও সেতুং এর থিসিস যে নির্ভুল তা গত ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণ করেছে।

বিশ্বের দ্বন্দ্বগুলির কেন্দ্রবিন্দুর কি কোন পরিবর্তন হয়েছে ?

গত ষোল বছরে সারা দুনিয়ায় বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। প্রধান প্রধান পরিবর্তনগুলি হচ্ছে এই: (১) ইউরোপ ও এশিয়ায় বহু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং চীনে জনগণের বিপ্লবের জয়লাভের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ বারটি দেশ নিয়ে সমাজতান্ত্রিক শিবির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই দেশগুলি হল আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, ভিয়েতনাম, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, চীন, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চেকোশ্লোভাকিয়া। এই শিবিরের মোট জনসংখ্যা ১০০ কোটি। এর ফলে বিশ্বের শক্তির ভারসাম্য মূলগতভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। (২) সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমগ্র সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার প্রভাবও বিপুলভাবে প্রসারিত হয়েছে। (৩) এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও জনগণের বিপ্লবী আন্দোলন বিরাট অঞ্চল জুড়ে বজ্রের শক্তি নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার অংশীদারদের অবস্থানগুলি ধ্বংস করেছে ও করছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পোষা কুকুরদের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন উচ্ছেদ করে কিউবার বীর জনগণ তাদের বিপ্লবে বিরাট জয় অর্জন করেছেন এবং গ্রহণ করেছেন সমাজতন্ত্রের পথ। (৪) ইউরোপ ও আমেরিকার পুঁজিবাদী দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক অধিকার ও সমাজতন্ত্রের জন্য—শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতী জনগণের লড়াইয়ের নতুন বিকাশ ও নতুন কর্মতৎপরতা শুরু হয়েছে। (৫) পুঁজিবাদী দেশগুলির অসম বিকাশ আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। পশ্চিমের পুঁজিবাদী শক্তিগুলির মধ্যে—কতগুলি নতুন ধারা দেখা যাচ্ছে। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মত সাহস দেখাতে শুরু করেছে। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা পালিত জাতিগুলি যেমন পশ্চিম জার্মানি ইতালি ও জাপান আবার নিজেদের পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং বিভিন্ন মাত্রায় মার্কিন প্রভুত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করার চেষ্টা করছে।

পশ্চিম জার্মানি ও জাপানে সমরবাদ পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এবং এই দেশ দুটি আবার যুদ্ধ সৃষ্টির অনুকূল ভূমিতে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানি ও জাপান ছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। আজ পশ্চিম জার্মানি আবার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিশ্বের পুঁজিবাদী বাজারে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিযোগিতাও উত্তরোত্তর তীব্র হয়ে উঠছে (৬) একদিকে যেমন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী দেশগুলির পারস্পরিক বিকাশ ক্রমেই বেশি বেশি করে অসম হয়ে উঠছে অন্যদিকে প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশের মধ্যেকার একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতাও তীব্রতর হয়ে উঠছে।

এই সব পরিবর্তনগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বিভিন্ন দেশের জনগণ যদি জেগে ওঠেন ও ঐক্যবদ্ধ হন তবে তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও তার তাঁবেদারদের পরাস্ত করতে পারেন এবং অর্জন করতে পারেন স্বাধীনতা ও মুক্তি।

এই পরিবর্তনগুলি থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শক্তি যতই বাড়বে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ঐক্য যত দৃঢ়তর হবে নিপীড়ত জাতিগুলির মুক্তি আন্দোলন যতই প্রসারিত হবে এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণী ও নিপীড়িত জনগণের সংগ্রাম যতই শক্তিশালী হয়ে উঠবে ততই সাম্রাজ্যবাদীদের এমনভাবে শৃঙ্খলিত করে ফেলার সম্ভাবনা বাড়বে যে তারা জনগণের সার্বজনীন ইচ্ছাশক্তিকে উপেক্ষা করতে সাহস করবে না আর ততই বাড়বে একটি নতুন বিশ্বযুদ্ধকে রোধ করার সম্ভাবনা এবং বিশ্বশান্তি রক্ষা করার সম্ভাবনা।

তাছাড়া এই পরিবর্তনগুলি থেকে আরো প্রমাণিত হচ্ছে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব গভীরতর ও তীব্রতর হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে নতুন নতুন সংঘাত বেড়ে উঠছে। চীনের গণবিপ্লবের বিজয়, সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের গঠনকার্যের সাফল্য, অনেক দেশের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় এবং কিউবার জনগণের বিপ্লবের জয় দুনিয়াকে দাসত্বে বেঁধে ফেলার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উন্মত্ত পরিকল্পনার মূলে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। আগ্রাসনের নীতি চালিয়ে যাওয়ার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সোভিয়েত বিরোধী প্রচার চালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে চীন বিরোধী প্রচার চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেছে। তাদের এই প্রচারের মূল উদ্দেশ্য অবশ্যই হচ্ছে আমাদের তাইওয়ান ভূখণ্ডের উপর জবরদখল বজায় রাখা এবং যত রকমে সম্ভব আমাদের দেশের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক, অন্তর্ঘাতী ও ভীতিপ্রদ কাজকর্ম অব্যাহত রাখা। একই সঙ্গে এটাও সত্যি যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এই প্রচারকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগাচ্ছে; আর সেটা হচ্ছে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াকে নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলিত করা। "জাপ-মার্কিন পারস্পরিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তা চুক্তি," "সিয়াটো" ইত্যাদি হচ্ছে এই এলাকার বহু দেশকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখার ও নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখার মার্কিনী হাতিয়ার।

বছরের পর বছর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের ও নেহরু সরকারকে প্রকাশ্যে ও গোপনে, দুই ভাবেই সমর্থন করে আসছে। এতে তাদের আসল উদ্দেশ্য কী? আগে যেটা ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক সম্পত্তি এবং এখনও যে দেশ বৃটিশ কমনওয়েলথের সদস্য সেই ভারতবর্ষকে তারা চোরাগোপ্তা পদ্ধতিতে মার্কিন প্রভাবাধীন অঞ্চলে পরিবর্তিত করতে চাইছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী মুকুটের "উজ্জ্বলতম রত্নটি"কে তারা ইয়াংকী ডলার-সাম্রাজ্যবাদী মুকুটের একটি রত্নে পরিণত করতে চাইছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা সামরিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের প্রভাবকে সেখানে সম্প্রসারিত করতে চাইছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ভারতবর্ষে এই বিপুল অনুপ্রবেশ তাদের নয়া ঔপনিবেশিক পরিকল্পনার দিকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বাজার ও প্রভাবাধীন অঞ্চল কব্জা করার এবং দুনিয়াকে পুনর্বিভাজন করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে প্রকাশ্য ও গোপন লড়াইয়ের ক্ষেত্রে এটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নতুন ঘটনা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী-দের এই কার্যকলাপ ভারতীয় জনগণের মধ্যে একটি নব-জাগরণ ত্বরান্বিত করবেই এবং সাথে সাথে ভারতে বৃটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে দ্বন্দ্বকেও তীব্রতর করে তুলবে।

পুরনো উপনিবেশগুলি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার দরুণ, জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলন সম্প্রসারিত হওয়ার দরুণ, এবং বিশ্বের পুঁজিবাদী বাজার সঙ্কুচিত হওয়ার কারণে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পারস্পরিক কামড়াকামড়ি এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার বহু অংশেই যে চলে আসছে তাই নয়, পুঁজিবাদের আদি পীঠস্থান পশ্চিম ইউরোপেও তা আত্মপ্রকাশ করছে। সাম্রাজ্যবাদীদের পারস্পরিক বিরোধ যা পশ্চিম ইউরোপের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়েছে, শান্তির সময় তা এত ব্যাপক আকার গ্রহণ করতে ইতিহাসে আগে কখনও দেখা যায় নি। পশ্চিম ইওরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলির জন্য এ রকম তীব্র খেয়োখেয়িও আগে কখনও দেখা যায় নি। পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি ও বেনেলুক্স সহ ছটি দেশ নিয়ে গঠিত ইউরোপীয় কমন মার্কেট, বৃটেনের নেতৃত্বে সাতটি দেশ নিয়ে গঠিত ইউরোপীয় ফ্রি ট্রেড এ্যাসোসিয়েশন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক তৎপরতার সাথে পরিকল্পিত এ্যাটলাণ্টিক কমিউনিটি, পশ্চিম ইউরোপীয় বাজারের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ক্রমবর্দ্ধমান তীব্র রেষারেষিরই নিদর্শন। তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা যাকে বলছেন "ইতালীয় বাণিজ্যের সর্বমুখী বিকাশ"[১] আসলে তা হচ্ছে ইতালীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বাজার ধরার প্রচেষ্টারই নিদর্শন।

পশ্চিম ইউরোপের বাইরে, জাপানী তুলা রপ্তানীর উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে যে খোলাখুলি ঝগড়া সম্প্রতি শুরু হয়েছে তা দেখিয়ে দিচ্ছে যে জাপান ও মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের মধ্যে বাজার নিয়ে লড়াই ক্রমেই প্রকাশ্য রূপ নিচ্ছে।

(১) ইতালির কমিউনিষ্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের থিসিস।

কমরেড তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা বলেন "ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা প্রায় পুরো-পুরি ভেঙ্গে পড়েছে"[১] এবং "দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদের জন্য সংরক্ষিত আর কোন প্রভাবাধীন অঞ্চল নেই।"[২] "কেউ কেউ বলছেন, "মাত্র পাঁচ কোটি লোক এখনও ঔপনিবেশিক শাসনে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে," এবং ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার শুধুমাত্র কিছু অবশেষই রয়ে গেছে। তাঁদের মতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণের কাছে কষ্টকর কাজ হিসাবে আর নেই। এই ধরণের মতামতের কোন বাস্তব ভিত্তি আদৌ নেই। এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বেশিরভাগ দেশ এখনও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও অত্যাচারের শিকার, পুরনো বা নতুন ঔপনিবেশিক দাসত্ববন্ধনের শিকার। যদিও সম্প্রতি বেশ কিছু দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তাদের অর্থনীতি এখনও বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কিছু দেশে পুরনো ঔপনিবেশিকরা বিতাড়িত হয়েছে কিন্তু তার বদলে অনেক বেশী শক্তিশালী ও বিপজ্জনক নতুন ধরণের ঔপনিবেশিকর সেখানে সবলে ঢুকে পড়েছে এবং এইভাবে এইসব অঞ্চলের বহু দেশের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে। এই সমস্ত অঞ্চলের জনগণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম সমাপ্ত করার থেকে এখনও বহু যোজন দূরে রয়েছেন। এমন কি আমাদের মত দেশেও যেখানে শুধু যে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাপ্ত হয়েছে তাই নয়, উপরন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেও বিজয় অর্জিত হয়েছে, সেখানেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনকে মোকাবিলা করার কাজ এখনও বাকী রয়ে গেছে। আমাদের তাইওয়ানের পবিত্র ভূখণ্ড এখনও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা জোর করে দখল করে রেখেছে। এখনও পর্য্যন্ত বেশ কিছু সাম্রাজ্যবাদী দেশ মহান "জনগণের প্রজাতন্ত্র চীন"-এর অস্তিত্বকেই স্বীকৃতি দিচ্ছে না। চীনকে এখনও অন্যায়ভাবে জাতিসংঘে তার ন্যায্য আসন লাভ থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নিপীড়িত জাতি ও জনগণের কাছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং নতুন ও পুরনো ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামই রয়ে গেছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে জরুরী কাজ।

গত ষোল বছরে পৃথিবীতে যে পরিবর্তনগুলি হয়েছে তা বারে বারে প্রমাণ করছে যে যুদ্ধোত্তর বিশ্বদ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দুনিয়াকে শৃঙ্খলিত করার নীতির সঙ্গে বিশ্বজোড়া জনগণের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে নিজেকে প্রকাশিত করছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের সঙ্গে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত জাতি ও জনগণের দ্বন্দ্বে এবং এই সমস্ত অঞ্চলগুলি দখলের জন্য পুরনো ও নতুন উপনিবেশবাদীদের দ্বন্দ্বে।

দুনিয়ার মজদুর ও নিপীড়িত জাতিসমূহ ঐক্যবদ্ধ হও!

ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশবাদীদের দ্বারা এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন

---

(১) ইতালির কমিউনিষ্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে তোগলিয়াত্তির রিপোর্ট।

(২) তোগলিয়াত্তির ভাষণ—ইতালির কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশন: ২১শে জুলাই, ১৯৬০।

আমেরিকা দীর্ঘদিন ধরে লুণ্ঠিত ও নিপীড়িত হযে আসছে। এই সব বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে আহরিত অসীম সম্পদ তারা ভোগ করেছে এবং তা দিযে নিজেদের মেদ বৃদ্ধি করেছে। এখানকার জনগণের রক্ত ও ঘামকে তারা "পুঁজিবাদী সংস্কৃতি ও সভ্যতা"[১] চাষ করার জন্য প্রযোজনীয "সারে" পরিণত করেছে, আর জনগণকে রেখে দিয়েছে চরম দারিদ্র্যে এবং অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতায। যাই হোক একবার একটি নির্দিষ্ট সীমায পৌঁছে গেলে, একটি বিপরীতমুখী পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হযে ওঠে। এই সব বিদেশী উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারীদের দ্বারা দীর্ঘকালের দাসত্ববন্ধন এই সব স্থানের জনগণের মধ্যে অনিবার্য ভাবেই ঘৃণার জন্ম দিযেছে, তাদের ঘুম থেকে জাগিযে তুলেছে, এবং বিরামহীন সংগ্রাম চালিযে যেতে বাধ্য করেছে। এমন কি তাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয অস্তিত্ব বজায রাখার তাগিদে তারা সশস্ত্র প্রতিরোধ ও সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাতেও বাধ্য হযেছে। এই সমস্ত এলাকায ব্যাপক সংখ্যক মানুষ দাসত্ববন্ধন অস্বীকার করছে এবং তাদের মধ্যে শুধু শ্রমিক, কৃষক, হস্তশিল্পী, পেটিবুর্জোযা ও বুদ্ধিজীবিরাই নেই, আছেন দেশপ্রেমিক জাতীয বুর্জোযারা, এমন কি কিছু কিছু দেশপ্রেমিক নৃপতি ও অভিজাতেরাও।

এশিযা, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ ক্রমাগত ও নির্মমভাবে দমিত হযে আসছে, এবং বহু পরাজযও তাদের ঘটেছে, কিন্তু প্রতি পরাজযের পরেই জনগণ লড়াই করার জন্য আবার উঠে দাঁড়িযেছেন। চীনের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ এবং কী ভাবে তা নিজের বিরুদ্ধেই প্রতিরোধের জন্ম দিল, এ সম্পর্কে কমরেড মাও সেতুং, একটি সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ ব্যাখ্যা দিযেছেন। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে যখন চীনা জনগণের মহান বিপ্লব মৌলিক বিজয অর্জন করল, তিনি "মোহ ছুঁড়ে ফেল, সংগ্রামের জন্য তৈরী হও" প্রবন্ধে লেখেন—

> "রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও নিপীড়ন সহ এই সব আক্রমণাত্মক যুদ্ধের ফলে চীনা জনগণ সাম্রাজ্যবাদকে ঘৃণা করতে শিখেছে, তারা স্তব্ধ হযে ভেবেছে এ সব কী ও কেন? এই আক্রমণগুলিই তাদের বাধ্য করেছে বিপ্লবী মনোভাবকে পূর্ণমাত্রায বিকশিত করতে এবং সংগ্রামের মধ্য দিযে ঐক্যবদ্ধ হতে। তারা লড়াই করেছে, পরাজিত হযেছে, আবার লড়াই করেছে, আবার পরাজিত হযেছে এবং পুনরায লড়াই করেছে। এইভাবে তারা ১০৯ বৎসরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয করেছে আর সঞ্চয করেছে শত শত সংগ্রামের অভিজ্ঞতা যে সংগ্রামগুলি হযেছে কখনও বৃহৎ কখনও ক্ষুদ্র; সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সংগ্রাম—কখনও রক্তপাতময কখনও বা রক্তপাতহীন। শুধু তার পরেই সম্ভব হয়েছে আজকের এই মৌলিক জয়।"[২]

---

(১) লেনিন, "প্রাচ্যের জাতিসমূহের কমিউনিষ্ট সংগঠনগুলির দ্বিতীয় নিখিল রুশ কংগ্রেসে ভাষণ" —ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজ পাবলিশিং হাউস, মস্কো, ১৯৫৪, পৃ: ২১।

(২) মাও সেতুং—সংকলিত রচনাবলী। ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজ প্রেস, পিকিং, ১৯৬১, ৪ খণ্ড, পৃ: ৪২৬।

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশের ও অঞ্চলের জনগণের মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে চীনা জনগণের সংগ্রামের অভিজ্ঞতার একটি ব্যবহারিক গুরুত্ব রয়েছে। শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামকে নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে মহান অক্টোবর বিপ্লব নিপীড়িত জাতিগুলির সামনে একটি নতুন পথ খুলে দিয়েছিল। চীনা জনগণের বিপ্লবের সাফল্য নিপীড়িত জাতিসমূহের কাছে বিজয়ের এক মহান দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে।

রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব এবং চীন বিপ্লবের পরে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিশাল অঞ্চল জুড়ে জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম অভূতপূর্ব আকার ধারণ করেছে। অভিজ্ঞতা বার বার এটাই দেখিয়ে দিয়েছে যে যদিও এই সংগ্রামগুলি মাঝে মাঝে ধাক্কা খেয়েছে, তবুও এই ঢেউয়ের মুখে দাঁড়াবার শক্তি সাম্রাজ্যবাদীদের ও তার তাঁবেদারদের নেই।

আজ ইউরোপ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণের মুক্তি সংগ্রামগুলির দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। এই সংগ্রামগুলি আবার পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে।

মার্ক্স এঙ্গেলস এবং লেনিন সব সময়েই মনে করতেন যে পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিক বিপ্লবের দুটি মহান ও আশু মিত্র হচ্ছে পুঁজিবাদী দেশগুলির কৃষক সংগ্রাম এবং উপনিবেশ ও নির্ভরশীল দেশগুলির জনগণের সংগ্রাম।

সকলেই জানেন মার্ক্স ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই আশা প্রকাশ করেছেন—"শ্রমিক বিপ্লবকে কৃষক যুদ্ধের কোন দ্বিতীয় সংস্করণ কতটা সমর্থন করবে, তার উপরই জার্মানির সব কিছু নির্ভর করছে।"[১] দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বীরপুঙ্গবেরা মার্ক্স প্রদত্ত এই সরাসরি নির্দেশকে এড়িয়ে গেছে। লেনিন এদের তিক্ত ভাষায় সমালোচনা করেছেন এই বলে—"একটি বিপ্লবী পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে, জার্মানীতে এই ধরণের একটি কৃষক যুদ্ধের সাথে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ঐক্য সম্পর্কে মার্ক্স তাঁর কোন একটি চিঠিতে যে আশা ব্যক্ত করেছিলেন—আমার মনে হয় চিঠিটি ১৮৫৬ সালে লেখা—সেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বক্তব্যটিকে পর্যন্ত এরা এড়িয়ে যায়, ঠিক বেড়াল যেমন গরম ঝোলের বাটির কাছে না গিয়ে চারপাশে ঘুরে বেড়ায় অনেকটা সেইভাবেই।"[২] শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তিতে মিত্র শক্তি হিসাবে কৃষকদের গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে লেনিন বলেছেন—

---

(১) মার্কস ও এঙ্গেলস্, এঙ্গেলসের কাছে মার্কস, নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫৮, খণ্ড ২ পৃ. ৪৫৪।

(২) লেনিন, "আমাদের বিপ্লব" মার্কস-এঙ্গেলস্-মার্কসবাদ, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫১ পৃ: ৫৪৭।

"সম্প্রতিকালে সাম্রাজ্যবাদীরা যে হত্যালীলা শুরু করেছে, পুঁজিবাদী দুনিয়ায় যে বীভৎস বিরোধ শুরু হয়েছে, এ সবের থেকে মানবসমাজের সামগ্রিক মুক্তি নিহিত রয়েছে শ্রমিক কৃষকের মৈত্রীর সংহতি সাধনের মধ্যে।"[১]

আর স্তালিন বলেছেন, "শ্রমিক বিপ্লবের মুহূর্তে কৃষক প্রশ্নের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কে উদাসীনতা শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বকে অস্বীকার করারই নামান্তর; এ হচ্ছে মার্কসবাদের প্রতি নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার অভ্রান্ত নিদর্শন।"[২]

মার্কস ও এঙ্গেলস এর সেই বিখ্যাত উক্তিটিও আমরা জানি: "যে দেশ অন্য দেশকে পীড়ন করে সে দেশ কখনই স্বাধীন হতে পারে না"। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তখনকার পরিস্থিতির আলোকে বিচার করে মার্কস এই ধারণায় পৌঁছেছিলেন: "বহু বছর ধরে আইরিশ প্রশ্নটিকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে ইংরেজ শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত **ইংলণ্ডে হানা যাবে না, কেবলমাত্র আয়ার্ল্যাণ্ডেই** হানা যেতে পারে।"[৩]

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনের তাইপিং বিপ্লবের সময় মার্কস তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "চীনে ও ইউরোপে বিপ্লব"এ লেখেন: "একথা নিশ্চিন্তে বলা যেতে পারে যে, বর্তমান শিল্প ব্যবস্থাব অতিরিক্ত বারুদে-ঠাসা বিস্ফোরকের উপর চীন বিপ্লব স্ফুলিংগ নিক্ষেপ করবে এবং এটাই দীর্ঘদিনেব পুঞ্জীভূত সাধারণ সংকটের উপর চরম বিস্ফোরণ ঘটাবে। তারপরেই টা ছড়িয়ে পড়বে বাইরে এবং ইউরোপে শুরু হবে রাজনৈতিক বিপ্লবগুলি।"[৪]

সর্বহারা বিপ্লবেব বিজয়ের জন্য পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর সংগে নিপীড়িত জাতিগুলিব শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যেব মহান তাৎপর্যের উপর যথেষ্ট জোর দিয়ে লেনিন মার্কস এঙ্গেলসের মতামতকেই বিকশিত কবেন। আমাদের যুগের জন্য "সমগ্র দুনিয়ার শ্রমিক-শ্রেণী ও নিপীড়িত জাতিগুলি এক হও" এই শ্লোগানের সঠিকতাকে তিনি নতুনভাবে স্বীকৃতি জানালেন। তিনি বললেন, "পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই-এ উন্নত দেশগুলির বিপ্লবী আন্দোলন ততক্ষণ পর্যন্ত একটি বিরাট ধাপ্পা হবে যদি না ইউরোপ এবং আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণী পুঁজির

---

(১) লেনিন, "প্রজাতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে"—নবম নিখিল রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট, সংকলিত রচনাবলী, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, খণ্ড ৩৩, পৃ ১৩০।

(২) স্তালিন, 'লেনিনবাদের ভিত্তি', রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫৩, খণ্ড ৬, পৃ: ১২৮।

(৩) মার্কস এবং এঙ্গেলস, 'এস মেয়ার বি ও এ ভগটের কাছে লেখা চিঠি', নির্বাচিত পত্রাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, পৃ: ২৮৫।

(৪) চীন সম্পর্কে মার্কস, লরেন্স এণ্ড উইশার্ড, লণ্ডন, ১৯৫১, পৃ: ৭।

দ্বারা নিপীড়িত লক্ষ কোটি 'ঔপনিবেশিক' ক্রীতদাসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে ও সম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ হন, তবে অগ্রসর দেশগুলির বিপ্লবী আন্দোলন শুধু ধাপ্পাবাজী হয়েই থাকবে।"[১]

জাতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের তত্ত্বকে এবং জাতীয় প্রশ্ন বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাধারণ সমস্যার অংশ, লেনিনের এই থিসিসকে স্তালিন বিকশিত করেন।

"লেনিনবাদের ভিত্তি" গ্রন্থে স্তালিন দেখালেন যে লেনিনবাদ:

সাদা ও কালোর, ইউরোপীয় ও এশিয়াবাসীদের, সাম্রাজ্যবাদের 'সভ্য' ও 'অসভ্য' ক্রীতদাসদের মধ্যেকার প্রাচীর ভেঙে দিল এবং এইভাবে উপনিবেশগুলির প্রশ্নের সঙ্গে জাতীয় প্রশ্নকে সংযুক্ত করল। ফলে জাতীয় প্রশ্নটি একটি বিশেষ ও আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রগত সমস্যা থেকে একটি সাধারণ আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিবর্তিত হল, সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে পরাধীন দেশগুলির ও উপনিবেশগুলির নিপীড়িত জনগণের মুক্তির বিশ্বসমস্যায় পরিণত হ'ল।"[২]

"অক্টোবর বিপ্লব এবং জাতীয় প্রশ্ন" নামক প্রবন্ধে অক্টোবর বিপ্লবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্তালিন বলেছেন যে "রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে পশ্চিমের শ্রমিকশ্রেণী থেকে শুরু করে প্রাচ্যের নিপীড়িত জনগণ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নতুন ফ্রণ্ট সৃষ্টি করে অক্টোবর বিপ্লব **সমাজতান্ত্রিক পাশ্চাত্য এবং শৃঙ্খলিত প্রাচ্যের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেছে।**"[৩]

এইভাবে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন এবং স্তালিন ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি ও বিজয়ের জন্য দুটি মৌলিক শর্তকে স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করেছেন। তাঁরা মনে করতেন যে জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামের বিকাশই শহরকেন্দ্রিক পুঁজিবাদী দেশগুলির শাসকশ্রেণীকে চরম আঘাত হানবে, এটাই হচ্ছে পুঁজিবাদী দেশের বিপ্লবের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহ্যিক শর্ত।

এটা সকলেরই ভালভাবে জানা আছে যে কমরেড মাও সেতুং শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি-সংগ্রামের দুটি মহান মিত্র সম্পর্কে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন এবং স্তালিনের তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করার কাজে প্রচুর সময় ও শক্তি ব্যয় করেছেন। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে ও সাফল্যের সংগে চীন বিপ্লবের অনুশীলনে কৃষক প্রশ্নটিকে এবং জাতীয় মুক্তির প্রশ্নটিকে তাঁর নেতৃত্বে সমাধান করেন এবং এইভাবে চীন বিপ্লবের বিজয়কে সুনিশ্চিত করেন।

---

(১) লেনিন, "কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস" নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ; মস্কো, ১৯৫১, খণ্ড ২, অংশ ২, পৃ: ৪৭২-৭৩।

(২) স্তালিন রচনাবলী, এফ এল পি এইচ; খণ্ড ৬, পৃ: ১৪৪।

(৩) ঐ, খণ্ড ৪, পৃ. ১৭০।

অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিপীড়িত জাতিগুলির প্রতিটি সংগ্রামই মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের গভীর সহানুভূতি ও প্রশংসা অর্জন করেছে। যদিও মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিন এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার বর্তমান উত্তাল জাতীয় মুক্তি সংগ্রামগুলি এবং জনগণের সংগ্রামগুলি ও তাদের একের পর এক বিজয় দেখে যেতে পারেন নি, তবুও তাঁদের নিজেদের সময়কার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা যে নিয়মগুলি আবিষ্কার করেছিলেন তার সত্যতা জীবন ক্রমেই বেশী বেশী করে প্রমাণিত করছে। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় যেসব যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে গেছে তার ফলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনের আন্তঃসম্পর্কের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বটি আদৌ অচল হয়ে যায়নি,—কেউ কেউ যদিও তা মনে করেন ; বরং এই সব পরিবর্তনগুলি আগের চেয়ে আরো বেশী করে এই তত্ত্ব যে অত্যন্ত সঠিক তাই প্রমাণ করছে। প্রকৃতপক্ষে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামগুলি এই তত্ত্বকে আরো সমৃদ্ধ করেছে।

তাই সমসাময়িক দুনিয়ায় আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সামনে একটি মৌলিক কর্তব্য হাজির হয়েছে ; আর সেটি হচ্ছে এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত জাতি ও জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামগুলিকে সমর্থন করা। কারণ, এই সংগ্রামগুলি সামগ্রিকভাবে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর লক্ষ্য অর্জনের পথে নির্ধারক ভূমিকা পালন করবে। এক অর্থে, সমগ্রভাবে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক লক্ষ্য দুনিয়ার জনসংখ্যার সুবিপুল সংখ্যাগুরু অংশ অধ্যুষিত এই সব অঞ্চলের জনগণের সংগ্রামের ফলাফলের উপর এবং এই বিপ্লবী সংগ্রামগুলি থেকে সমর্থন লাভের উপর নির্ভর করছে।

এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার বিপ্লবী সংগ্রামগুলি দমন করা যাবে না। তারা ফেটে পড়বেই। এই সমস্ত অঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলি যদি এই সংগ্রামগুলিকে নেতৃত্ব না দেয়, তবে সেই পার্টিগুলি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং তাদের সমর্থন লাভ করতে ব্যর্থ হবে। এই অঞ্চলগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর বহু মিত্র আছে। অতএব, সংগ্রামকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে জয়ী করার জন্য এবং প্রত্যেকটি সংগ্রামে জয়লাভ সুনিশ্চিত করার জন্য এইসব অঞ্চলের দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী ও তার অগ্রগামী বাহিনীকে অবশ্যই সংগ্রামের পুরোভাগে থাকতে হবে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও জাতীয় স্বাধীনতার পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে, এবং সাম্রাজ্য-বাদীদের, প্রতিক্রিয়াশীলদের ও আধুনিক সংশোধনবাদীদের প্রতিটি শঠতার মুখোশ খুলে দিয়ে ও সংগ্রামকে সঠিক দিকে পরিচালিত করে দক্ষতার সঙ্গে তাদের মিত্রদের সংগঠিত করতে হবে এবং এইভাবে একটি ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী. সামন্ততন্ত্র বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে। এই সমস্ত কাজগুলি সম্পন্ন করা না হলে বিপ্লবী সংগ্রামে জয়লাভ অসম্ভব হবে ; এবং যদি বা জয়লাভ হয় তাকে সংহত করা যাবে না এবং সেই বিজয়ের ফল প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে গিয়ে পড়তে পারে, এবং এর ফলে দেশ ও জাতিকে আবার

সাম্রাজ্যবাদীদের দাসত্ব বরণ করে নিতে হতে পারে। জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতি কীভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে, অতীত ও বর্তমানের অভিজ্ঞতায় তার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের চীন বিপ্লবের পরাজয় এর একটি জলন্ত উদাহরণ।

ইউরোপ ও আমেরিকার পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীকেও এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত জাতি ও জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের সমর্থনে পুরোভাগে থাকতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এই ধরণের সমর্থন ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির সংগ্রামকেও একই সংগে সাহায্য করবে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত জাতি ও জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের সমর্থন ছাড়া পুঁজিবাদী নিপীড়নের দুর্গতি এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিপদ থেকে নিজেদের মুক্ত করা পুঁজিবাদী ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব এইসব অঞ্চলের জনগণের কথা মন দিয়ে শোনা, তাদের অভিজ্ঞতাকে অনুশীলন করা, তাদের বিপ্লবী অনুভূতিকে মর্যাদা দেওয়া এবং তাদের বিপ্লবী সংগ্রামকে সমর্থন করা মেট্রোপলিটন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলির অবশ্য কর্তব্য। এই সব জনগণের সামনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা, জমিদারী ভাব দেখানো, ঠাট্টা করার এবং খুঁত ধরার কোনো অধিকার তাদের নেই। অথচ ফ্রান্সের কমরেড থোরেজ এটাই করেছিলেন। তিনি ঔদ্ধত্য ও অবজ্ঞার সঙ্গে বলেছিলেন এরা হচ্ছে "অপরিণত ও অনভিজ্ঞ"।[১]

এইসব অঞ্চলের সংগ্রামী বিপ্লবী জনগণের প্রতি সামাজিক জাতিদম্ভের (Social Chauvinist) মনোভাব দেখানোর, তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা করার, গালাগাল দেবার, ভয় দেখানোর ও বাধা দেবার অধিকার তো এদের মোটেই নেই। এটা বুঝতে হবে যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা অনুসারে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং জনগণের বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে সঠিক অবস্থান, লাইন ও নীতি ছাড়া মেট্রোপলিটন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলির পক্ষে তাদের নিজেদের দেশের শ্রমিকশ্রেণী এবং ব্যাপক জনগণ পরিচালিত সংগ্রামগুলি সম্পর্কেও সঠিক অবস্থান, লাইন ও নীতি নির্ধারণ করা অসম্ভব।

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও জনগণের বিপ্লবী আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে প্রচণ্ড সমর্থন জোগায়। সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের হাত থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে রক্ষা করার ব্যাপারে তারা একটি অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে এই আন্দোলনগুলির প্রতি উষ্ণ সহানুভূতি এবং সক্রিয় সমর্থন জানানো উচিত। তাদের প্রতি একটি দায়সারা গোছের বা স্বার্থপর জাতীয়তাবাদী মনোভাব অথবা বৃহৎ জাতিসুলভ মনোভাব মোটেই দেখানো চলবে না; তাদের আন্দোলনগুলিকে বাধা দেওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত করা, বিপথগামী করা অথবা অন্তর্ঘাত করা তো মোটেই চলতে পারে না। যেসব দেশে সমাজতন্ত্র বিজয়ী হয়েছে তাদের পবিত্র

---

(১) ফ্রান্সের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে থোরেজের রিপোর্ট। ১৫ই ডিসেম্বর

আন্তর্জাতিক কর্তব্য হচ্ছে এই সব দেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম এবং জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামকে সমর্থন করা। অনেকে মনে করেন যে এই ধরণের সমর্থন হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উপর একটি একপেশে "বোঝা"। এই মতটি খুবই ভ্রান্ত এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী। এটা বুঝতে হবে যে এই ধরণের সমর্থন পারস্পরিক আদান-প্রদানের ব্যাপার; সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি অন্যান্য দেশের জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামকে সমর্থন করে, অপরপক্ষে এই সংগ্রামগুলি আবার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে সমর্থন ও রক্ষা করে। এই প্রসঙ্গে স্তালিন খুব চমৎকার ভাবে বলেছেন:

"বিজয়ী দেশ যে সাহায্য প্রদান করে তার বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র এই নয় যে এইগুলি অন্যান্য দেশের শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভকে ত্বরান্বিত করে, সাথে সাথে এই জয়লাভকে সাহায্য করে প্রথম বিজয়ী দেশে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়কে সুনিশ্চিত করে।"[১]

অনেকে মনে করেন যে সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদকে বিরোধিতা করার প্রধান ও সবচেয়ে বাস্তব-সম্মত পথ। তারা জোরের সঙ্গে বলেন যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম, জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ উন্মোচন ইত্যাদি হচ্ছে "সংগ্রামের সবচাইতে সস্তা পদ্ধতি" এবং "হাতুড়েদের কারবার"। বিত্তশালী ও অভিজাত মানবদরদীদের মত এরা এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণকে "ভুয়া সাহস" না দেখাবার, "স্ফুলিংগ" না জ্বালাবার, অথবা "চমৎকারভাবে মৃত্যুবরণের" জন্য লালায়িত না হবার উপদেশ দেন। "শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উপর বিজয় অর্জনের সম্ভাবনার উপর আস্থা না হারাতে" উপদেশ দেন। এরা সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করতে বলেন যখন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের মাত্রায় পুঁজিবাদী দেশগুলিকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করবে। তাদের মতে এইভাবে পুঁজিবাদ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হলে তখন এইসব অঞ্চলের জনগণ সবই পেয়ে যাবে এবং সাম্রাজ্যবাদ আপনা থেকেই ধ্বসে পড়বে। আশ্চর্যের বিষয়, এই লোকগুলিই এই সমস্ত অঞ্চলের জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামকে যমের মত ভয় পায়। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মনোভাবের সাথে এদের মনোভাবের আদৌ কোন মিল নেই; এই মনোভাব সমস্ত নিপীড়িত জাতি ও জনগণের স্বার্থের, তাদের নিজেদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর, ও অন্যান্য মেহনতী জনগণের স্বার্থের এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির স্বার্থের পরিপন্থী।

এককথায় বলতে গেলে, দুনিয়ার জনগণের পক্ষে বর্তমান পরিস্থিতি হচ্ছে চমৎকার। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত জাতি ও জনগণের পক্ষে, পুঁজিবাদী দেশগুলির সর্বহারা ও মেহনতী জনগণের পক্ষে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে, এবং বিশ্বশান্তির পক্ষে পরিস্থিতি খুবই অনুকূল। অন্যদিকে, কেবলমাত্র সবদেশের সাম্রাজ্যবাদী

---

(১) স্তালিন—"অক্টোবর বিপ্লব এবং রুশ কমিউনিষ্টদের কৌশল" রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫৩, খণ্ড ৬, পৃঃ ৪১৯।

ও প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে এবং আগ্রাসন ও যুদ্ধের শক্তিগুলির পক্ষে পরিস্থিতি প্রতিকূল। এইরকম পরিস্থিতিতে, বিপ্লব এবং অবিপ্লবের মধ্যে, আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং সামাজিক-জাতিদম্ভের (Social Chauvinism) মধ্যে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও আধুনিক সংশোধনবাদের মধ্যে পার্থক্য রেখা টানার জন্য, এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত জাতি ও জনগণের বিপ্লবী লড়াইগুলির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। বিশ্বশান্তির জন্য যারা আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালান এবং যারা আগ্রাসন ও যুদ্ধের শক্তিগুলিকে মদত দেন তাদের মধ্যে পার্থক্যরেখা টানার জন্যও এটি সমান গুরুত্বপূর্ণ।

কয়েকটি সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত

এখানে আমরা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর থিসিসগুলি পুনরায় বিবৃত করব।

প্রথমতঃ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে দুনিয়ার জনগণের সাধারণ শত্রু, বিভিন্ন দেশের জনগণের ন্যায্য সংগ্রাম দমন করার জন্য আন্তর্জাতিক ঠ্যাঙাড়ে-বাহিনী এবং আধুনিক উপনিবেশবাদের প্রধান স্তম্ভ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যেকার বিশাল অন্তবর্তী অঞ্চল দখল করার জন্য উন্মত্ত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তারা যে কেবল পরাজিত শক্তিগুলিকে এবং তাদের প্রাক্তন উপনিবেশ ও প্রভাবাধীন অঞ্চলগুলিকে শৃঙ্খলিত করছে তাই নয়, তাদের যুদ্ধকালীন মিত্র দেশগুলিকেও নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসছে এবং সব রকমের প্রচেষ্টা চালিয়ে তাদের বর্তমান এবং প্রাক্তন উপনিবেশ ও প্রভাবাধীন অঞ্চলগুলিকে লুণ্ঠন করছে। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বের জনগণের দ্বারা অবরুদ্ধ এবং তাদের বল্গাহীন উচ্চাশাই অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি থেকে তাদের ক্রমবর্দ্ধমান বিচ্ছিন্নতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বিশ্বের জনগণের যুক্তফ্রন্ট ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। মার্কিন জনগণ এবং দুনিয়ার অত্যাচারিত জাতিগুলি ও জনগণ সংগ্রাম করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পরাজিত করতে সক্ষম হবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে এবং সমস্ত দেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বল। অপর পক্ষে সারা দুনিয়ার জনগণের শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ, এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপে বাজার ও প্রভাবাধীন অঞ্চল নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে লড়াই নতুন বিভাজন ও শক্তির পুনর্বিন্যাস ঘটাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত হচ্ছে বাস্তব ঘটনা যা সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার প্রকৃতির দ্বারাই নির্ধারিত হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রকৃত স্বার্থের দিক থেকে এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে দ্বন্দ্বের চাইতে অনেক বেশি

প্রত্যক্ষ ও সরাসরি। এ বিষয়টি বুঝতে না পারার অর্থ হল সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদের অসম বিকাশ থেকে উদ্ভূত দ্বন্দ্বগুলির তীব্রতাবৃদ্ধিকে অস্বীকার করা। যার ফলে সাম্রাজ্যবাদের সুনির্দিষ্ট নীতিগুলিকে বুঝতে পারা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কমিউনিস্টদের পক্ষে সঠিক লাইন ও নীতি নির্ধারণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয়ত ঃ সমাজতান্ত্রিক শিবির হল বিশ্বশান্তি ও ন্যায়বিচারের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ। এই দুর্গকে আরও সংহত ও শক্তিশালী করা হলে সাম্রাজ্যবাদীরা একে আক্রমণ করার ব্যাপারে অনেক বেশি সাবধানী হবে। কেন না সাম্রাজ্যবাদীরা জানে যে এই দুর্গের উপর যে কোন আক্রমণের ফলে তারা গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হবে এবং এর ফলে শুধু যে তাদের দুর্গতির সীমা থাকবে না তাই নয়, তাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে।

চতুর্থত ঃ কিছু লোক বর্তমান দুনিয়ার দ্বন্দ্বগুলি হিসেবে শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের দ্বন্দ্বগুলিকেই দেখে। তারা পুরনো এবং নতুন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের ও তাদের তাঁবেদারদের সঙ্গে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত জাতি ও জনগণের দ্বন্দ্বগুলিকে দেখতে ব্যর্থ হয় অথবা প্রকৃতপক্ষে এই দ্বন্দ্বগুলিকে আড়াল করে এবং তারা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলিকে ও বর্তমান দুনিয়ার দ্বন্দ্বগুলির কেন্দ্রবিন্দুগুলিকেও দেখতে ব্যর্থ হয় বা এদের আড়াল করে রাখে। এই মত আমরা মানতে পারি না।

পঞ্চমত ঃ কিছু লোক আছেন যারা সমাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের দ্বন্দ্বকে স্বীকার করেও মনে করেন যে এই দ্বন্দ্ব প্রকৃতপক্ষে অবলুপ্ত হতে পারে এবং সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মিলে গিয়ে এক অখণ্ড সত্তায় পরিণত হতে পারে যদি, যাকে তারা বলেন "দুটি বিরাট সামরিক জোটের অস্তিত্ব ও পরস্পর বিরোধী অবস্থানে"-র[১] অবসান ঘটানো যেতে পারে অথবা যদি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি "পুঁজিবাদী শাসক শ্রেণীগুলির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়"।[২] আমরা এই মত মানতে পারি না।

ষষ্ঠত ঃ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিকাশ এটাই প্রমাণ করছে যে স্বদেশে শাসক হিসেবে এবং বিদেশে প্রতিযোগী হিসেবে দুর্বল হওয়া দূরে থাকুক, একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণী নিজেদের শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে, সাম্রাজ্যবাদীরা উন্মত্তের মত তাদের যুদ্ধযন্ত্রকে জোরদার করে তুলছে। উদ্দেশ্য শুধু যে অন্যান্য দেশকে লুণ্ঠন করা এবং বিদেশী প্রতিযোগীদের হটিয়ে দেওয়া তাই নয়, এর উদ্দেশ্য স্বদেশে জনগণের উপর নিপীড়নের মাত্রাকেও বাড়িয়ে তোলা। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে তথাকথিত বুর্জোয়া গণতন্ত্র নিজেদের মজুরী কৃতদাসদের ব্যাপক জনগণের উপর কিছুসংখ্যক পুঁজিপতির স্বৈরাচার হিসেবে নিজেকে আরও নগ্নভাবে প্রকাশ করে চলেছে। এই সব দেশে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ ক্রমশ সমাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হচ্ছে

---

(১) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে তোগলিয়াত্তির রিপোর্ট।

(২) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের রিপোর্ট।

এবং সেখানকার মেহনতী জনগণের হাতে রাষ্ট্রপরিচালনার ভার এসে যেতে পারে এবং সত্যিই এসে যাচ্ছে। অতএব "প্রকৃতপক্ষে আজ পুঁজিবাদী দুনিয়ার কাঠামোগত সংস্কারের দিকে এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সংস্কারের দিকে একটি আগ্রহ বিদ্যমান"[১] এই ধরণের কথা বলা নির্ভেজাল মনগড়া প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই না।

ইতিহাস দুনিয়ার জনগণের পক্ষে; ইতিহাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদীদের ও সমস্ত দেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে নয়। দিশেহারা হয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা একটা উপায় খোঁজার চেষ্টা করছে। যাকে তারা বলে "চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সংঘর্ষ"—তার উপরই তাদের অধিক আশা। সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাদের ফেরিওয়ালারা বহুদিন ধরেই এই ধারণা পোষণ করছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে আধুনিক সংশোধনবাদীরা ও তাদের সমর্থকেরা যে সব হাস্যকর আক্রমণ ও কুৎসা সাম্প্রতিককালে চালাচ্ছে তাতে এই ধারণা পোষণে তারা উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে এবং বিভেদের বীজ বপনের নোংরা খেলায় সর্বশক্তিতে নেমে পড়েছে। কিন্তু চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের মৈত্রীর বিরাট শক্তিকে এবং সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ঐক্যের বিরাট শক্তিকে এই প্রতিক্রিয়াশীল স্বপ্নবিলাসীরা বড় বেশি ছোট করে দেখছে এবং তারা আধুনিক সংশোধনবাদীদের ও তাদের অনুগামীদের ভূমিকার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎকে বড় বেশি বাড়িয়ে দেখছে। আজ হোক বা কাল হোক, ইতিহাসের কঠোর বাস্তবতা তাদের মোহ সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ করে দেবে এবং প্রতিক্রিয়াশীল স্বপ্নবিলাসীরা অনিবার্যভাবেই দুর্দশাগ্রস্ত হবে।

থিসিস, রিপোর্ট ও সমাপ্তিভাষণে তোগলিয়াত্তি প্রমুখ কমরেডরা যে ভুল করেছেন তা হচ্ছে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ থেকে, শ্রেণী বিশ্লেষণ থেকে তাদের মৌলিক বিচ্যুতি।

নারদনিকদের বিদ্রূপ করে লেনিন বলেছিলেন, "তাদের গোটা দর্শন কেবল ঘ্যান ঘ্যান করে একথাই বলে যে সংগ্রাম ও শোষণ রয়েছে বটে কিন্তু তারা নাও 'থাকতে পারতো' যদি... যদি কোন শোষকেরা না থাকতো।" তিনি আরও বলেছিলেন, "কতগুলি 'যদি' ও কতগুলি 'একটি' পুনরাবৃত্তি করেই কেবল তারা তাদের জীবন কাটিয়ে দিতে রাজী"।[২]

নিশ্চয়ই একজন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী একজন নারদনিকের মত আচরণ করতে পারেন না। কিন্তু তোগলিয়াত্তি প্রমুখ কমরেডদের থিসিস ও রিপোর্টগুলিতে মতপার্থক্যের বিষয় ও অবস্থানগুলি ঠিক এইসব 'যদি' এবং 'একটি'গুলির উপর দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং তাদের মৌলিক ধারণাগুলি অনিবার্যভাবেই কতকগুলি চরম বিভ্রান্ত ধারণার সমষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

---

(১) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে তোগলিয়াত্তির রিপোর্ট।

(২) লেনিন, 'জনগণের বন্ধুরা কী এবং কীভাবে তারা সমাজগণতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে লড়ছে'—সংগৃহীত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৬০। খণ্ড ১, পৃঃ ২৩৯-২৪০।

চতুর্থ অধ্যায়

যুদ্ধ ও শান্তি

প্রশ্নটা আত্মমুখী কল্পনার নয়, সমাজবিকাশের নিয়মাবলীর

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কিছু তথাকথিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী যুদ্ধ ও শান্তির বিষয়ে লম্বা চওড়া সব বক্তৃতা দিয়েছেন, বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন এবং পুস্তক ও পত্রিকায় বাজার ভাসিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু যুদ্ধের গোড়ার কারণ, ন্যায় এবং অন্যায় যুদ্ধের পার্থক্য এবং কীভাবে যুদ্ধকে বিলুপ্ত করতে হবে এ সব সম্পর্কে কোন গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান চালাতে অস্বীকার করছেন।

নৈরাজ্যবাদীদের দাবী ছিল রাষ্ট্রকে রাতারাতি তুলে দিতে হবে। স্ব-ঘোষিত কিছু মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এখন বলছেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও শোষণ বজায় থাকাকালীন অবস্থাতেই কোন এক সুন্দর সকালে "অস্ত্রহীন, সৈন্যহীন, যুদ্ধহীন এক পৃথিবীর" আবির্ভাব হবে। গর্বভরে তারা ঘোষণা করে যে এটা হচ্ছে একটি "যুগান্তকারী আবিষ্কার", "মানুষের চেতনার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন", "মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভাণ্ডারে এক সৃজনশীল অবদান" এবং তাদের এই বিজ্ঞান-সম্মত তাত্ত্বিক উপহারকে গ্রহণ করতে নির্বোধের মত অস্বীকার করাটা "গোঁড়াপন্থীদের" অন্যতম অপরাধ।

স্পষ্টতই কমরেড তোগলিয়াত্তি এবং অপর কয়েকজন ইতালীয় কমরেড উৎসাহভরে এই উপহারটি ফেরি করে চলেছেন। তাঁরা দাবী করছেন যে "যুদ্ধহীন" এক নতুন দুনিয়া সৃষ্টি করার একমাত্র রণনীতি হচ্ছে, তাঁদের ব্যাখ্যা অনুসারে—"শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের রণনীতি"। কিন্তু এই "শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের রণনীতির অন্তর্বস্তু অক্টোবর বিপ্লবের পরে লেনিন প্রবর্তিত এবং সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর দ্বারা সমর্থিত শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি থেকে মৌলিকভাবে পৃথক।

একচেটিয়া পুঁজির শাসনাধীন আজকের শান্তিকালীন ইতালিতে জনগণকে নিপীড়ন করার জন্য স্থায়ী ফৌজে রয়েছে চার লক্ষাধিক সৈন্য, প্রায় এক লক্ষ পুলিশ, আশি হাজারের কাছাকাছি সশস্ত্র ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী এবং ক্ষেপণাস্ত্র-সজ্জিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলি। এই ধরণের একটি দেশে যখন কমরেড তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা "শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের" দাবী তোলেন তখন তাঁরা কী বলতে চান? যদি এই দাবীর অর্থ হয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি অনুসরণ করা, তা ঠিকই আছে। কিন্তু এটা ছাড়া আপনারা কি এও দাবী করছেন

যে ইতালির শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য নিপীড়িত জনগণ একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতিও শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি অনুসরণ করবে? এই ধরণের শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান কি এও বোঝাচ্ছে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা স্বেচ্ছায় ইতালি থেকে তাদের ঘাঁটিগুলি সরিয়ে নিয়ে যাবে এবং ইতালির একচেটিয়া পুঁজিপতিরা স্বেচ্ছায় অস্ত্র ত্যাগ করবে ও সৈন্যবাহিনীকে ভেঙ্গে দেবে? আর এটা যদি অসম্ভবই হয়, ইতালির নিপীড়িত ও নিপীড়কের মধ্যে "শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের" নীতি কী-ভাবে বাস্তবে রূপায়িত হবে? এই যুক্তিকেই আর একটু টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে এই পথে কীভাবে একটি "যুদ্ধহীন" দুনিয়া সৃষ্টি হতে পারে?

যদি "অস্ত্রহীন, সৈন্যহীন ও যুদ্ধহীন" এক পৃথিবী সত্যিই আবির্ভূত হয় তবে তা কি খুবই চমৎকার হবে না? তাহলে সেটা আমাদের অনুমোদন বা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পাবে না কেন?

যাই হোক, মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কাছে প্রশ্নটি আত্মমুখী কল্পনার নয়, সমাজ-বিকাশের নিয়মাবলীর।

১৯৩৬ সালে লেখা "চীনের বিপ্লবী যুদ্ধে রণনীতির সমস্যা"য় কমরেড মাও সেতুং লিখেছেন, "যুদ্ধ, মানুষের পারস্পরিক হত্যালীলার এই দানব, মানব সমাজের প্রগতির দ্বারাই শেষ পর্যন্ত অবলুপ্ত হবে"।[১]

১৯৩৮ সালে, জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় "দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ প্রসঙ্গে" গ্রন্থে কমরেড মাও সেতুং, পুনরায় এই ধারণাটি প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "ফ্যাসীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধকে চিরস্থায়ী করে রাখতে চায়, কিন্তু আমরা চাই এর অবসান ঘটাতে, আর সেটা খুব দূর ভবিষ্যতেও নয়"।[২]

ঐ একই গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে তখন চীনা জাতি তার মুক্তির জন্য যে যুদ্ধ চালাচ্ছিল তার উদ্দেশ্য ছিল চিরস্থায়ী শান্তি। তিনি লিখলেন যে "জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ চিরস্থায়ী শান্তির জন্য সংগ্রামের রূপ নিয়েছে"।[৩]

তিনি লিখলেন, যুদ্ধ হচ্ছে "শ্রেণীগুলি উদ্ভবের" ফল। তিনি আরও লিখলেন—"একবার যদি মানুষ পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করতে পারে, তখন সে চিরস্থায়ী শান্তির যুগে পদার্পণ করবে এবং তখন আর যুদ্ধের প্রয়োজন থাকবে না। তখন তার সেনাবাহিনী, যুদ্ধ-জাহাজ, সামরিক বিমান, বিষাক্ত গ্যাস, কোন কিছুরই প্রয়োজন থাকবে না। তারপর থেকে আর কোন দিনই মানুষ জানতে পারবে না যুদ্ধ কাকে বলে।"[৪]

---

(১) মাও সেতুং, "চীনের বিপ্লবী যুদ্ধে রণনীতির সমস্যা", সংকলিত রচনাবলী, খণ্ড ১।

(২) মাও সেতুং, "দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ প্রসঙ্গে", নির্বাচিত রচনাবলী, খণ্ড ২।

(৩) ঐ

(৪) ঐ

মাও সে তুং-এর এই থিসিসগুলি যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে লেনিনের থিসিসগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায়।

১৯০৫ সালে, যে বছর প্রথম রুশ বিপ্লব শুরু হয়ে যায় লেনিন লিখেছিলেন, যুদ্ধ সম্পর্কে সোশ্যাল ডেমোক্রেসি কখনই ভাবাবেগপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে নি। যুদ্ধকে তারা মানব সমাজে বিরোধ নিষ্পত্তির পাশবিক পদ্ধতি বলে দ্বিধাহীনভাবে নিন্দা করেন। কিন্তু সোশ্যাল ডেমোক্রেসি জানে, সমাজ যত দিন শ্রেণীবিভক্ত থাকবে, যতদিন মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ থাকবে ততদিন যুদ্ধ অনিবার্য। যুদ্ধ ছাড়া এই শোষণ ধ্বংস হতে পারে না এবং যুদ্ধ সবসময় ও সর্বত্র শোষকেরাই শুরু করে, শাসক ও উৎপীড়ক শ্রেণীগুলিই শুরু করে।[১]

১৯১৫ সালে, প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় লেনিন লেখেন, মার্কসবাদীরা "সব সময়ই বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে যুদ্ধকে বর্বরোচিত এবং পাশবিক বলে নিন্দা করেছেন। কিন্তু যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের মনোভাব বুর্জোয়া শান্তিবাদীদের (শান্তির পক্ষাবলম্বীদের ও প্রচারকদের) এবং নৈরাজ্যবাদীদের মনোভাব থেকে নীতিগতভাবে পৃথক। প্রথমোক্তদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য এইখানে যে, আমরা একদিকে বিভিন্ন যুদ্ধের মধ্যেকার অনিবার্য সম্পর্ককে বুঝি, অপর দিকে যুদ্ধগুলিব সঙ্গে একটি দেশের আভ্যন্তরীণ শ্রেণীসংগ্রামের অনিবার্য সম্পর্ককেও বুঝি, আমরা বুঝি শ্রেণীগুলিকে বিলুপ্ত না করে এবং সমাজতন্ত্র সৃষ্টি না করে যুদ্ধকেও বিলুপ্ত করা অসম্ভব; উৎপীড়ক শ্রেণীর বিরুদ্ধে উৎপীড়িত শ্রেণীগুলির যুদ্ধ, দাস-মালিকদের বিরুদ্ধে ক্রীতদাসদের যুদ্ধ, জমিদারদের বিরুদ্ধে ভূমিদাসদের যুদ্ধ, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে মজুরী শ্রমিকদের যুদ্ধ—এই গৃহযুদ্ধগুলির ন্যায্যতা, প্রগতিশীলতা এবং প্রয়োজনীয়তাকে আমরা পুরোপুরি স্বীকৃতি দিই। আমরা মার্কসবাদীরা শান্তিবাদী ও নৈরাজ্যবাদী, উভয়ের থেকেই এখানে পৃথক যে, স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি যুদ্ধের ঐতিহাসিক অনুশীলনের (মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে) প্রয়োজনকে আমরা স্বীকার করি"।[২]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় চরম নিষ্ঠাবান মার্কসবাদী হিসাবে লেনিন যুদ্ধের সমস্যা অনুশীলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত এবং কঠোর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেন। যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে কাউটস্কির শ্রেণীভুক্ত সুবিধাবাদী ও শোধনবাদীদের বহু উদ্ভট যুক্তিকে তিনি তীব্রভাবে নিন্দা করেন এবং যুদ্ধ-বিলুপ্তির সঠিক পথ মানবজাতিকে দেখিয়ে দেন।

লেনিন কী ভাবে যুদ্ধের প্রশ্নটিকে অনুধাবন করেছিলেন, বা যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে তিনি যে সব বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন এ সম্পর্কে কিছুমাত্র বিবেচনা করার আগ্রহ না দেখিয়ে কিছু স্বঘোষিত লেনিনবাদী যুদ্ধ ও শান্তির বিষয়ে অনেক আবোল তাবোল বকে

(১) লেনিন, "বিপ্লবী সেনাবাহিনী ও বিপ্লবী সরকার", সংগৃহীত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৬২, খণ্ড ৮, পৃ: ৫৬৫।

(২) লেনিন, "সমাজতন্ত্র ও যুদ্ধ", সংগৃহীত রচনাবলী, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, মস্কো, খণ্ড ২১, পৃ: ২৭১।

যায়। অথচ এরাই আবার উঁচু গলায় অন্যদের বিরুদ্ধে লেনিনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনে এবং দাবী করে যে তারাই হচ্ছে "মূর্তিমান লেনিন"।

"যুদ্ধ হচ্ছে অন্য উপায়ে রাজনীতির ধারাবাহিকতা"—এই স্বতঃসিদ্ধ কি অচল হয়ে গেছে?

কেউ কেউ বলতে পারে,"তোমাদের এত বকবকানির দরকার নেই। যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে লেনিনের বক্তব্য আমরা ভালই জানি। কিন্তু এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে এবং লেনিনের থিসিসগুলি সেকেলে হয়ে গেছে।" টিটো-চক্রই প্রথম খোলাখুলিভাবে যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে লেনিনের মৌলিক তত্ত্বকে অচল বলে ঘোষণা করে: তারা দাবী করে যে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের আবির্ভাবের ফলে "যুদ্ধ হচ্ছে অন্য উপায়ে রাজনীতির ধারাবাহিকতা"—এই স্বতঃসিদ্ধটি, যা সমস্ত যুদ্ধগুলি অনুশীলনের ও বিভিন্ন যুদ্ধের প্রকৃতির ভিন্নতা নির্ধারণের তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসাবে লেনিন জোর দিয়েছিলেন—তা আজ আর প্রযোজ্য নয়। তাদের মতে যুদ্ধ এখন আর কোন না কোন শ্রেণীর রাজনীতির ধারাবাহিকতা নয়, যুদ্ধ তার শ্রেণী-অন্তর্বস্তু হারিয়ে ফেলেছে এবং ন্যায় ও অন্যায় যুদ্ধের মধ্যে আর কোন পার্থক্য নেই। আধুনিক সামরিক কলাকৌশলের সাথে সাথে যুদ্ধের প্রকৃতি পাল্টে গেছে—কমরেড তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডদের এই ঘোষণা আসলে টিটো-চক্র বহুদিন ধরেই যা বলে আসছে তারই পুনরাবৃত্তি।

এটা খুবই স্পষ্ট যে, "যুদ্ধ হচ্ছে রাজনীতির অন্য উপায়ে ধারাবাহিকতা" এই স্বতঃসিদ্ধটি আধুনিক সংশোধনবাদীরা মানে না বলেই বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলেরা তাদের অস্ত্রসজ্জা ত্যাগ করবে, নিপীড়িত জাতি ও জনগণকে দমন করা বন্ধ করবে, বা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে তাদের আগ্রাসনমূলক ও অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ ত্যাগ করবে, আর ঐ কারণেই তারা অতিমুনাফার জন্য কাড়াকাড়িতে পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ বর্জন করবে, এটাও ঠিক নয়। অথচ এই ধরণের কথা বলেই আধুনিক সংশোধনবাদীরা নিপীড়িত জাতি ও জনগণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে, তাদের মাথায় ভুল ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। ভাবটা এই যেন নিপীড়িত জনগণ ও জাতিগুলিকে দমিয়ে রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধাভিযান, তাদের অস্ত্র-সম্প্রসারণ ও যুদ্ধ প্রস্তুতি, বাজার ও প্রভাবাধীন অঞ্চল দখল করার জন্য তাদের মধ্যেকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংঘর্ষ—এর কোনটাই সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির ধারাবাহিকতা নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তাদের মতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণকে দমন করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ এবং কঙ্গোতে নতুন ও পুরনো উপনিবেশবাদীরা যে যুদ্ধ বাধিয়েছে সেই সব যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির ধারাবাহিকতা বলে মনে করা উচিত নয়।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা দক্ষিণ ভিয়েতনামে যে যুদ্ধ চালাচ্ছে এবং নতুন ও পুরনো উপনিবেশবাদীদের মধ্যে কঙ্গোতে যে যুদ্ধ চলছে সেগুলিকে আদৌ কি কোন যুদ্ধ বলে

মনে করা যাবে? যদি যুদ্ধ বলে মনে না করা যায়, তবে সেগুলি কী? আর সেগুলি যদি যুদ্ধই হয়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা ও তার রাজনীতির সঙ্গে কি এর কোন সম্পর্ক নেই? আর সেটা কী ধরণের সম্পর্ক?

তোগলিয়াত্তি ও ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির অন্যান্য কিছু কমরেড মনে করেন যে "ছোটখাটো স্থানীয় যুদ্ধগুলোকে এড়ানো সম্ভব।"[১]

তাঁরা এ কথাও মনে করেন যে "সর্বত্র সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই মানব সমাজে যুদ্ধ অসম্ভব হয়ে পড়বে।"[২] "আমাদের তত্ত্ব সম্পর্কেই" "নতুন চিন্তাভাবনা করে" সম্ভবতঃ তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা এইসব মন্তব্য করেছিলেন ১৯৬০ সালের নভেম্বরে। ঐ বছরের আগের ঘটনাগুলি না হয় ছেড়েই দিলাম। কেবল মাত্র ১৯৬০ সালেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এমন সব সামরিক সংঘর্ষ ও সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটেছিল যেগুলির বেশির ভাগই তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা যাকে বলেন "ছোটখাটো স্থানীয় যুদ্ধ" ঠিক সেই ধরণেরই:

> আলজেরিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে দমন করার জন্য ফরাসী উপনিবেশবাদী সেনাবাহিনী যে যুদ্ধ চালাচ্ছিল তা তখন ষষ্ঠ বৎসরে পদার্পণ করেছে।
>
> ঐ বছর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের পা চাটা কুকুর যে দিন দিয়েম দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণের উপর পাশবিক দমননীতি চালিয়ে যাচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণের সশস্ত্র প্রতিরোধ ক্রমেই ব্যাপকতর রূপ গ্রহণ করছে।
>
> জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারীতে সিরিয়া ও ইস্রায়েলের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইস্রায়েলকে সমর্থন করে।
>
> ৫ই ফেব্রুয়ারী চার হাজার মার্কিন নৌ-সেনা লাতিন আমেরিকার ডোমিনিকান রিপাবলিকে অবতরণ করে এবং এইভাবে সে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করে।
>
> ১লা মে একটি মার্কিন ইউ-টু বিমান সোভিয়েত ইউনিয়নে অনধিকার প্রবেশ করে এবং সোভিয়েত রকেট বাহিনীর দ্বারা ভূপাতিত হয়।
>
> ১০ই জুলাই বেলজিয়াম কঙ্গোতে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ শুরু করে। তার তিন দিন পরে জাতি-সংঘের নিরাপত্তা পরিষদের একটি প্রস্তাব অনুসারে "জাতি-

---

(১) ৮১ টি কমিউনিষ্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির সম্মেলনে ইতালির কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি দলের বক্তৃতা। ইতালির কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সংবাদ ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক ১৯৬২ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত পুস্তিকা।

(২) ঐ

স[illegible] সশস্ত্র বাহিনী" সেখানকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে দমন করার জন্য কঙ্গোতে উপস্থিত হয়।

আগস্ট মাসে লাওসে গৃহযুদ্ধ বাধাবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাভানাখেত চক্রকে উসকে দেয় ও সাহায্য করে।

হয়তো ১৯৬০ সালের ঘটনাগুলি তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডদের আলোচনার আওতায় পড়ে না। বেশ, তা হলে দেখা যাক ১৯৬১-৬২ সালের পৃথিবীর ঘটনাবলী তাদের ভবিষ্যৎবাণীকে সমর্থন করে কিনা?

বাস্তব ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে দেখা যাক।

১৯৬২-র মার্চে যুদ্ধবিরতি মেনে নিতে বাধ্য হওয়ার আগে পর্যন্ত ফরাসী উপনিবেশবাদী সেনাবাহিনী আলজেরিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাদের অপরাধমূলক দমনযুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। তত দিনে এ যুদ্ধের বয়স সাত বছর হয়ে গেছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পরিচালিত "বিশেষ যুদ্ধ" তখনও সমানে চলেছে।

মার্কিন নয়া উপনিবেশবাদের সেবারত "জাতি সংঘের সেনাবাহিনী" (প্রধানত ভারতীয় সৈন্য) কঙ্গোর জনগণকে তখনও দমন করে চলেছে। ১৯৬১ সালের একেবারে প্রথম দিকে মার্কিন ও বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদীদের নির্দেশে তাদের ভাড়াটে গুণ্ডারা কঙ্গোর জাতীয় বীর লুমুম্বাকে হত্যা করে। ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে শুরু করে পরের বছরের শেষ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত "জাতি-সংঘের সেনাবাহিনী" বৃটিশ, ফরাসী ও বেলজিয়ামের পুরনো উপনিবেশবাদীদের নিয়ন্ত্রণাধীন কাতাঙ্গার উপর তিনবার সশস্ত্র আক্রমণ চালায়।

১৯৬১ সালের মার্চে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনপুষ্ট পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীরা প্রচুর সৈন্য মোতায়েন করে জাতীয় স্বাধীনতাকামী এঙ্গোলার জনগণের উপর বড় আকারের দমন ও হত্যালীলা চালায়। এই রক্তাক্ত নৃশংসতা এখনও চলছে।

১৯৬১ সালের ১৭ই এপ্রিল মার্কিন ভাড়াটে সৈন্যরা কিউবাতে সশস্ত্র যুদ্ধাভিযান চালায় এবং মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে গিয়ে সমুদ্রসৈকতে কিউবার বীর সৈন্য ও জনগণের দ্বারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

১৯৬১ সালের ১লা জুলাই বৃটিশ সেনাবাহিনী কুয়াইতে অবতরণ করে। ১৯ শে জুলাই ফরাসী সৈন্যরা টিউনিশিয়ার বিজার্তা বন্দর আক্রমণ করে।

১৯৬১ সালের ১৯ শে ও ২০ শে নভেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নৌ ও বিমান-বাহিনীর ইউনিটগুলির সাহায্যে আবার ডোমিনিকান রিপাবলিক আক্রমণ করে।

১৯৬২ সালের ১৫ ই জানুয়ারী ওলন্দাজ উপনিবেশবাদীদের নৌসেনারা পশ্চিম ইরিয়ানের উপকূলে ইন্দোনেশিয়ার নৌসেনাদের আক্রমণ করে।

১৯৬২ সালের এপ্রিলে পশ্চিম ইরিয়ানে ইন্দোনেশিয়ার জনগণ ওলন্দাজ উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে গেরিলা অভিযান শুরু করে।

১৯৬২ সালের মে মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাওসে গৃহযুদ্ধ সম্প্রসারিত করার চক্রান্ত করে এবং সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা ঐ দেশে সরাসরি হস্তক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হয়। ১৭ ই মে মার্কিন সৈন্যবাহিনী থাইল্যাণ্ডে প্রবেশ করে, আর ২৪ তারিখে বৃটেন থাইল্যাণ্ডে এক স্কোয়াড্রন বিমান প্রেরণ করার কথা ঘোষণা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের এই সামরিক অভিযানগুলি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার শান্তির পক্ষে প্রত্যক্ষ বিপদ হয়ে দাঁড়ায়, লাওসের জনগণের দৃঢ় সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও নিরপেক্ষ দেশগুলির সমবেত প্রচেষ্টার ফলে লাওসীয় প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য বর্ধিত জেনেভা সম্মেলনে ১৯৬২ সালের ২৩ শে জুলাই লাওসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কিত একটি ঘোষণা এবং ঐ ঘোষণা সম্পর্কিত একটি প্রোটোকল স্বাক্ষরিত হয়।

১৯৬২ সালের ২৪ শে আগস্ট অস্ত্রসজ্জিত মার্কিন জাহাজগুলি কিউবার রাজধানী হাভানার সমুদ্রোপকূলে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় বোমা বর্ষণ করে।

১৯৬২ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর যখন ইয়েমেনে একটি সামরিক অভ্যুত্থান হয় তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই দেশে সামরিক হস্তক্ষেপ চালাবার জন্য সৌদি আরবকে প্ররোচিত করে।

১৯৬২ সালের ২২ শে অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জলদস্যুদের মতো কিউবাকে সামরিক অবরোধ বেষ্টিত করে এবং তার বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক যুদ্ধ চালায়। এ ঘটনা সারা বিশ্বকে স্তম্ভিত করে। তাঁদের পিতৃভূমির সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য কিউবার জনগণ যে সংগ্রাম চালায় তাতে মহান বিজয় অর্জিত হয়। তাঁরা এ ব্যাপারে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশ ও অন্যান্য সকল দেশেরই জনগণের সমর্থন লাভ করেন।

এই দুটি বছর জুড়ে সাম্রাজ্যবাদীদের ও তাদের তাঁবেদারদের নির্মম শোষণ পাশবিক অত্যাচার ও সশস্ত্র হস্তক্ষেপ বহু দেশের জনগণকে ও বহু নিপীড়িত জাতিকে সশস্ত্র প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করে, যেমন, ১৯৬২ সালের ৮ই ডিসেম্বর ব্রুনেইর জনগণ বৃটেনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু করে।

"যুদ্ধ সব সময় এবং সর্বত্রই শোষকেরা নিজেরাই শুরু করে, শাসক ও নিপীড়ক শ্রেণীগুলিই শুরু করে," এবং "যুদ্ধ হচ্ছে অন্য উপায়ে রাজনীতির ধারাবাহিকতা" লেনিনের এই বিবৃতির সত্যতা ঘটনাবলী বারে বারে প্রমাণিত করেছে। বর্তমান ও ভবিষ্যতের বাস্তবতাও লেনিনের ব্যাখ্যা করা এই সত্যকে নির্ভুল বলে প্রমাণ করে যাবে।

অতীত ও বর্তমানের অভিজ্ঞতা আমাদের কী শিক্ষা দেয় ?

নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলেরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অবিরাম যুদ্ধের উস্কানি দিচ্ছে বলেই, নিপীড়িত জনগণের ও জাতিগুলিকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখা অসম্ভব।

উপরে যে যুদ্ধগুলির কথা বলা হল কিছু কিছু স্বঘোষিত মার্কসবাদী—লেনিনবাদী হয়ত সেগুলিকে যুদ্ধ বলেই মনে করে না। "অতি উন্নত সভ্য অঞ্চলে" যে যুদ্ধ হয়, সেগুলিকেই কেবলমাত্র তারা যুদ্ধ বলে স্বীকার করে। আসলে এই সব ধারণা মোটেই নতুন নয়।

ইউরোপের বাইরের কোন যুদ্ধ আসলে যুদ্ধই নয়, এই অদ্ভুত মতবাদের বিরুদ্ধে লেনিন সমালোচনা করেছিলেন বহু আগেই। ১৯১৭ সালে একটি বক্তৃতায় লেনিন বিদ্রূপভরে বলেছিলেন যে, "কিছু কিছু যুদ্ধ আছে যাকে আমরা ইউরোপীয়রা যুদ্ধ বলেই মনে করি না। কারণ প্রায়শঃই সেগুলির রূপ ঠিক যুদ্ধের মতো নয়, বরং নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মত, নিরস্ত্র জনগণকে নির্মূল করে দেওয়ার মত।"[১]

লেনিন যাদের সমালোচনা করেছিলেন ঠিক সেই ধরণের লোকদের আজও দেখা যায়। তারা মনে করে যে তাদের এলাকায় বা প্রতিবেশী অঞ্চলে কোন যুদ্ধ না থাকলে গোটা দুনিয়াই শান্ত, সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের তাঁবেদাররা অন্যান্য এলাকায় জনগণকে ধ্বংস ও হত্যা করছে কিনা, সামরিক হস্তক্ষেপ ও সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে কিনা বা যুদ্ধের উস্কানি দিচ্ছে কিনা—এ সব নিয়ে মাথা ঘামানোটাকে তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত মনে করে। তাদের দুশ্চিন্তার কারণ শুধু এটুকুই যে এই সব অঞ্চলের নিপীড়িত জাতি ও জনগণের প্রতিরোধের "স্ফুলিঙ্গ" কোন বিপর্যয়ের কারণ না ঘটায় এবং তাদের নিজেদের শান্তিভঙ্গের কারণ না হয়। কী ভাবে এই সব অঞ্চলে যুদ্ধ সৃষ্টি হচ্ছে, কোন কোন সামাজিক শ্রেণীগুলি এই যুদ্ধ চালাচ্ছে এবং এই সব যুদ্ধের প্রকৃতিই বা কী—এই সব বিচার করে দেখার কোন প্রয়োজনীয়তাই তারা অনুভব করে না। ভাল-মন্দ বিচার না করে নিজেদের মর্জিমত তারা শুধু এই যুদ্ধগুলিকে নিন্দাই করে যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গীকে কী লেনিনবাদী মনে করা যেতে পারে ?

অপর কিছু স্বঘোষিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আছে যারা যুদ্ধ বলতে কেবল সমাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যে যুদ্ধই বোঝেন, যেন এই দুই শিবিরের যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধ হতেই পারে না। এই তত্ত্বটিও প্রথম উদ্ভাবন করে টিটো চক্র এবং আজ কিছু লোক সেই সুরেই সুর মেলাচ্ছে। সোজা কথায় তারা বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে বা ইতিহাসের ঘটনাগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে অনিচ্ছুক।

---

১ লেনিন, "যুদ্ধ ও বিপ্লব," সংগৃহীত রচনাবলী, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, মস্কো, খণ্ড ২৪, পৃঃ ৩৬৫।

এই লোকগুলির স্মৃতিশক্তি যদি মাত্রাতিরিক্ত ক্ষীণ না হয়, তবে তাদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে যে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, সমাজতান্ত্রিক শিবির তো দূরের কথা কোন সমাজতান্ত্রিক দেশেরই অস্তিত্ব ছিল না। তা সত্ত্বেও একটি বিশ্বযুদ্ধ বেধে গিয়েছিল।

এদের স্মৃতিশক্তি যদি অত্যন্ত দুর্বল না হয়, এরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথাও স্মরণে আনতে পারে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪১ সালের জুন মাসে জার্মান সোভিয়েত যুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত প্রায় দু বছর ধরে পুঁজিবাদী দুনিয়ার এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নিজেদের মধ্যে একটি যুদ্ধ চলছিলই। এ যুদ্ধ অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী দেশের মধ্যে যুদ্ধ ছিল না। যদিও হিটলার আক্রমণ করার পর সোভিয়েত ইউনিয়নই ফ্যাসীবাদী দস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়, তবু এমনকি ১৯৪১ সালের জুন মাসের পরেও যুদ্ধটিকে শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী দেশের মধ্যেকার যুদ্ধ হিসেবে গণ্য করা যায় নি। সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়াও কয়েকটি পুঁজিবাদী দেশ, যেমন গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স ফ্যাসীবিরোধী ফ্রন্টের শরিক হয়েছিল। নিপীড়ণ ও আগ্রাসনের শিকার বহু ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশও এই ফ্রন্টের অংশীদার হয়।

কাজেই এটা স্পষ্ট যে পুঁজিবাদী দুনিয়ার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ফলেই এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির স্বার্থ-সংঘাতের ফলেই দুটি বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভব হয় আর এ দুটি যুদ্ধের সূত্রপাতই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভব হয় না। একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যে কোন বৈরিতামূলক দ্বন্দ্ব থাকে না, যে ধরণের দ্বন্দ্ব পুঁজিবাদী দেশগুলিরই বৈশিষ্ট্য। সম্প্রসারণবাদী যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে অপ্রয়োজনীয় এবং অননুমোদনীয়। একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ কখনই বিশ্বযুদ্ধ শুরু করতে পারে না।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির এবং অনেক দেশের জাতীয়-গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনের বিজয়ের কারণে বিশ্ব-পরিস্থিতিতে এখনও বড় ধরণের নতুন সব পরিবর্তন ঘটে চলেছে। তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা বলতেন যে পৃথিবীর শক্তিসমূহের ভারসাম্যের এই পরিবর্তনের ফলে সাম্রাজ্যবাদীরা আর নিজেদের খুশি মতো চলতে পারে না। এই উক্তিটির মধ্যে ভুল কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে অক্টোবর বিপ্লবের অনতিকাল পরেই লেনিন এই কথাটিই বলেছিলেন। তৎকালীন শ্রেণী-শক্তিগুলির ভারসাম্যের পরিবর্তনের মূল্যায়ণের উপর ভিত্তি করে লেনিন বলেছিলেন, "এখনকার আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াশ্রেণী যা ইচ্ছা তাই করতে পারে না।"[১] কিন্তু দুনিয়ার শক্তিগুলির ভারসাম্য সমাজতন্ত্রের ও পৃথিবীর সব দেশের জনগণের অনুকূলে ক্রমাগত বেশি করে চলে আসার এবং সাম্রাজ্যবাদীরা আর যা খুশি

(১) লেনিন, রুশ কমিউনিষ্ট পার্টি (ব)-র অষ্টম কংগ্রেস প্রদত্ত গ্রাম্য জেলাগুলিতে কাজ সম্পর্কে রিপোর্ট, নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫২, খণ্ড ২, অংশ ২, পৃঃ ১৭৬।

তাই করতে পারে না এ কথা বলার অর্থ কী এই যে পুঁজিবাদী দুনিয়ার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত সংঘর্ষগুলির সম্ভাবনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্তর্হিত হবে? অতীতে তা কি কখনও এই অর্থ বহন করেছে। ভবিষ্যতে কখনও কি করবে? এর অর্থ কি এই যে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উপর আক্রমণের স্বপ্ন দেখা এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করা থেকে বিরত হয়েছে? এর অর্থ কি এই যে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ ও নিপীড়ণ বন্ধ করেছে? এর অর্থ কী এই যে বাজার ও প্রভাবাধীন অঞ্চলের দখল নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি আর নিজেদের মধ্যে মরণপণ লড়াই করবে না? এর অর্থ কি এই যে একচেটিয়া পুঁজিবাদী শ্রেণী নিজের দেশের জনগণকে নির্মমভাবে পিষে মারা ও দমন করা বন্ধ করেছে? না, এর কোনটিই ঘটে নি।

সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক ব্যবস্থা ও সমাজ বিকাশের নিয়মগুলির আলোকে না দেখলে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নটিকে কখনই ঠিকভাবে বোঝা যাবে না।

সেই আমলের সুবিধাবাদী কাউটস্কি বলতেন, "যুদ্ধ হচ্ছে অস্ত্র প্রতিযোগিতার ফল" এবং "নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে চুক্তিবদ্ধ হওয়াব ইচ্ছা যদি থাকে" ত হলে, "যুদ্ধের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলির একটি দূব হযে যাবে"।[১] কাউটস্কি ও অন্যান্য সাবেকী সুবিধাবাদীদের এই মার্কসবাদ-বিরোধী মতবাদকে লেনিন তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন, কারণ এরা সমাজ-ব্যবস্থা ও শোষণ ব্যবস্থার প্রসঙ্গ বাদ দিয়েই যুদ্ধের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছে।

"সর্বহারা বিপ্লবের যুদ্ধ সংক্রান্ত কর্মসূচী"—নামক প্রবন্ধে লেনিন বলেন, "বুর্জোয়া শ্রেণীকে নিরস্ত্র করার **পরেই** কেবল মাত্র শ্রমিকশ্রেণী তার বিশ্ব-ঐতিহাসিক কর্তব্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র আবর্জনায় নিক্ষেপ করতে পারবে। শ্রমিক-শ্রেণী নিঃসন্দেহে এটাই করবে, কিন্তু **কেবলমাত্র তখনই যখন এই শর্তটি পূরণ হচ্ছে, কোনক্রমেই তার আগে নয়।**"[২] সমাজ বিকাশের এটাই হচ্ছে নিয়ম, এর অন্যথা হতে পারে না।

ঐতিহাসিক ও শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নটিকে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়ে আধুনিক সংশোধনবাদীরা ন্যায় ও অন্যায় যুদ্ধের কোন তফাৎ না করেই যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে কেবল সাধারণ কথাবার্তা বলে। কেউ কেউ আবার অন্যদের বোঝানোর চেষ্টা করছে সাধারণভাবে ও সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্রীকরণ হয়ে গেলে, নিপীড়কদের হাতে যখন আর কোন অস্ত্র থাকবে না, তখন জনগণের মুক্তি "অসম্ভব রকমের সহজ" হয়ে যাবে। আমাদের মতে এই যুক্তি অর্থহীন ও সম্পূর্ণ অবাস্তব। এ যেন ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেওয়া। লেনিন দেখিয়ে দিয়েছেন যে এই সব লোকেরা "দুটি পরস্পরবিরোধী শ্রেণী ও রাজনৈতিক

(১) কাউটস্কি, "জাতীয় রাষ্ট্র, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র-সংঘ।"

(২) লেনিন, *নির্বাচিত রচনাবলী*, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫১, খণ্ড ১, অংশ ২, পৃ: ৫৭৪।

লাইনকে মিলিয়ে দিতে চায় একটি ছোট্ট শব্দের সাহায্যে—'ঐক্যবদ্ধ করা'—যা তাবৎ বিপরীতমুখী বিষয়গুলিকে মিলিয়ে দিতে পারে।"[১]

আধুনিক সংশোধনবাদীরা "শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের রাজনীতি" সম্পর্কে যা বলতে চায় তার অর্থ-দাঁড়ায় বিশ্বের জনগণের ঐক্য ও সংগ্রাম নয়, সাম্রাজ্যবাদী শাসক শ্রেণীর "বিচক্ষণতাই" বিশ্ব-শান্তির আশা ভরসা। আধুনিক সংশোধনবাদীরা সমস্ত দেশের জনগণের সংগ্রামকে শৃঙ্খলিত করার জন্য সমস্ত পদ্ধতিই অবলম্বন করছে, তাদের বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষাকে পঙ্গু করে দেবার চেষ্টা চালাচ্ছে, তাঁদের বিপ্লবী কার্যকলাপ ত্যাগ করার জন্য প্ররোচিত করছে। এইভাবে তারা যে সব শক্তিগুলি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও বিশ্বশান্তির পক্ষে লড়াই চালাচ্ছে তাদের দুর্বল করে দিচ্ছে। এ সবের ফল একটাই হতে পারে—আগ্রাসন ও যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রতিক্রিয়াশীল ঔদ্ধত্য বেড়ে যাওয়া আর বিশ্ব-যুদ্ধের বিপদ বেড়ে যাওয়া।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ না "অস্ত্রই সব কিছু নির্ধারণ করে"—এই তত্ত্ব?

আধুনিক সংশোধনবাদীরা মনে করে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের উদ্ভবের ফলে সমাজ-বিকাশের নিয়মগুলি আর কার্যকরী থাকছে না এবং যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে মৌলিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব সেকেলে হয়ে গেছে। কমরেড তোগলিয়াত্তিও একই মত পোষণ করেন। পারমাণবিক অস্ত্র ও পারমাণবিক যুদ্ধের প্রশ্নে কমরেড তোগলিয়াত্তির সঙ্গে আমাদের মূল পার্থক্যগুলি ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬২ সালের রেনমিন রিবাও পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে। আমরা এখন এই প্রশ্নটি নিয়ে আরো আলোচনা করব।

সেনাবাহিনীর সংগঠনে ও যুদ্ধে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক কৌশলের ভূমিকার উপর মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা যথাযথ গুরুত্ব দেন, মার্কসের বিখ্যাত পুস্তিকা "মজুরী, শ্রম এবং পুঁজি"তে নিম্নলিখিত সুবিদিত অংশটি রয়েছেঃ

"যুদ্ধের একটি নতুন হাতিয়ার আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য ভাবে সেনাবাহিনীর সমগ্র আভ্যন্তরীণ সংগঠনেরই পরিবর্তন ঘটে গেছে। যে সম্পর্কগুলির মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি একটি সেনাবাহিনী গড়ে তোলে এবং সেনাবাহিনী হিসাবে কাজ করে সেগুলি পাল্টে যায় এবং বিভিন্ন সেনাবাহিনীর পারস্পরিক সম্পর্কও পাল্টে যায়।"[২]

কিন্তু "অস্ত্রই সব কিছু নির্ধারণ করে", কোন মার্কসবাদী-লেনিনবাদীই এই তত্ত্বের প্রবক্তা নন।

অক্টোবর বিপ্লবের পর লেনিন বলেন— "সে-ই যুদ্ধে জয়লাভ করে যার বেশি

(১) লেনিন, "শান্তির প্রশ্ন," সংগৃহীত রচনাবলী, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, মস্কো, খণ্ড ২১, পৃঃ ২৬৩।

(২) মার্কস ও এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫৮, খণ্ড ১, পৃঃ ৮৯-৯০।

মজুদ সৈন্যবাহিনী আছে, যার শক্তির উৎসগুলি বেশি এবং যে ব্যাপক জনগণের আস্থা অর্জন করেছে"। তিনি আরও বলেন, "শ্বেতবাহিনীর চেয়ে এবং কাদার তৈরী পা-ওয়ালা অতিকায় দানব 'বিস্ময়ময় পরাক্রমশালী' ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে এর সবগুলিই আমাদের বেশি রয়েছে।"[১]

এই বিষয়টিকে আর একটু বিস্তারিত বোঝাতে আমরা লেনিনের আর একটি উক্তিকে উদ্ধৃত করতে পারি। তিনি বলেছেন,

"প্রতিটি যুদ্ধে শেষ বিচারে বিজয়ের শর্ত হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁরা রক্ত ঢালেন সেই জনগণের নৈতিক মনোবল……যুদ্ধের লক্ষ্য ও কারণ সম্পর্কে জনগণের এই উপলব্ধির বিরাট তাৎপর্য রয়েছে এবং এটাই যুদ্ধজয়ের গ্যারান্টি।"[২]

যুদ্ধের প্রশ্নে জনগণের ভূমিকাকে পরিপূর্ণ গুরুত্ব দেওয়া একটি মৌলিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতি। কিন্তু অনেক স্বঘোষিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতিটিকে প্রায়ই ভুলে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে যখন পারমাণবিক অস্ত্রের উদ্ভব ঘটল, কিছু কিছু লোক বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। তারা ভাবলো পারমাণবিক বোমাই যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণ করবে। সেই সময়ে কমরেড মাও সেতুং বললেন, "এই কমরেডরা একজন বৃটিশ লর্ডের চাইতেও কম বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে এবং এই কমরেডরা মাউন্টব্যাটেনের চাইতেও অনেক পশ্চাৎপদ।"[৩] "দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মিত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা করেছিলেন যে পারমাণবিক বোমা দূর প্রাচ্য যুদ্ধের অবসান ঘটাবে, এটা বিশ্বাস করার থেকে মারাত্মক ভুল আর কিছুই হতে পারে না।"[৪]

অবশ্য কমরেড মাও সেতুং পারমাণবিক অস্ত্রের ধ্বংস করার ক্ষমতাকে এতটুকু খাটো করে দেখেন নি। তিনি বলেছিলেন, "পারমাণবিক বোমা হচ্ছে গণহত্যার একটি হাতিয়ার।"[৫] চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বরাবরই বলে এসেছে যে পারমাণবিক অস্ত্রসমূহের সংহারক্ষমতা অভূতপূর্ব এবং একটি পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হলে মানবজাতির অভূতপূর্ব বিপর্যয় দেখা দেবে। এই কারণে আমরা পারমাণবিক অস্ত্রের সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণের—অর্থাৎ তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, উৎপাদন করা, মজুত করা ও ব্যবহার করা এবং বর্তমানে যতগলি পারমাণবিক অস্ত্র আছে তাদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলার কথা—

---

(১) লেনিন, "মস্কো পার্টি সপ্তাহের ফলাফল ও আমাদের কর্তব্য," সংগৃহীত বচনাবলী, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, মস্কো খণ্ড ৩০, পৃঃ ৫৫।

(২) লেনিন, "১৯২০ সালের মে মাসে মস্কো প্রস্কি-সিমনোভস্কি জেলার শ্রমিকদের ও লালফৌজের গণসম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা," সংগৃহীত বচনাবলী, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, মস্কো, খণ্ড ৩১, পৃঃ ১১৫।

(৩) মাও সেতুং; "জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে জয়লাভের পর পরিস্থিতি ও আমাদের নীতি", নির্বাচিত বচনাবলী, ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজ প্রেস, পিকিং, ১৯৬১, খণ্ড ৪, পৃঃ ২১।

(৪) ঐ, পৃ. ২৬, নোট ২৭।

(৫) মাও সেতুং; "মার্কিন সাংবাদিক আনা লুইস স্ট্রং এর সঙ্গে কথাবার্তা" নির্বাচিত রচনাবলী, ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজ প্রেস, পিকিং, ১৯৬১, খণ্ড ৪, পৃঃ ১০০।

বরাবরই বলে আসছি। একই সঙ্গে আমরা সব সময় এ কথাও বলে আসছি যে শেষ বিশ্লেষণে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের নিয়ামক নিয়মাবলীকে পরিবর্তন করতে এবং যুদ্ধের ফলাফলকে নির্ধারণ করতে পারে না। এগুলি সাম্রাজ্যবাদকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারে না এবং সমস্ত দেশ ও নিপীড়িত জাতিগুলির শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণকে তাঁদের বিপ্লবে বিজয়লাভ করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না।

১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে স্তালিন বলেছিলেন, "কিছু কিছু রাজনীতিবিদ পারমাণবিক বোমাকে যতটা গুরুতর একটি শক্তি বলে মনে করেন, আমি তা করি না। পারমাণবিক বোমার উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্বলচেতাদের ভয় দেখানো, কিন্তু এর দ্বারা যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিত হতে পারে না, কারণ এর জন্য পারমাণবিক বোমা মোটেই যথেষ্ট নয়। এটা অবশ্যই ঠিক পারমাণবিক বোমার গোপন তথ্য একচেটিয়া অধিকারে থাকায় বিপদের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে অন্তত দুটি প্রতিকার আছেঃ (ক) পারমাণবিক বোমার একচেটিয়া অধিকার দীর্ঘস্থায়ী হবে না, (খ) পারমাণবিক বোমার ব্যবহার নিষিদ্ধ হবে।"[১]

স্তালিনের এই কথাগুলি তার গভীর দূরদৃষ্টির পরিচায়ক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ তারস্বরে একটি সামরিক তত্ত্ব প্রচার করতে থাকে। এই তত্ত্ব অনুসারে বিমানবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব ও ঝটিতি আক্রমণের দ্বারাই দ্রুত বিজয় সম্ভব। এই তত্ত্বের দেউলিয়াপনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলীই প্রমাণ করে দেয়। পারমাণবিক অস্ত্রের আবির্ভাবের পর কিছু সাম্রাজ্যবাদী দেশ এই ধরণেরই একটি তত্ত্ব নিয়ে আবার সোরগোল তুলেছে। তারা জোরের সাথে বলছে পারমাণবিক অস্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধের ফলাফল খুব দ্রুত নির্ধারিত হবে এবং এইভাবে পারমাণবিক 'ব্ল্যাকমেইল' শুরু করেছে। এ তত্ত্বের অসারতাও অবশ্যই প্রমাণিত হবে। কিন্তু আধুনিক সংশোধনবাদীরা, যেমন টিটো-চক্র, সমস্ত দেশের জনগণকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য এই তত্ত্বটিই হৈ চৈ করে প্রচার করছে এবং এইভাবে মার্কিন ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের সেবা করছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক অনুসৃত পারমাণবিক 'ব্ল্যাকমেইলের' এই নীতি একদিকে যেমন দুনিয়াকে শৃঙ্খলিত করে রাখার জন্য তাদের জঘন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করছে, একই সাথে তাদের আতঙ্ককেও সূচিত করছে।

এ কথা নিশ্চয়ই বলা দরকার যে, যদি সাম্রাজ্যবাদীরা পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার শুরু করে, তবে তারা নিজেরাই নিজেদের মর্মান্তিক পরিণতি ডেকে আনবে।

প্রথমতঃ, যদি সাম্রাজ্যবাদীরা অন্যান্য দেশ আক্রমণে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার শুরু করে, তাহলে তারা দুনিয়ায় সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। কারণ, এই ধরণের আক্রমণ হবে

---

(১) মস্কোর "সানডে টাইমস" পত্রিকার সংবাদদাতা মিঃ এ. ওয়ার্থের প্রশ্নের জবাবে স্তালিনের উক্তি। "দি টাইমস্," ২৫ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬।

মানুষের ন্যায়বিচারের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য বৃহত্তম অপরাধ এবং এর ফলে আক্রমণকারীরা সমগ্র মানবজাতির শত্রু বলে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয়তঃ, পারমাণবিক অস্ত্রের সাহায্যে অন্যান্য দেশকে সন্ত্রস্ত করে তোলার সময়ে, সাম্রাজ্যবাদীরা প্রথমে নিজের দেশের জনগণকেই বিপন্ন করে তুলবে এবং পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়ে তাদের সন্ত্রস্ত করে তুলবে। সাম্রাজ্যবাদীদের পারমাণবিক ব্ল্যাকমেইলের নীতি অনুসরণের ফলে তাদের নিজের দেশের জনগণ ক্রমে সজাগ হয়ে উঠবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন। জাপানের ওপর এ্যাটম বোমা যারা ফেলেছিল তাদের মধ্যে একজন মার্কিন বৈমানিক যুদ্ধের পরে সারা দুনিয়ার জনগণের এ্যাটম বোমা ফেলার নিন্দার ফলে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল এবং বহুবার তাকে মানসিক রোগের হাসপাতালে প্রেরণ করতে হয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পারমাণবিক নীতি যে কী পরিমাণে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে, এই একটি দৃষ্টান্তই তার পরিচায়ক।

তৃতীয়তঃ, এলাকা দখলের জন্য, বাজার সম্প্রসারণের জন্য, অন্যান্য দেশের সম্পদ লুণ্ঠন এবং শ্রমজীবি জনগণকে শৃঙ্খলিত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধ বাধায়। পারমাণবিক অস্ত্রের ধ্বংসাত্মক শক্তিই সাম্রাজ্যবাদীদের বাধ্য করবে দুবার চিন্তা করতে; কারণ এই অস্ত্র ব্যবহারের পরিণতি তাদের প্রকৃত স্বার্থ বিরোধী।

চতুর্থতঃ, দীর্ঘকাল হল পারমাণবিক অস্ত্রের গোপন তথ্য আর কারও একচেটিয়া অধিকারে নেই। পারমাণবিক অস্ত্র এবং নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রের অধিকারী দেশগুলি অন্যদের তা অর্জন করতে বাধা দিতে পারে না। পারমাণবিক অস্ত্রের সাহায্যে প্রতিপক্ষকে নির্মূল করার ব্যর্থ আশায়, সাম্রাজ্যবাদীরা আসলে নির্মূল হবার বিপদের মধ্যে নিজেদেরই টেনে আনছে।

সাম্রাজ্যবাদীরা যদি যুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করে তার কয়েকটি অবশ্যম্ভাবী পরিণামের কথা আমরা উপরে আলোচনা করলাম। আমরা যে বরাবরই বলে আসছি পারমাণবিক অস্ত্র শস্ত্র সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধকরণের একটি চুক্তি সম্পাদিত হওয়া সম্ভব, এটি তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

এটাও অবশ্য নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা দরকার যে সাম্রাজ্যবাদীদের এবং বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের অনুসৃত উন্মাদের মত পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের সম্প্রসারণ পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার মধ্যেকার সংকটকেই আরো ঘনীভূত করে তুলছে।

প্রথমতঃ, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে জনগণের উপর অভূতপূর্বভাবে যে সামরিক ব্যয়ভার চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং যেভাবে ক্রমবর্ধমান হারে জাতীয় অর্থনীতির একপেশে সামরিকী-করণ চলছে, তাতে সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলির বিরুদ্ধে ও তাদের অস্ত্র সম্প্রসারণের নীতি ও যুদ্ধ-প্রস্তুতির বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ ক্রমেই বেশি বেশি করে জেগে উঠছে।

দ্বিতীয়তঃ, সাম্রাজ্যবাদীদের অস্ত্র-প্রতিযোগিতা, বিশেষতঃ তাদের পারমাণবিক অস্ত্র-প্রতিযোগিতা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নিজেদের মধ্যেকার এবং প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলির মধ্যেকার সংগ্রামকে ভীষণ তীব্র করে তুলছে।

১৮৭০ এর দশকে এঙ্গেলস এ্যান্টি-ড্যুরিং গ্রন্থে বলেন, "সমরবাদ ইউরোপে আধিপত্য করছে এবং তাকে গ্রাস করছে। কিন্তু এই সমরবাদ নিজের অভ্যন্তরেই নিজের ধ্বংসের বীজ বহন করছে।"[১]

আজকের দিনে এটা মনে করার আরও বেশি কারণ আছে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের অনুসৃত পারমাণবিক অস্ত্র-সম্প্রসারণের নীতি উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপে আধিপত্য করছে এবং তাদের গ্রাস করছে। কিন্তু এই নতুন নীতি, এই নতুন সমরবাদ নিজেব অভ্যন্তরেই সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার ধ্বংসের বীজ বহন করছে।

কাজেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার সাগরেদদের অনুসৃত পারমাণবিক অস্ত্র সম্প্রসারণের নীতি আত্মঘাতী হয়ে উঠতে বাধ্য। যুদ্ধে তারা যদি পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করার ধৃষ্টতা দেখায় তার ফল হিসেবে তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

এ সবের থেকে কী সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে? মানবজাতি "সম্পূর্ণ ধ্বংস" হয়ে যাবে বলে কমরেড তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা যা ঘোষণা করছেন তার বিপরীতে একমাত্র সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত হচ্ছে :

প্রথমত:, মানবজাতি পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস করবে, পারমাণবিক অস্ত্র মানবজাতিকে ধ্বংস করবে না।

দ্বিতীয়তঃ, মানবজাতিই নরখাদক সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করবে, সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা মানবজাতিকে ধ্বংস করতে পারবে না।

তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা মনে করেন পারমাণবিক অস্ত্রের উদ্ভবের ফলে "মানবজাতির ভাগ্য আজ অনিশ্চিত।"[২] তারা মনে করেন যে পারমাণবিক অস্ত্রের অস্তিত্ব ও পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদের ফলে কোন একটি সমাজব্যবস্থা বেছে নেবার কথা বলাটা অর্থহীন হয়ে পড়েছে। এই যুক্তিকে যদি অনুসরণ করা হয়, সমাজবিকাশের সেই নিয়মের কী অবস্থা দাঁড়াবে যে নিয়ম অনুসারে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বদলে গিয়ে অনিবার্যভাবে আসবে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী ব্যবস্থা? আর লেনিন বর্ণিত সেই সত্যেরই বা কি অবস্থা হবে যাতে বলা হয়েছে—সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে পরজীবী, ক্ষয়িষ্ণু এবং মুমূর্ষু পুঁজিবাদ? তাঁদের এই মতবাদ কী সত্যিকার "নিয়তিবাদ", "সন্দেহবাদ" এবং "হতাশাবাদ" নয়?

"লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক্!" প্রবন্ধে আমরা লিখেছিলাম :

"যতদিন পর্যন্ত সমস্ত দেশের জনগণ তাঁদের সজাগতাকে বাড়িয়ে যাবে ও সম্পূর্ণভাবে

---

(১) এঙ্গেলস, 'এ্যান্টি-ড্যুরিং', এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫৯, পৃঃ ২৩৫।
(২) "ইতালির কমিউনিষ্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাব।"

প্রস্তুত থাকবে এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের হাতেও যখন আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র রয়েছে, ততদিন এটা নিশ্চিত যে যদি মার্কিন বা অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীরা পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণের কোন চুক্তিতে আসতে অস্বীকার করে এবং দুনিয়ার জনগণের ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার করে যুদ্ধ শুরু করার সাহস দেখায়, তবে তার ফল হবে শুধুমাত্র এই যে দুনিয়ার জনগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এই দানবগুলিই দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাবে এবং মানব-সমাজ নিশ্চয়ই তথাকথিতভাবে নির্মূল হয়ে যাবে না। আমরা অবিচলভাবে সাম্রাজ্যবাদের অপরাধমূলক যুদ্ধ শুরুর বিরোধিতা করে আসছি, কারণ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বিভিন্ন দেশের জনগণের উপর (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের জনগণ সহ) অভূতপূর্ব ক্ষয়ক্ষতি চাপিয়ে দেবে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা যদি বিভিন্ন দেশের জনগণের উপর এই ধরণের ক্ষয়ক্ষতি চাপিযে দেয়, এটা আমরা বিশ্বাস করি যে, এই ক্ষয়ক্ষতি বৃথা যাবে না, যা রুশ ও চীন বিপ্লবের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসাবশেষের উপর বিজয়ী জনগণ অতি দ্রুত এমন একটি সভ্যতা গড়ে তুলবে যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চেযে হাজারগুণ উন্নততর আর তারা নিজেদের জন্য গড়ে তুলবে সত্যিকারের সুন্দর এক ভবিষ্যৎ।"

এটাই কি সত্য নয়?

যাই হোক, বিগত কয়েক বছর ধরে কিছু স্বঘোষিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এইসব মার্কসবাদী-লেনিনবাদী থিসিসগুলিকে যথেচ্ছ বিকৃত করেছে ও নিন্দা করেছে। তারা একগুঁয়ের মতো সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসকে বর্ণনা করেছে "মানবজাতির ধ্বংস" বলে আর সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার নিয়তিকে মানবজাতির নিয়তির সঙ্গে এক করে দেখিযেছে। প্রকৃতপক্ষে, এই মতবাদ সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থারই সমর্থন করে। যদি এই ব্যক্তিরা কিছু কিছু চিরায়ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সাহিত্য পড়তেন তবে তাদের কাছে এটা পরিষ্কার হতো যে পুরানোর ধ্বংসাবশেষের উপর নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলা মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিন-কর্তৃক ব্যবহৃত একটি সূত্রায়ণ।

'এ্যান্টি-ড্যুরিং'-এ এঙ্গেলস বলেছেন, "বুর্জোয়া-শ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলেছিল এবং তার ধ্বংসাবশেষের উপর পুঁজিবাদী সমাজ গড়ে তুলেছিল......"।[১] এখানে এঙ্গেলস সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষের যে কথা বলেছেন তার অর্থ কি "মানবসমাজের ধ্বংসাবশেষ"?

১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে, "কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেম্ব্লির নির্বাচন ও শ্রমিক-শ্রেণীর এক-নায়কত্ব" প্রবন্ধে লেনিন "পুঁজিবাদের ধ্বংসাবশেষের উপর সমাজতন্ত্র গঠনকারী"[২] শ্রমিক শ্রেণীর কথা বলেছিলেন। এখানে লেনিন যে পুঁজিবাদের ধ্বংসাবশেষের কথা বলেছেন তার অর্থ কি "মানবজাতির ধ্বংসাবশেষ"?

(১) এঙ্গেলস, এ্যান্টি-ড্যুরিং; এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫৯, পৃঃ ৩৬৯।

(২) লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, খণ্ড ৩০, পৃঃ ২৩৮।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা যখন পুরনো সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষের উল্লেখ করেন তখন তাকে "মানব সমাজের ধ্বংসাবশেষ" বলে বর্ণনা করা আসলে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের বদলে চটুল কথার খেলা আমদানি করা। তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা যে অ-"বেসুরো" কথাবার্তা চাইছেন, এই কি তার নমুনা হতে পারে? তাঁরা যে "গ্রহণযোগ্য সুরে" বিতর্ক চালিয়ে যাওয়া দাবী করেছেন—এই কি তার নিদর্শন? বস্তুতপক্ষে, ইতালির ফ্যাসিবাদের পতনের সময় কমরেড তোগলিয়াত্তি নিজেই বলেছিলেন, "আমাদের উপর একটি মহান কর্তব্য ন্যস্ত হয়েছে। ফ্যাসিবাদের ধ্বংসাবশেষের উপর, প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরাচারের ধ্বংসাবশেষের উপর আমাদের এক নতুন ইতালি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।"[১]

সমস্ত দেশের জনগণের উপর গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি এবং কঠিনতম দুর্গতি চাপিয়ে দেওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা যে সব অপরাধমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করে তার সম্ভাবনার কথা প্রতিটি দায়িত্বশীল মার্কসবাদী-লেনিনবাদীকে বিবেচনা করতেই হবে। এই বিবেচনার উদ্দেশ্য হবে জনগণকে জাগিয়ে তোলা, তাদের আরও কার্যকরীভাবে সমাবেশিত ও সংগঠিত করা এবং মুক্তি-সংগ্রামের জন্য সঠিক পথ খুঁজে বার করা। মানবসমাজকে দুর্গতির হাত থেকে উদ্ধার করার পথ, সাম্রাজ্যবাদের হুমকির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শান্তি অর্জনের পথ এবং পারমাণবিক যুদ্ধ প্রতিরোধ করার জন্য একটি কার্যকরী পথ আবিষ্কার করাও এই বিবেচনার লক্ষ্য হবে।

কোন সমাজতান্ত্রিক দেশই যে একটি আগ্রাসী যুদ্ধ শুরু করবে না, তা সকলেরই জানা আছে, এমন কি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলেরাও তা জানে। প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশে জাতীয় প্রতিরক্ষা এমনভাবে গড়ে তোলা হয় যাতে দেশকে বহিরাক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা যায়, এবং কোনক্রমেই অন্যদেশকে আক্রমণ করার মতো করে নয়। যদি আগ্রাসনকারীরা সমাজতান্ত্রিক দেশের উপর একটি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, তাহলে সমাজতান্ত্রিক দেশটি দ্বারা পরিচালিত যুদ্ধটি হবে সর্বোপরি একটি আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধ।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির হাতে পারমাণবিক অস্ত্র থাকার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণতই আত্মরক্ষাত্মক, যাতে একটি পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু করা থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরত রাখা যায়। সুতরাং পারমাণবিক অস্ত্রে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়ে. সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি কখনই সেই অস্ত্রের সাহায্যে অন্য দেশ আক্রমণ করবে না, সেই ধরণের আক্রমণের কথা ভাববে না এবং তা করার কোন প্রয়োজনও তাদের নেই। পারমাণবিক ব্ল্যাকমেইলের নীতির বিরোধী অবস্থানে দৃঢ়ভাবে থেকে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি পারমাণবিক অস্ত্র সমূহের সার্বিক নিষিদ্ধকরণ ও ধ্বংসের পক্ষে দাঁড়ায়। পারমাণবিক অস্ত্রের প্রশ্নে গণতান্ত্রিক চীনা কমিউনিস্ট পার্টির এই হচ্ছে মনোভাব, লাইন ও নীতি। সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদেরই এই হচ্ছে মনোভাব, লাইন ও নীতি। এই প্রশ্নে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী, লাইন ও নীতিকে আধুনিক সংশোধনবাদীরা ইচ্ছে করে বিকৃত করছে এবং হীন ও জঘন্য কুৎসা ও মিথ্যার জাল বুনছে। এদের উদ্দেশ্য

---

(১) ১৯৫০ সালের মে মাসে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত "ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি" থেকে উদ্ধৃত।

হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের পারমাণবিক "ব্ল্যাকমেইলকে" আড়াল করে রাখা এবং পারমাণবিক অস্ত্র-শস্ত্রের প্রশ্নে নিজেদের হঠকারিতা এবং আত্মসমর্পণবাদকে গোপন করে যাওয়া। এটা বিশেষ করে খেয়াল করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে এই প্রশ্নে হঠকারিতা এবং আত্মসমর্পণবাদ অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং নিকৃষ্টতম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক।

একটি অদ্ভুত সূত্রায়ণ

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি মুক্তি সংগ্রামে রত সমস্ত নিপীড়িত জনগণ ও জাতিগুলিকে সহানুভূতি জানায় ও সমর্থন দেয়। কিন্তু অন্যান্য দেশের জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের বিকল্প হিসেবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি কখনই বহিরাক্রমণ শুরু করবে না। প্রতিটি দেশের জনগণের মুক্তি তাদের নিজেদের কাজ। মার্কসের সময় থেকেই, রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন কমিউনিস্টরা সহ সকল খাঁটি কমিউনিস্টরাই এই নীতিটি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে আসছেন। "বিপ্লব রপ্তানি করা যায় না, আমদানীও করা যায় না"—সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কর্তৃক অবিচলভাবে প্রচারিত এই উক্তিটির সঙ্গে ঐ নীতি অভিন্ন।

কোন দেশের জনগণ যদি বিপ্লব না চান, কেউই বাইরে থেকে তা তাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারে না। যেখানে কোন বিপ্লবী সংকট নেই এবং বিপ্লবের জন্য পরিস্থিতি পরিপক্ক হয় নি, সেখানে কেউই বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে না। আবার এটাও অবশ্য ঠিক যে যদি কোন দেশের জনগণ বিপ্লব চান এবং নিজেরাই সেটা শুরু করে দেন, কেউই তাঁদের সেই কাজ থেকে বিরত করতে পারবে না; ঠিক যেমন কিউবা, আলজেরিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবকে কেউই ঠেকাতে পারে নি।

তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা বলেন, শান্তিপূর্ণ-সহ-অবস্থানের অর্থ "প্রতিবিপ্লব বা বিপ্লবকে রপ্তানি করার জন্য বিদেশী হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাকে……বাতিল করা।"[১] আমরা জিজ্ঞাসা করি আপনারা যখন বিদেশের দ্বারা "বিপ্লব রপ্তানির" কথা বলেন, তখন কি আপনারা এই কথা বলতে চান যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বিপ্লব রপ্তানি করতে চায়? ঠিক এই অভিযোগটিই সাম্রাজ্যবাদীরা এবং প্রতিক্রিয়াশীলেরা বরাবর তুলে আসছে। কোন কমিউনিস্টের কি এই ভাষায় কথা বলা উচিত? আর যদি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কথা বলেন, তবে চিরকালই তারা প্রতিবিপ্লব রপ্তানি করে আসছে। একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের নাম কি কেউ করতে পারে যে এই কর্মটি করে নি? আমরা কি ভুলতে পারি যে সাম্রাজ্যবাদীরা মহান অক্টোবর বিপ্লব ও চীন বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করেছিল? কেউ কি অস্বীকার করতে পারে যে আজও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের ভূখণ্ড তাইওয়ানকে জবরদখল করে রেখেছে? কেউ কি অস্বীকার করতে পারে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা কিউবার

(১) "ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের থিসিস সমূহ।"

বিপ্লবে অনবরত হস্তক্ষেপ করে এসেছে ? মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কি আন্তর্জাতিক ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনীব কাজ করে আসছে না এবং পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিবিপ্লব রপ্তানি করার জন্য এবং পুঁজিবাদী দুনিয়ায় অন্যান্য দেশগুলির আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য কি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে না ?

সমাজব্যবস্থা প্রকৃতিগতভাবে পৃথক এইরূপ দুটি দেশকে কমরেড তোগলিয়াত্তি এবং অন্যান্য কমরেডরা তফাৎ করেন না ; "বিপ্লব আমদানি বা রপ্তানি করা যায় না"—এই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতকে তাঁরা বোঝেন না ; সাম্রাজ্যবাদীরা বরাবরই প্রতিবিপ্লব রপ্তানি করে আসছে—এই ঘটনাটি তাঁরা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের কথা বলতে গিয়ে উপেক্ষা করে আসছেন এবং একই সাথে "প্রতিবিপ্লব রপ্তানি" ও "বিপ্লব রপ্তানির" কথা বলছেন। এই অদ্ভুত সূত্রায়ণকে একটি নীতিগত ভ্রান্তি ছাড়া আব কিছুই বলা যায় না।

যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে চীনা কমিউনিস্টদের মূল থিসিস্-সমূহ

যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে চীনা কমিউনিস্টরা ববাবরই লেনিনের মতকেই ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে এবং এখনও তুলে ধরছে।

আগে যে উদ্ধৃতিগুলি দেওযা হয়েছে তাতে লেনিন বলেছেন যে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিগুলি "অকুণ্ঠভাবে যুদ্ধের নিন্দা করে" এবং "জনগণের মধ্যেকার যুদ্ধকে চিরকাল নিন্দা করে এসেছে"। কিন্তু লেনিন সব সময়ে বলে এসেছেন যে অন্যায় যুদ্ধের অবশ্যই বিরোধিতা করতে হবে এবং ন্যায় যুদ্ধকে অবশ্যই সমর্থন করতে হবে। তিনি কখনও নির্বিচারে সব যুদ্ধের বিরোধিতা করেন নি। আজকাল কিছু লোক দেখা যাচ্ছে যারা নির্লজ্জের মতো নিজেদের লেনিনের সঙ্গে তুলনা করে এবং ঘোষণা করে যে তারা যেভাবে যুদ্ধের বিরোধিতা করে ঠিক সেই ভাবেই লেনিন, কার্ল লিবনেখ্‌ট্‌ ও রোজা লুক্সেমবার্গ যুদ্ধের বিরোধিতা করতেন। যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে লেনিনের তত্ত্ব ও নীতিকে তারা দুর্বল করে তুলেছে। এটা প্রায় সকলেরই জানা যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে লেনিন দৃঢ়ভাবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি এও বলেছেন যে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধ যখন একবার বেধেই গেছে, তখন এই সব দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতী জনগণেব উচিত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে তাদের নিজেদের দেশের অভ্যন্তরে ন্যায়সঙ্গত বিপ্লবী যুদ্ধে পরিণত করা, অর্থাৎ নিজেদের দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধেই শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতী জনগণের ন্যায়সঙ্গত বিপ্লবী যুদ্ধে পরিণত করা। অক্টোবর বিপ্লব শুরু হয়ে যাবার পরের দিনই লেনিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত "শ্রমিক ও সৈন্যদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির দ্বিতীয় নিখিল রুশ-কংগ্রেসে" বিখ্যাত "শান্তি-সম্পর্কিত হুকুমনামা" গৃহীত হয়। এই হুকুমনামাটি ছিল আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর কাছে, বিশেষতঃ বৃটেন, ফ্রান্স ও

জার্মানির শ্রেণীসচেতন শ্রমিকদের কাছে একটি আবেদন এই বিশ্বাসে আবেদনটি করা হয় যে "যুদ্ধের ভয়াবহতা ও তার পরিণাম থেকে মানবসমাজকে রক্ষা করার যে দায়িত্বের মুখোমুখি তাঁরা দাঁড়িয়েছেন তা তারা বুঝতেন এবং ব্যাপক, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও অসম্ভব রকমের প্রাণবন্ত কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে শান্তির জন্য সংগ্রামের সার্থক পরিসমাপ্তি ঘটাতে আমাদের সাহায্য করবেন এবং সব রকম দাসত্ব ও সবরকম শোষণের হাত থেকে জনগণের মেহনতী ও শোষিত অংশকে মুক্ত করতে তারা আমাদের সাহায্য করবেন।"[১] এই হুকুমনামায় বলা হয়েছে যে সোভিয়েত সরকার "মনে করে যে শক্তিশালী ও ধনী দেশগুলি তাদের দ্বারা বিজিত দুর্বল জাতিসত্ত্বাগুলিকে কীভাবে নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে নেবে এই প্রশ্নে যে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে সেটি হচ্ছে মানবজাতির বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধ। উল্লেখিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে—যা ব্যতিক্রমহীনভাবে সমস্ত জাতিসত্ত্বার ক্ষেত্রে সমানভাবে ন্যায়সঙ্গত—এই যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য শান্তিচুক্তিতে এই মুহূর্তে স্বাক্ষরদানে সোভিয়েত সরকার যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাও এই হুকুমনামা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছে।"[২] লেনিন প্রস্তাবিত এই হুকুমনামা সর্বহারার বিপ্লবের ইতিহাসে এক মহান দলিল হয়ে আছে। তবু আজকাল কিছু কিছু লোক দেখা যাচ্ছে যারা একে বিকৃত ও বিকলাঙ্গ করার সাহস দেখাচ্ছে। পৃথিবীকে পুনর্বিভাজন করার জন্য এবং দুর্বল জাতিগুলিকে নিপীড়ন করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা যে যুদ্ধ চালায় তা হচ্ছে মানবজাতির বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধ—লেনিনের এই বর্ণনাকে তারা বিকৃত করছে এবং পরিকল্পিতভাবে তাকে দুমড়ে মুচড়ে দাঁড় করিয়েছে এই উক্তিতে—"যুদ্ধ হচ্ছে মানবজাতির বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধ।" মহান সর্বহারা বিপ্লবী, মহান মার্কসবাদী লেনিনকে এরা চিত্রিত করছে একজন বুর্জোয়া শান্তিবাদী হিসেবে। নির্লজ্জের মতো এরা বিকৃত করছে লেনিনকে, লেনিনবাদকে, ইতিহাসকে, অথচ আনাড়ির মতো ঘোষণা করছে যে অন্যরা "বিপ্লবী সংগ্রামের মার্কসবাদী নীতির সারবস্তু বুঝতে পারে না।" এই ধরণের যুক্তি কি আজগুবি নয়?

আধুনিক সংশোধনবাদীরা আমাদের অর্থাৎ চীনা কমিউনিস্টদের নিন্দা করছে, কারণ লেনিনবাদকে বিকৃত করার জন্য যে সব হাস্যকর যুক্তির অবতারণা করা হচ্ছে আমরা তার বিরোধিতা করছি এবং যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে লেনিনের মতবাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উপর আমরা জোর দিয়েছি।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা মনে করেন যে বিশ্বশান্তিকে রক্ষা করার জন্য এবং একটি নতুন বিশ্বযুদ্ধ ঠেকাবার জন্য আমাদের নির্ভর করতে হবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ঐক্য ও ক্রমবর্ধমান শক্তির উপর, নিপীড়িত জাতি ও জনগণের সংগ্রামের উপর, আন্তর্জাতিক সর্বহারার সংগ্রামের উপর এবং দুনিয়ার সমস্ত শান্তিকামী দেশ ও জনগণের উপর। সারা

(১) *লেনিন, "শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত-সমূহের দ্বিতীয় নিখিল রুশ কংগ্রেস,"* নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫১, খণ্ড ২, ১ম অংশ, পৃ: ৩১১।

(২) ঐ, পৃ: ৩২৯।

দুনিয়ার জনগণের জন্য বিশ্ব-শান্তি রক্ষার এই হচ্ছে সঠিক লাইন, যে লাইন যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে লেনিনের তত্ত্বের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিসম্পন্ন। কিছু কিছু ব্যক্তি বিদ্বেষের সঙ্গে এই লাইনকে বিকৃত করছে এবং এরা বলছে যে "এটি এমন একটি 'তত্ত্ব' যার বক্তব্য হচ্ছে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ, ধ্বংস, রক্তপাত এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই সমাজতন্ত্রের জয়ের পথ গিয়েছে।" সমগ্র বিশ্বের জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের বিপরীতে তারা বিশ্বশান্তি রক্ষাকে দাঁড় করাচ্ছে এবং মনে করছে যে শান্তি অর্জনের জন্য দুনিয়ার জনগণকে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে নতজানু হতে হবে এবং নিপীড়িত জাতি ও জনগণকে তাঁদের মুক্তিসংগ্রাম ত্যাগ করতে হবে। বিশ্বের শান্তিকামী শক্তিগুলির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের উপর নির্ভর করে বিশ্বশান্তির জন্য লড়াই করার বদলে এই সব ব্যক্তিরা যা করছে তা আসলে হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে বিশ্ব-শান্তি একটি উপহার হিসাবে ভিক্ষা চাওয়া। এই তথাকথিত তত্ত্ব, তাদের এই লাইন হচ্ছে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, এটি লেনিনবাদ বিরোধী।

যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে চীনা কমিউনিস্টদের মূল দৃষ্টিভঙ্গী ও এই প্রশ্নে তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডদের সাথে আমাদের মতপার্থক্য ১৯৬২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর প্রকাশিত রেনমিন রিবাও-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। সেই সম্পাদকীয়তে আমরা বলেছিলাম:

......বিশ্বযুদ্ধ কীভাবে এড়ানো যায় ও বিশ্বশান্তি কীভাবে রক্ষা করা যায় এই প্রশ্নে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি অবিচলভাবে বলে আসছে যে তা সম্ভব দৃঢ়ভাবে সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উদঘাটন করে, সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে শক্তিশালী করে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানিয়ে, সমস্ত শান্তিকামী দেশ ও জনগণের ব্যাপকতম মোর্চা গড়ে তুলে; আর একই সঙ্গে শত্রুর মধ্যেকার দ্বন্দ্বের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে এবং আলাপ-আলোচনা ও তারই সঙ্গে সংগ্রামের অন্যান্য পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে। আমাদের এই নীতির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বযুদ্ধকে কার্যকরীভাবে প্রতিরোধ করা এবং বিশ্বশান্তিকে রক্ষা করা। এই নীতি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে, মস্কো ঘোষণার সঙ্গে এবং মস্কো বিবৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। বিশ্বযুদ্ধ ঠেকানোর জন্য ও বিশ্বশান্তি রক্ষা করার জন্য এই নীতিটিই হচ্ছে নির্ভুল। এই সঠিক নীতিটি আমরা অবিচলভাবে অনুসরণ করে আসছি, কারণ আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে উপরি-উক্ত শক্তিগুলির সম্মিলিত ক্ষমতার উপর নির্ভর করে বিশ্বযুদ্ধকে প্রতিরোধ করা সম্ভব। কী করে বলা হয় যে এই নীতির অর্থ হচ্ছে বিশ্বযুদ্ধকে ঠেকাবার সম্ভাবনায় বিশ্বাসের অভাব? কী করেই বা একে "যুদ্ধবাজ" নীতি বলা যেতে পারে? যারা চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে আক্রমণ করছে তাদের অনুসৃত পথ অনুযায়ী আপনি যদি সাম্রাজ্যবাদকে মহিমান্বিত করে চিত্রিত করেন, সাম্রাজ্যবাদের উপর শান্তির আশা-ভরসাকে স্থাপিত করেন, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের ব্যাপারে আপনি যদি নিস্পৃহতা বা বিরোধিতার মনোভাব

গ্রহণ করেন এবং সাম্রাজ্যবাদের কাছে আপনি যদি নতমস্তক হন বা আত্মসমর্পণ করেন তবে সোজা কথায় তার ফল হবে এক ধরণের ভুয়া শান্তি অথবা সমগ্র দুনিয়ার জনগণের উপর চাপানো এক প্রকৃত যুদ্ধ। এই নীতি ভ্রান্ত এবং সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর, সমস্ত বিপ্লবী জনগণের এবং সমস্ত শান্তিকামী মানুষের উচিত একে দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করা।

এইবার যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে আমাদের মূল থিসিসগুলি পুনরায় বিবৃত করা যাক ঃ

প্রথমত ঃ আমরা বরাবরই মনে করে আসছি যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে যুদ্ধ ও আগ্রাসনের শক্তিগুলি একটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য জোরালো প্রস্তুতি নিচ্ছে, এবং যুদ্ধের বিপদ রয়ে গেছে। কিন্তু মোটামুটি বিগত দশ বছরে পৃথিবীর শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়ে ক্রমেই বেশি বেশি করে সমাজতন্ত্রের, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের, জনগণের গণতন্ত্রের ও বিশ্ব-শান্তি রক্ষার পক্ষে এসেছে। জনগণই নির্ধারক শক্তি। সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলরা বিচ্ছিন্ন। জনগণের ঐক্য ও সংগ্রামের উপর নির্ভর করে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও বিভিন্ন দেশের সর্বহারার পার্টিগুলির সঠিক নীতির উপর নির্ভর করে একটি নতুন বিশ্বযুদ্ধ ঠেকানো সম্ভব, পারমাণবিক যুদ্ধও ঠেকানো সম্ভব এবং পারমাণবিক অস্ত্র-শস্ত্রের সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণের একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়াও সম্ভব।

দ্বিতীয়ত ঃ বিশ্বশান্তি রক্ষায়, নতুন একটি বিশ্বযুদ্ধ প্রতিরোধে ও পারমাণবিক যুদ্ধ প্রতিরোধে যদি দুনিয়ার জনগণ সাফল্যলাভ করতে ইচ্ছুক হন, তবে তাঁদের পরস্পরকে সমর্থন জানাতে হবে, সম্ভাব্য ব্যাপকতম ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়তে হবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ সহ ঐক্যবদ্ধ করা যায় এমন সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে যাতে মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে যুদ্ধ ও আগ্রাসনের নীতিগুলির বিরোধিতা করা যায়।

তৃতীয়ত ঃ ভিন্ন সমাজব্যবস্থার দেশগুলির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা ও সমতার ভিত্তিতে তাদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাবার নীতিতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বিশ্বাস করে এবং তা কঠোরভাবে মেনে চলে। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি অনুসরণ করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিরোধের মীমাংসায় বলপ্রয়োগের বিরোধিতা করে এবং অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না। কিছু কিছু লোক বলে থাকে যে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের ফলে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলির সমাজ-ব্যবস্থাতেই পরিবর্তন আসবে এবং এটাই হচ্ছে "সেই পথ যা বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রে পৌঁছে দেবে।"[১] আবার কেউ বা বলে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি হচ্ছে সকল নিপীড়িত জাতি ও জনগণের পক্ষে "সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ও জনগণের

(১) টেডর ঝিকভ, "শান্তি : আজকের মূল সমস্যা," ওয়ার্লড মার্কিস্ট রিভিউ, ৮নং, ১৯৬০।

মুক্তির সব চাইতে অগ্রসর রূপ।"[১] বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা বিশিষ্ট দেশগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রেণী-সংগ্রাম, মুক্তির জন্য নিপীড়িত জাতিগুলির সংগ্রাম এই সবগুলি প্রশ্নকে একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে এরা লেনিনের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতিকে সম্পূর্ণভাবে বিকৃত করেছে।

চতুর্থতঃ সমাজতান্ত্রিক দেশের উপর সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিপদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত তীব্র সজাগ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজনীয়তায় আমরা সব সময়ই বিশ্বাস করে এসেছি। আবার এও আমরা সব সময় বিশ্বাস করেছি যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু বিষয় সহ অনেক বিষয়েই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে এবং তাদের সঙ্গে প্রয়োজনমাফিক সমঝোতা করতে পারে। কমরেড মাও সেতুং যেমন বলেছেন ঃ

"এই ধরণের সমঝোতার অর্থ এই নয় যে পুঁজিবাদী দেশগুলির জনগণও তা অনুসরণ করবে এবং তৎক্ষণাৎ আপোষ করবে। ঐ সব দেশের জনগণ বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকবেন।"[২]

পঞ্চমত ঃ বস্তুগতভাবেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব রয়েছে এবং এগুলি অমীমাংসেয়। সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও শিবিরগুলির মধ্যে নানা ধরণের সংঘর্ষ, বড় বা ছোট, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, এক রূপে বা অন্য রূপে, ঘটতে বাধ্য। সাম্রাজ্যবাদীদের প্রকৃত স্বার্থ থেকে এগুলির উদ্ভব এবং সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির দ্বারাই এগুলি নির্ধারিত। নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রকৃত স্বার্থ থেকে উদ্ভূত পারস্পরিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা দূর হয়ে গেছে বলার অর্থ এই বলা যে—সাম্রাজ্যবাদের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে—যা বলার মানেই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদকে সুন্দর করে দেখানো।

ষষ্ঠত ঃ যেহেতু পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদ এবং শোষণব্যবস্থা হচ্ছে যুদ্ধের উৎস, তাই কেউ গ্যারাণ্টি দিতে পারে না যে নিপীড়িত জাতিগুলির বিরুদ্ধে এরা আগ্রাসন চালাবে না বা নিজদেশের নিপীড়িত জনগণের বিরুদ্ধে এরা যুদ্ধ শুরু করবে না। অন্য দিকে, জেগে ওঠা নিপীড়িত জাতি ও জনগণকেও কেউ বিপ্লবী যুদ্ধ চালানো থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না।

সপ্তমতঃ "যুদ্ধ হচ্ছে অন্য উপায়ে রাজনীতির ধারাবাহিকতা", এই স্বতঃসিদ্ধটি যা লেনিন সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন ও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, তা আজও বলবৎ রয়েছে। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সমাজব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সমাজব্যবস্থা থেকে মৌলিকভাবে পৃথক এবং এদের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিগুলিও একইভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নীতি থেকে মৌলিকভাবে পৃথক। এখান থেকেই এ কথা আসে

(১) "চীনা কমিউনিস্টদের ভিত্তিহীন বিতর্ক", লুনিতা, ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬২।

(২) মাও সেতুং, "বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মূল্যায়নে কয়েকটি বিষয়", নির্বাচিত রচনাবলী, ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজ প্রেস, পিকিং, ১৯৬১, খণ্ড ৪, পৃ. ৮৭।

যে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নেও পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি মূলগতভাবে পৃথক অবস্থান গ্রহণ করবে। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি সম্পর্কে বলা যায় যে তারা যুদ্ধই শুরু করুক বা শান্তির কথাই বলুক, তাদের লক্ষ্যই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে রক্ষা করা ও বজায় রাখা। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের শান্তিকালীন নীতির ধারাবাহিকতা, এবং সাম্রাজ্যবাদী শান্তি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধনীতিরই ধারাবাহিকতা। বুর্জোয়া শান্তিবাদী ও সুবিধাবাদীরা এই বিষয়টিকে চিরকাল অস্বীকার করে এসেছে। লেনিন যেমন বলেছেন—"এই দুই রঙ্‌বিশিষ্ট শান্তিবাদীরা কেউই বুঝতে পারেনি যে 'যুদ্ধ হচ্ছে শান্তির নীতিরই ধারাবাহিকতা আর শান্তি হচ্ছে যুদ্ধের নীতিরই ধারাবাহিকতা'।"[১]

অষ্টমতঃ মানবজাতির চিরস্থায়ী শান্তির যুগ আসবে, সকল যুদ্ধের অবসান ঘটবে এমন যুগ আসবে। সেই যুগের আগমনের জন্যই আমাদের প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু মানবজাতি যখন পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে নির্মূল করবে তারপরেই সেই মহান যুগের আবির্ভাব সম্ভব, তার আগে কখনই নয়। মস্কো ঘোষণায় যেমন বলা হয়েছে, **"পৃথিবীব্যাপী সমাজতন্ত্রের বিজয় সমস্ত যুদ্ধের সামাজিক ও জাতীয় কারণগুলিকে দূর করবে।"**

এগুলিই হচ্ছে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে আমাদের মূল থিসিস।

আমাদের এই থিসিসগুলি আহরিত হয়েছে ইতিহাসের মার্কসীয় বস্তুবাদী ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্লেষণ থেকেই—যা বিশ্লেষণ করেছে পৃথিবীতে বস্তুগতভাবে বিদ্যমান অসংখ্য ঘটনাবলীকে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে অত্যন্ত জটিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলিকে এবং মহান অক্টোবর বিপ্লব দ্বারা আরব্ধ পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের এক নতুন বিশ্বযুগের সুনির্দিষ্ট অবস্থাগুলিকে। তত্ত্বগতভাবে এই থিসিসগুলি সঠিক; উপরন্তু অনুশীলনের ক্ষেত্রেও বার বার পরীক্ষিত। যেহেতু আধুনিক সংশোধনবাদীরা ও তাদের অনুচরেরা কোন ভাবেই এই থিসিসগুলিকে অপ্রমাণ করতে পারছে না, তাই সত্যকে ধূলিসাৎ করার প্রচেষ্টায় তারা অবাধে আশ্রয় নিয়েছে বিকৃতিকরণের ও মিথ্যার।

কিন্তু সত্যকে কি কখনো ধূলিসাৎ করা যায়? বরং এটাই কী বলা যেতে পারে না যে যারা এই ধরণের চেষ্টা চালাচ্ছে তারা নিজেরাই, আজ হোক বা কাল হোক, সত্যের দ্বারা বিধ্বস্ত হবে?

বর্তমান কালে কিছু স্ব-ঘোষিত "সৃজনশীল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী" দেখা যাচ্ছে যারা বিশ্বাস করে বিশ্ব-ইতিহাস চলছে তাদের ছড়ির নির্দেশে, সমাজের বস্তুগত নিয়ম অনুসারে

---

(১) লেনিন, "বুর্জোয়া শান্তিবাদ এবং সামাজিক শান্তিবাদ", নির্বাচিত রচনাবলী, ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৩, খণ্ড ৫, পৃ: ২৬২।

নয়। এটা আমাদের মনে করিয়ে দেয় 'মেটিরিয়ালিজম্ এ্যাণ্ড এম্পিরিও ক্রিটিসিজম্' গ্রন্থে লেনিন কর্তৃক উদ্ধৃত বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক দিদেরোর এই কথাগুলি .

"এমন এক পাগলামির মুহূর্ত এসেছিল যখন চেতনা বিশিষ্ট পিয়ানোটি ভেবেছিল, সে-ই দুনিয়ার একমাত্র পিয়ানো এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল সুর শুধু তারই মধ্যে বেজে চলেছে।"[১]

যে সব ঐতিহাসিক ভাববাদীরা ভাবছে যে তারাই সব এবং তাদের আত্মগত চিন্তার মধ্যেই সব কিছু বিবৃত হয়ে রয়েছে, তারা যেন এই উদ্ধৃতিটি একটু যত্নসহকারে ভেবে দেখে।

(১) লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৬২, খণ্ড ১৪, পৃ: ৩৮।

পঞ্চম অধ্যায়

রাষ্ট্র ও বিপ্লব

কমরেড তোগলিয়াত্তির "কাঠামোগত সংস্কারের তত্ত্বের" "ইতিবাচক অবদান" কী?

তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কিছু কমরেড তাদের "কাঠামোগত সংস্কারের" "মৌলিক লাইনটি"কে "সমগ্র আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাধারণ লাইন"[১] হিসাবে বর্ণনা করেন। তাঁরা তাঁদের কাঠামোগত সংস্কারের থিসিসটিকে বলেন "বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমিক শ্রেণী এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিশ্ব-রণনীতির এক মৌলিক দিশা"।[২]

মনে হচ্ছে তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা এই "ইতালীয় পথ" শুধুমাত্র ইতালির শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতী জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছেন না, বরং সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ার জনগণের উপরই চাপিয়ে দিতে চাইছেন। কারণ তাঁরা মনে করেন যে তাঁদের প্রস্তাবিত ইতালীয় পথ আজকের দিনে সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ার পক্ষেই "সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাবার পথ" এবং স্পষ্টতই এক এবং অদ্বিতীয় পথ। কমরেড তোগলিয়াত্তি এবং অপর কিছু ইতালীয় কমরেডরা নিজেদের সম্পর্কে অসাধারণ উচ্চধারণা পোষণ করেন।

বিষয়টিকে পরিষ্কার করার জন্য তাঁদের প্রস্তাবিত ইতালীয় পথ ও কাঠামোগত সংস্কারের মূল বিষয়বস্তুগুলির সঙ্গে প্রথমে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

১। বুর্জোয়া একনায়কত্বের রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস করতে হবে এবং সর্বহারা একনায়কত্বের রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই সবচেয়ে মৌলিক তত্ত্ব কি এখনও পুরোপুরি কার্যকরী? তাদের অভিমত—এটা "আলোচনার একটি বিষয়।"[৩] তারা বলেন, "পৃথিবীতে যেসব পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং যে সব পরিবর্তন এখনও ঘটতে চলেছে, সে সব বিবেচনা করে এই অবস্থানের কিছুটা যে সংশোধন করা আমাদের উচিত তা দেখাই যাচ্ছে।"[৩]

---

(১) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে তোগলিয়াত্তির সমাপ্তি ভাষণ।

(২) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৬২ সালের এপ্রিল অধিবেশনে তোগলিয়াত্তির ভাষণ।

(৩) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির ১৯৫৬ সালের জুন অধিবেশনে "সমাজতন্ত্রের জন্য ইতালীয় পন্থা" সম্বন্ধে তোগলিয়াত্তির রিপোর্ট।

২। "রাশিয়ায় যা করতে হয়েছিল ইতালীয় শ্রমিকদের তাই করতে হবে এই প্রশ্ন আজ তাদের সামনে উঠতে পারে না।"[১] কমরেড তোগলিয়াত্তি ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে এই অভিমত প্রকাশ করেন এবং ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগেসে তার রিপোর্টে তিনি "কর্মসূচী আকারে" এই অভিমত পুনরায় ব্যক্ত করেন।

৩। ইতালীয় শ্রমিকশ্রেণী "সাংবিধানিক ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার মধ্যেই নিজেদের শাসকশ্রেণী হিসেবে সংগঠিত করতে পারে।"[২]

৪। ইতালীয় সংবিধান "মেহনতী শক্তিগুলির জন্য নতুন এবং সম্মানজনক অবস্থান নির্দিষ্ট করেছে" এবং "কাঠামোগত পরিবর্তন সাধনের জন্য অনুমতি ও সুযোগ দিয়েছে।"[৩] "ইতালীয় গণতন্ত্রকে নতুন সমাজতান্ত্রিক চেহারা দেওয়ার সংগ্রামকে বিকশিত করার বিরাট সুযোগ আমাদের সংবিধানে আছে।"[৩]

৫। "......গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের জন্য আইনী মাধ্যমগুলিকে এবং পার্লামেন্টকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর সম্ভাবনার কথা আমরা বলতে পারি......"[৪] "কেবলমাত্র আইন প্রণয়নের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য নয়, প্রয়োগক্ষমতার কার্যাবলী পরিচালনার ও নিয়ন্ত্রণের কর্তব্যগুলি সম্পাদনের জন্যও পার্লামেন্টের হাতে পুরো ক্ষমতা দেওয়া উচিত......"[৩] এবং তারা "অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের ক্ষমতা সক্রিয়ভাবে প্রসারিত করার"[৫] জন্য দাবী তোলার কথা বলেন।

৬। "......সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসরমান নতুন গণতান্ত্রিক শাসন গড়ে তোলার কাজ এক নতুন ঐতিহাসিক গ্রুপ গঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজের কাঠামো পরিবর্তনের জন্য লড়াই চালাবে এবং মানসিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের ধারকবাহক হবে।"

৭। "..... যতদিন পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণী এবং তার মিত্ররা ক্ষমতা লাভ না করে, ততদিন পর্যন্ত ইতালীয় সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া এবং ভারবহুল কাঠামোর ধ্বংস সাধনের ও গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ধারণা অনুসারে ঐ সবের রূপান্তর ঘটানোর কাজ শুরু করা স্থগিত রাখা যেতে পারে না এবং তা উচিতও হবে না ..."।[৬]

(১) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে তোগলিয়াত্তির রিপোর্ট।

(২) ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে গৃহীত "ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীগত ঘোষণার জন্য প্রাথমিক বিষয়বস্তু"।

(৩) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের থিসিস্।

(৪) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসের অধিবেশনে তোগলিয়াত্তির রিপোর্ট।

(৫) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত রাজনৈতিক থিসিস।

(৬) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে ঘোষণার প্রাথমিক বিষয়বস্তু।

৮। রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনীতিতে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি ইতালিতে "একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে"[১] দাঁড়াতে পারে, "সর্বসাধারণের জনপ্রিয় অভিব্যক্তি"[২] হতে পারে এবং "একচেটিয়া ব্যবস্থা বিকাশের বিরুদ্ধে আরও বেশী কার্যকরী হাতিয়ারে"[৩] পরিণত হতে পারে। "প্রধান প্রধান উৎপাদিকা শক্তিগুলির উপর থেকে একচেটিয়া মালিকানা বরবাদ ও উৎখাত করা এবং জাতীয়করণের মাধ্যমে . ...তা যৌথ মালিকানায় রূপান্তরিত করা"[৪] সম্ভব।

৯। অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ "অর্থনীতির গণতান্ত্রিক বিকাশের প্রয়োজন মেটাতে"[৫] পারে এবং "বৃহৎ পুঁজির ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বৃহৎ একচেটিয়া গ্রুপগুলির কর্তৃত্বকে আঘাত হানার, নিয়ন্ত্রণ করার এবং ভেঙ্গে দেবার হাতিয়ার হিসেবে'[৬] পরিবর্তিত হতে পারে।

১০। "সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসূচক বলে একদা বিবেচিত অর্থনীতির পরিকল্পনা ও কর্মসূচী রূপায়ণের ধারণা"[৪] ধনতন্ত্র ও বুর্জোয়া একনায়কত্বের অধীনে থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে। শ্রমিকশ্রেণী তার আদর্শের লক্ষ্য ও স্বাধিকার পূর্ণভাবে আদায়ের জন্য "পরিকল্পনা নীতির প্রণয়ন ও কার্যকরী করার কাজে নিজ ঐক্যে বলীয়ান হয়ে অংশগ্রহণ করে"[৭] পরিকল্পনা নীতিকে "জনসাধারণের ও জাতীয় যৌথ চাহিদা মেটাবার হাতিয়ারে"[৭] পরিণত করতে পারে।

ইতালীয় পন্থা এবং তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডদের কাঠামোগত সংস্কার সংক্ষেপে দাঁড়ায়—রাজনৈতিক ভাবে বুর্জোয়া একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত রেখেই "রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ভারসাম্য ও কাঠামোকে ক্রমশঃ পরিবর্তন করা" এবং এইভাবে বুর্জোয়া গণতন্ত্র, সংবিধান ও পার্লামেন্টের "বৈধ" উপায়গুলির মাধ্যমে "নতুন শ্রেণীগুলির উত্থানকে রাষ্ট্রের নেতৃত্বে জোর করে বসিয়ে দেওয়া"[৫] ("নতুন শ্রেণীগুলি" বলতে কী বোঝায় তার ব্যাখ্যা সবসময়েই

---

(১) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৬২ সালে এপ্রিল অধিবেশনে তোগলিয়াত্তির ভাষণ।

(২) ১৯৬২ সালের ১৯শে মে রিনাস্‌সিতায় প্রকাশিত "ইহা কি কাঠামোগত বা উপরিকাঠামোগত প্রশ্ন ?" শীর্ষক এ. পেসেন্তির প্রবন্ধ।

(৩) ১৯৬২ সালের ৯ই জুন রিনাস্‌সিতায় প্রকাশিত "রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ রূপ" শীর্ষক এ. পেসেন্তির প্রবন্ধ।

(৪) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী ঘোষণার প্রাথমিক বিষয়বস্তু।

(৫) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৬২ সালে এপ্রিল অধিবেশনে তোগলিয়াত্তির ভাষণ।

(৬) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে তোগলিয়াত্তির রিপোর্ট।

(৭) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের থিসিস।

(৮) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৬২ সালে এপ্রিল অধিবেশনে তোগলিয়াত্তির ভাষণ।

দ্ব্যর্থক রয়ে গেছে), এবং অর্থনৈতিকভাবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রেখেই ''জাতীয়করণ'', ''কর্মসূচী প্রণয়ন'' এবং "রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের'' মাধ্যমে একচেটিয়া পুঁজিকে ক্রমান্বয়ে ''নিয়ন্ত্রিত করা'' এবং ' ভেঙ্গে ফেলা''। অন্যকথায় বলতে গেলে সর্বহারা একনায়কত্বের মধ্যে দিয়ে না গিয়ে, বুর্জোয়া একনায়কত্বের মধ্যে দিয়েই ইতালিতে সমাজতন্ত্রে পৌঁছানো সম্ভব।

তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা তাদের চিন্তাগুলিকে "শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী মতবাদ মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে গভীর ও উন্নত করার দিকে ইতিবাচক অবদান"[১] বলে মনে করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাদের চিন্তাগুলির মধ্যে নতুন কিছুই নেই। ঐ চিন্তাগুলি বহু পুরনো এবং বৈচিত্র্যহীন। বহুকাল আগেই মার্কস ও এঙ্গেলস যে বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রকে নির্মমভাবে নাকচ করে দিয়েছিলেন এ হল সেই বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র।

মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক সমালোচিত বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের যুগ ছিল একচেটিয়া পুঁজিবাদের আত্মপ্রকাশের আগেকার যুগ। যদি তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা কোন "ইতিবাচক অবদান" রেখে গিয়ে থাকেন, তবে তা রেখে গিয়েছেন মার্কসবাদকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে নয় ; বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে।

প্রাক্-একচেটিয়া পুঁজিবাদী যুগের বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রকে তারা একচেটিয়া বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রে উন্নীত করেছেন। কিন্তু এটাই হল সেই উন্নতিসাধন যা অনেক আগেই টিটোচক্র প্রস্তাব করেছিল এবং তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা টিটোচক্র যা দীর্ঘকাল ধরে করেছে এবং করে চলেছে তা "অনুশীলন ও গভীরভাবে উপলব্ধির" পর সেই প্রস্তাবই গ্রহণ করেছেন।

লেনিনবাদের সঙ্গে এর তুলনা করুন

বুর্জোয়া একনায়কত্বকে উৎখাত করার এবং সর্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার আগে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ এবং সমাজতন্ত্র অর্জন সম্ভব কিনা—সবচেয়ে মৌলিক এই প্রশ্নটিই মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের এবং সবরকমের সুবিধাবাদী ও সংশোধনবাদীদের মধ্যে সবসময়ে আলোচিত হয়েছে। সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কাছে পরিচিত 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' এবং 'সর্বহারা বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউৎস্কি'—এই দুটি মহান গ্রন্থে লেনিন পূর্ণাংগভাবে এবং জোরালোভাবে মৌলিক প্রশ্নটিকে ব্যাখ্যা করেছেন, বিপ্লবী মার্কসবাদকে রক্ষা ও বিকশিত করেছেন এবং সুবিধাবাদী ও সংশোধনবাদীদের দ্বারা মার্কসবাদের বিকৃতি সাধনকে সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত করে তাদের বক্তব্যকে খণ্ডন করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে 'কাঠামোগত সংস্কার' এবং 'রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ভারসাম্যের পরিবর্তন' এবং আরো যেসব ধারণা তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা পোষণ করেন, সে সব হল কাউৎস্কির ধারণা—যা লেনিন 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থে সমালোচনা করেছিলেন। কমরেড

(১) ''আসুন, আমরা আলোচনাকে তার প্রকৃত সীমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাই'' শীর্ষক তোগলিয়াত্তির প্রবন্ধ।

ভোগালিয়াত্তি বলেন, "যার মতামতের সংগে আমাদের নীতির কোনই মিল নেই সেই কাউৎস্কির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে চীনের কমরেডরা আমাদের সন্ত্রস্ত করতে চান।"[১] কমরেড ভোগালিয়াত্তি ও অন্যান্যদের কি আমরা ভয় দেখাবার চেষ্টা করছি? তাদের নীতির সংগে কাউৎস্কির অভিমতের কি কোন মিল নেই? তারা যেরকম করেছেন, আমরাও সেরকম জিজ্ঞাসা করি—'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' এবং লেনিনের অন্যান্য রচনাবলী যত্নের সঙ্গে পুনরায় পাঠ করার জন্য "তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে আমাদের অনুমতি" দেবেন কি না?

তোগলিয়াত্তি এবং অন্যান্য কমরেডরা সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং বুর্জোয়া বিপ্লবের মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্যের প্রতি মনোযোগ দিতে অস্বীকার করেন।

লেনিন বলেছেন:

"সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও বুর্জোয়া বিপ্লবের পার্থক্য হল ঠিক এখানেই যে শেষোক্তটি ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের রূপগুলিকে তৈরী অবস্থায় পেয়ে যায়; অন্যদিকে সোভিয়েত সরকার—সর্বহারার শক্তি—এই ধরণের কোন তৈরী করা সম্পর্ক উত্তরাধিকার সূত্রে পায় না।..."[২]

শ্রেণীসমাজে সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা একটি বিশেষ ধরণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে, অর্থাৎ বিশেষ ধরণের উৎপাদন সম্পর্ককে সুরক্ষিত করবার জন্য ব্যবহৃত হয়। লেনিন এইভাবে বলেছেন, "রাজনীতি হল অর্থনীতিরই ঘনীভূত অভিব্যক্তি।"[৩] প্রত্যেক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনিবার্যভাবেই তদনুরূপ রাজনৈতিক ব্যবস্থা থাকে যা ঐ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বার্থসিদ্ধি করে এবং তার উন্নয়নের বাধাগুলি দূর করে।

ঐতিহাসিকভাবে বলতে গেলে অন্যান্যদের ওপর নিজেদের উৎপাদন সম্পর্কের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য এবং এই উৎপাদন-সম্পর্ক সংহত ও বিকশিত করবার জন্য দাস মালিক, সামন্ত-প্রভু ও বুর্জোয়াদের সকলকেই নিজেদের রাজনৈতিকভাবে শাসকশ্রেণী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং নিজ নিজ হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা নিতে হয়েছিল।

শোষক শ্রেণীগুলির বিপ্লব ও সর্বহারা বিপ্লবের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের একটি বিষয় হল এই যে দাস-মালিক, ভূস্বামী কিংবা বুর্জোয়া—এই তিনটি বিরাট শোষকশ্রেণীর যে কোন একটি কর্তৃক রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের আগে থেকেই দাস-ব্যবস্থা, সামন্ততন্ত্রের কিংবা ধনতন্ত্রের উৎপাদন সম্পর্কের অস্তিত্ব সমাজে ছিল, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে

---

(১) ইতালির দশম কংগ্রেসের জন্য থিসিস।

(২) লেনিন, "আর-সি-পি (বি)-র সপ্তম কংগ্রেসে প্রদত্ত 'যুদ্ধ ও শান্তি' সম্পর্কে রিপোর্ট", নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫১, খণ্ড ২, অংশ ১, পৃঃ ৪২০।

(৩) লেনিন, "ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা, বর্তমান পরিস্থিতি এবং ট্রটস্কি ও বুখারিনের ভুলগুলি", নির্বাচিত রচনাবলী, ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, নিউইয়র্ক, ১৯৪৩, খণ্ড ৯, পৃঃ ৫৪।

তা বেশ কিছুটা পরিপক্কতাও লাভ করেছিল। কিন্তু সর্বহারা কর্তৃক ক্ষমতা দখলের আগে সমাজে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের কোন অস্তিত্ব থাকে না। কারণটা পরিষ্কার। ব্যক্তিগত মালিকানার কোন নতুন ব্যবস্থা পুরনো ঐ ধরণের কোন ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, কিন্তু উৎপাদনের হাতিয়ারগুলির উপর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় মালিকানা ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তির উপর স্বতঃস্ফূর্তভাবে কখনো আত্মপ্রকাশ করতে পারে না।

আসুন, আমরা লেনিনবাদের সঙ্গে তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডদের ধারণাগুলির ও কর্মসূচীর তুলনা করি।

লেনিনবাদের বিপরীতে তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা এই ধারণাই পোষণ করেন যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সর্বহারাদের রাষ্ট্রক্ষমতা ছাড়াই সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে রূপ পেতে পারে এবং একটি রাজনৈতিক বিপ্লব—যা বুর্জোয়া একনায়কত্বের পরিবর্তে সর্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করে—সেটা ছাড়াই সর্বহারার মৌলিক অর্থ-নৈতিক স্বার্থ পূরণ করা যেতে পারে। এই হল কমরেড তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্যদের "ইতালীয় পন্থা" এবং "কাঠামোগত সংস্কার" তত্ত্বের সূচনা।

কারা সঠিক ? মার্কস এঙ্গেলস ও লেনিন অথবা তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা ? কাদের "বাস্তববোধের অভাব"—মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের অথবা তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডদের, যারা তাদের কর্মসূচী ও ধারণাগুলি হাজির করেছেন।

ইতালির বাস্তব অবস্থার দিকে চোখ ফেরানো যাক। ইতালি দেশটিতে ৫ কোটি মানুষের বসবাস। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে শান্তির সময়ে ইতালিতে কয়েক লক্ষ সরকারী অফিসার আছে, স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ৪ লক্ষাধিক, প্রায় ৮০ হাজার সশস্ত্র পুলিশ ও প্রায় ১ লক্ষ পুলিশ আছে, এবং সর্বস্তরে ১২ শ'রও বেশী বিচারালয় ও এক হাজার কারাগার আছে; সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে গঠিত দমনপীড়নের গুপ্ত শাসনযন্ত্রের হিসেব এর মধ্যে ধরা হয় নি। এর ওপরে ইতালিতে আছে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি এবং মার্কিন সশস্ত্র বাহিনী।

তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা তাদের থিসিসে ইতালির গণতন্ত্র, সংবিধান, পার্লামেন্ট এবং ঐ ধরণের অন্যান্য জিনিষের কথা বলে উৎফুল্ল হন; কিন্তু বর্তমান ইতালিতে সৈন্যবাহিনী, সশস্ত্র ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী, পুলিশবাহিনী, বিচারালয়, কারাগার এবং হিংসার হাতিয়ারগুলির বিশ্লেষণে তারা শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গী ব্যবহার করেন নি। হিংসার এই হাতিয়ারগুলি কাদের রক্ষা করে ও কাদের উপর দমন-পীড়ন চালায় ? এগুলি কি সর্বহারা ও অন্যান্য মেহনতী জনসাধারণকে রক্ষা করে এবং একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দমন করে, না তার উল্টোটাই করে ? রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে কোন মার্কসবাদী-লেনিন-বাদীকে অবশ্যই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং তা এড়িয়ে যাওয়া চলবে না।

হিংসার এই হাতিয়ারগুলি ইতালিতে কিসের জন্য ব্যবহৃত হয় তা দেখা যাক। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এই তিন বছরে ইতালি সরকার গণ-বিরোধিতা দমন করতে গিয়ে ৩০০০-এরও বেশী লোককে হতাহত করেছে; ৯০,০০০-এর বেশী মানুষকে গ্রেপ্তার করেছে।

১৯৬০ সালের জুলাই মাসে ইতালির মেহনতী জনগণের ফ্যাসিস্ত বিরোধী আন্দোলন দমন করতে গিয়ে তাম্‌ব্রনী সরকার ১১ জনকে হত্যা করে, সহস্রাধিক লোককে আহত করে এবং গ্রেপ্তাব কবে আরো হাজার লোককে।

১৯৬২ সালে তথাকথিত মধ্য-বামপন্থী ফান্‌ফানী সরকার গঠিত হবার পর, যখন ধর্মঘট ও গণ-বিক্ষোভ সরকার দমন করে তখন মে মাসে সেসানোতে, জুলাই মাসে তুরিন-এ, আগস্ট মাসে বারি-তে, অক্টোবরে মিলান-এ ও নভেম্বরে রোমে পরপর অনেকগুলি ঘটনা ঘটে যায়। একমাত্র রোমের ঘটনাতেই বহু লোক আহত হয় এবং গ্রেপ্তার হন ৬০০ মানুষ।

এগুলি হল কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র। কিন্তু এগুলি কি ইতালীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে যথেষ্ট নয়? যে ইতালিতে জনগণকে দমন করার জন্য প্রকাশ্যে ও গোপনে শক্তিশালী রাষ্ট্রযন্ত্র রয়েছে সেখানে ইতালীয় গণতন্ত্রকে গণতন্ত্র বলা কি সম্ভব? অর্থাৎ সেটা কি ইতালির একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণীর একনায়কত্ব নয়?

তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা যে ইতালীয় গণতন্ত্রের জন্য বড়াই করেন, সেই গণতন্ত্রের অধীনে থেকে ইতালির শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য সকল মেহনতী মানুষের পক্ষে ইতালির সরকারের আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের কাজে অংশগ্রহণ করা কি সম্ভব? তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডগণ, যদি আপনারা এটা সম্ভব বলে মনে করেন তাহলে আপনারা কি ইতালির সরকার কর্তৃক জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া অসংখ্য অপরাধের দায়িত্ব, ইতালিতে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অধিকার দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইতালির সরকারের চুক্তি সম্পাদনের দায়িত্ব, ন্যাটোতে ইতালির অংশ-গ্রহণের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন? স্বভাবতই আপনারা বলবেন ইতালি সরকারের এইসব প্রতিক্রিয়াশীল আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতির জন্য আপনারা দায়ী হতে পারেন না। কিন্তু আপনারা যখন নীতি নির্দ্ধারণে অংশীদার বলে দাবী করছেন, তখন ইতালি সরকারের সবচেয়ে মৌলিক এই নীতিগুলির সামান্যতম পরিবর্তন ঘটাতেও আপনারা অপারগ কেন?

গণতন্ত্রের শ্রেণী-চরিত্র সম্পর্কে কোন পার্থক্য না টেনে সাধারণভাবে "গণতন্ত্রের" স্তুতি করা হল সেই সুরে তাল মেলানো, যে সুর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বীরপুরুষেরা এবং দক্ষিণপন্থী সমাজ-গণতন্ত্রী নেতারা আমরণ বাজিয়েছিলেন। এটা কি আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে আজকের স্বঘোষিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা এই পুরনো সুরগুলিকেই তাদের নতুন সৃষ্টি বলে দাবী করছেন?

বোধহয় কমরেড তোগলিয়াত্তি নিজেকে সমাজ-গণতন্ত্রীদের থেকে একটু আলাদা করতে চান। তিনি এই ধারণায় অবিচল যে "বিমূর্ত্ত যুক্তি"র ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র এবং বর্তমান ইতালীয় রাষ্ট্রের বুর্জোয়া চরিত্র স্বীকার করা যেতে পারে, কিন্তু "বাস্তবক্ষেত্রে এটা বলা" হল ভিন্ন ব্যাপার। "বাস্তবক্ষেত্রে যুক্তি হিসাবে" তিনি এই মত পোষণ করেন যে, "বর্তমান রাষ্ট্রকাঠামো থেকে শুরু করে...সংবিধান-প্রদত্ত গভীর সংস্কারগুলি সুসম্পন্ন করে এমন সব ফল পাওয়া সম্ভব হবে যা বর্তমানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত গ্রুপ-এ পরিবর্তন আনবে এবং অন্য ধরণের গ্রুপ গঠনের অবস্থার সৃষ্টি করবে; শ্রমজীবি শ্রেণীগুলি হবে এই গ্রুপের অংশ; সেখানে তাদের যা করণীয় সেই ভূমিকা তারা পালন করবে..." এবং এইভাবে ইতালিকে "গণতন্ত্র ও শান্তির মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যেতে"[১] সাহায্য করবে। সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য ভাষায় বলতে গেলে কমরেড তোগলিয়াত্তির অস্পষ্ট উক্তিগুলির অর্থ দাঁড়ায় যে, ইতালিতে জনগণের বিপ্লব ছাড়াই ইতালির একচেটিয়া পুঁজিপতিদের রাষ্ট্রযন্ত্রের চরিত্রকে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

কমরেড তোগলিয়াত্তির "বাস্তব যুক্তি"-র সঙ্গে তার "বিমূর্ত্ত যুক্তি"-র দ্বন্দ্ব আছে। তার "বিমূর্ত্ত যুক্তি"-র ক্ষেত্রে তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একটু কাছাকাছি আসেন; কিন্তু তিনি যখন "বাস্তব যুক্তি" দেখান, তখন তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে বহু দূরে সরে যান। বোধহয় তিনি মনে করেন যে "গোঁড়া" অপবাদ থেকে রক্ষা পাওয়ার এটাই একমাত্র রাস্তা।

তাদের "বাস্তব যুক্তি"র আলোয় যখন তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডদের মূল্যায়ন করা হয় তখন তাদেব সঙ্গে সমাজ-গণতন্ত্রীদের সূক্ষ্ম সীমারেখা অদৃশ্য হয়ে যায়।

আজ যখন কিছু লোক রাষ্ট্র ও বিপ্লব সম্বন্ধে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকে কলুষিত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে এবং যখন আধুনিক সংশোধনবাদীরা লেনিনের নাম ব্যবহার করেই লেনিনবাদের উপর উন্মত্ত আক্রমণ চালাচ্ছে, তখন ১৯১৯ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসে প্রদত্ত লেনিনের ভাষণ থেকে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত দুটি অনুচ্ছেদের প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

"সোশ্যালিস্টরা যে প্রধান জিনিসটা বুঝতে পারেনা এবং যা তত্ত্বের ক্ষেত্রে তাদের অদূরদর্শিতা, বুর্জোয়া কুসংস্কারের প্রতি তাদের আনুগত্য এবং সর্বহারাদের প্রতি তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তা হল এই যে, পুঁজিবাদী সমাজের মধ্যেকার অন্তর্নিহিত শ্রেণী সংগ্রাম যখন গুরুতরভাবে তীব্র আকার ধারণ করে তখন বুর্জোয়া একনায়কত্ব অথবা সর্বহারা একনায়কত্ব ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না। তৃতীয় কোন পথের স্বপ্ন দেখা প্রতিক্রিয়াশীল পেটিবুর্জোয়াসুলভ বিলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সকল উন্নত দেশে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ও শ্রমিক আন্দোলনের একশ বছরেরও বেশী সময়ের অগ্রগতিতে

---

(১) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে তোগলিয়াত্তির রিপোর্ট।

এবং বিশেষ করে গত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতায় এটা প্রমাণিত হয়। রাজনৈতিক অর্থ-নীতির বিজ্ঞান দ্বারা, মার্কসবাদের সমগ্র বিষয়বস্তু দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হয় যে যেখানেই পণ্য অর্থনীতির প্রাধান্য রয়েছে সেখানেই বুর্জোয়া একনায়কত্বের অর্থনৈতিক অবশ্যম্ভাবিতা প্রকাশিত হয়; যে বুর্জোয়া একনায়কত্ব একমাত্র অপসৃত হতে পারে সর্বহারা শ্রেণী দ্বারা, যে শ্রেণী পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে বেড়ে ওঠে, সংখ্যায় বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, একত্রে সংহত হয় এবং শক্তি অর্জন করে।

সোশ্যালিস্টদের আরেকটি তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক ভুল হল তাদের এটা বুঝতে না পারা যে প্রাচীনকালে যখন গণতন্ত্রের মূল সূত্রগুলি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এক একটি শাসকশ্রেণী স্থানচ্যুত হবার সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের রূপও অবশ্যম্ভাবী-ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। গ্রীসের প্রাচীন প্রজাতন্ত্রগুলিতে, মধ্যযুগের নগরীগুলিতে এবং উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে গণতন্ত্র বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে এবং বিভিন্ন মাত্রায় প্রযুক্ত হয়েছে। আমূল পরিবর্তন না করে, গণতন্ত্রের নতুন রূপ সৃষ্টি না করে, গণতন্ত্র প্রয়োগের নতুন শর্তগুলিকে ধারণ করবে এমন নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি না করে পুরনো, বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের বহুকালের জীর্ণ কাঠামোর মধ্যেই মানব ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব—শোষক সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে শোষিত সংখ্যাগুরুদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পৃথিবীতে যা প্রথম ঘটনা—সংঘটিত হতে পারত, এটা মনে করা হল চরম নির্বুদ্ধিতা।"[১]

এখানে আমরা দেখতে পাই যে, সমগ্র মার্কসবাদী শিক্ষা, পুঁজিবাদী সমাজে শ্রেণী-সংগ্রামের সমগ্র অভিজ্ঞতা এবং অক্টোবর বিপ্লবের সমগ্র অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেনিন এইসব সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট উপসংহার টেনেছেন। তিনি মনে করতেন যে, বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের পুরনো কাঠামোর মধ্যে বুর্জোয়াদের কাছ থেকে সর্বহারাদের কাছে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়া অসম্ভব; অসম্ভব মানব ইতিহাসের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সুসম্পন্ন করা। যেসব দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটেছে তার প্রত্যেকটি দেশের অভিজ্ঞতাতেই সেই সুনির্দিষ্ট সত্যগুলি যা লেনিন ১৯১৯ সালে ব্যাখ্যা করেছিলেন বারে বারে পরীক্ষিত হয়নি? লেনিন যে বিপ্লব চালনা করেছিলেন সেই অক্টোবর বিপ্লবের পথই যে মানবজাতির মুক্তির সাধারণ পথ—এই অভিজ্ঞতাই কি বারে বারে সঠিক প্রমাণিত হয়নি?

১৯৫৭ সালের মস্কো ঘোষণা এবং ১৯৬০ সালের মস্কো বিবৃতিতে কি বারে বারে বলা হয়নি যে, সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর কাছে সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার এটাই সাধারণ পথ? অবশ্য শ্রমিকশ্রেণী শান্তিপূর্ণ কিংবা অ-শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বন করবে কিনা তা নির্ভর করবে, "জনগণের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল মহলের বাধা-দানের ওপর, এবং সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে ঐ সব মহলের বলপ্রয়োগের

(১) লেনিন, "কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস" আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে লেনিন, এফ এল পি এইচ মস্কো, পৃ: ২৫৫-২৫৬।

ওপর।"[১] কিন্তু যে ভাবেই হোক না কেন, পুরনো বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র চূর্ণ করা এবং সর্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

সর্বহারার বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতাকে অথবা ইতালীয় সমাজের জীবন্ত বাস্তবতাকে পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ না করে তোগলিয়াত্তি এবং অন্যান্য কমরেডরা ইতালির বর্তমান সংবিধান থেকে শুরু করেছেন এবং ধারণা পোষণ করছেন যে পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে চূর্ণ না করে, বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই ইতালি সমাজতন্ত্র অর্জন করতে পারে। তারা যাকে "নতুন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা" বলেন, তা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের "সম্প্রসারণ" ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের "বাস্তব যুক্তি"র সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সুনির্দিষ্ট সত্যগুলির এই বিরাট ফারাকে অবাক হওয়ার কিছুই নেই।

একটি অতি চমৎকার সংবিধান

ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের থিসিসে ঘোষণা করা হয়েছে যে, "সমাজতন্ত্রে পেঁছবার ইতালীয় পন্থা সংবিধান-বর্ণিত নতুন রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে (বর্তমান শাসন ব্যবস্থা থেকে যে রাষ্ট্র হবে বিশেষভাবে আলাদা) এবং নতুন শাসকশ্রেণী সমূহের সেই রাষ্ট্রের নেতৃত্বে অধিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করবে।"

তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডদের মতে ইতালির সংবিধান বাস্তবিকই অতি চমৎকার।

১। প্রজাতন্ত্রের সংবিধান "ইতালির জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ এক বিরাট অংশের ওপর স্বেচ্ছায় বাধ্যতামূলক এক অখণ্ড চুক্তি।"[২]

২। প্রজাতন্ত্রের সংবিধান "সমাজতন্ত্রের চিহ্ন বহনকারী...কতকগুলি মৌলিক সংস্কারের সুযোগ দেয়।"[৩]

৩। প্রজাতন্ত্রের সংবিধান "জাতির সার্বভৌমত্বের নীতি স্বীকার করে।"[৪]

৪। প্রজাতন্ত্রের সংবিধান "ইহাকে (রাষ্ট্রকে) 'শ্রমের ওপর প্রতিষ্ঠিত' বলে ঘোষণা করে" এবং "শ্রমশক্তিগুলির জন্য নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নির্দিষ্ট করে।"[৫]

---

(১) "কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির মস্কো সম্মেলনের ঘোষণা।"

(২) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীগত ঘোষণার জন্য প্রাথমিক বিষয়বস্তু।

(৩) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৫৬ সালের মার্চ অধিবেশনে তোগলিয়াত্তির রিপোর্ট।

(৪) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের থিসিস।

(৫) তোগলিয়াত্তি, "সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার ইতালীয় পন্থা; শ্রমিকশ্রেণীর গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য",—১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির ৮ম কংগ্রেসের রিপোর্ট।

৫। প্রজাতন্ত্রের সংবিধান "রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের প্রবেশের অধিকার"[১] স্বীকার করে।

৬। প্রজাতন্ত্রের সংবিধান "সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতির জন্য ও আমাদের সমাজের পুনর্গঠনের জন্য যেসব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন জরুরী তার প্রয়োজনীয়তা মেনে নেয়।"[২]

৭। "গণতান্ত্রিক বৈধতার চৌহদ্দির মধ্যে থেকে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতির নীতির সমস্যা"[৩] প্রজাতন্ত্রের সংবিধান সমাধান করেছে।

৮। ইতালির জনগণ "সাংবিধানিক চুক্তি পুরোপুরি গ্রহণ ও রক্ষা করেও রাষ্ট্রের শ্রেণী-চরিত্রের ও শ্রেণী লক্ষ্যের বিরোধিতা করতে সক্ষম।"[৪]

৯। ইতালির শ্রমিকশ্রেণী "সাংবিধানিক কাঠামোর চৌহদ্দির মধ্যেই নিজেকে শাসকশ্রেণী হিসেবে সংগঠিত করতে পারে।"

১০। "প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা, সংবিধানকে রক্ষা ও সংবিধানের পরিপূর্ণ প্রয়োগই পার্টির সমগ্র রাজনৈতিক কর্মসূচীর ভরকেন্দ্র।"

আমরা অবশ্য অস্বীকার করি না যে, বর্তমান ইতালীয় সংবিধানে কিছু উচুঁদরের শব্দবিন্যাস আছে। কিন্তু বুর্জোয়া সংবিধানের কিছু বাগাড়ম্বরকে কী করে একজন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বাস্তব বলে গ্রহণ করতে পারে?

বর্তমান ইতালীয় সংবিধানে ১৩৯টি ধারা আছে। কিন্তু শেষ বিচারে এর শ্রেণীচরিত্র সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ৪২ ধারায় তুলে ধরা হয়েছে; তাতে বলা হয়েছে যে, "ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থা আইনের দ্বারা স্বীকৃত ও নিশ্চিত করা হয়েছে।" ইতালীয় বাস্তবতার বিচারে এই ধারা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা করে। এই বিধানের দৌলতে, সংবিধান একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দাবী পূর্ণ করে কেননা তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় করে তোলা হয়েছে। ইতালীয় সংবিধানের প্রকৃত চরিত্র ঢেকে রাখার চেষ্টা করা এবং সংবিধান সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা নিজেকে এবং অন্যান্যদের প্রতারণা করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা বলেন যে ইতালীয় সংবিধানে "শ্রমিকশ্রেণীর

---

(১) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীগত ঘোষণার জন্য প্রাথমিক বিষয়বস্তু।

(২) তোগলিয়াত্তি, *"সমাজতন্ত্রে পৌছবার ইতালীয় পন্থা; শ্রমিকশ্রেণীর গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য"*—১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির ৮ম কংগ্রেসের রিপোর্ট।

(৩) ঐ

(৪) "ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের থিসিস", ১৯৬২ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বরের লুনিতা ক্রোড়পত্র দ্রষ্টব্য।

উপস্থিতির চিহ্ন রয়েছে", "জনগণের সার্বভৌমত্বের নীতি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে", "শ্রমিকদের কয়েকটি নতুন অধিকার স্বীকৃত হয়েছে"।[১]

তারা যখন এই নীতি এবং এইসব নতুন অধিকারের কথা বলেন কেন তারা উপসংহার টানার আগে ইতালির সংবিধানের সঙ্গে অন্যান্য বুর্জোয়া সংবিধানের তুলনা করেন না ?

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৭৮৯ সালের ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় মানুষের অধিকার সম্পর্কে ঘোষণার পর থেকে কার্যত প্রত্যেক বুর্জোয়া সংবিধানেই মানুষের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত ধারা দেখা যায় ; এটা ইতালীয় সংবিধানের কোন একক বৈশিষ্ট্য নয়। "সার্বভৌমত্ব জনগণেরই"—এটা একসময় বিপ্লবী স্লোগান ছিল ; সামন্তবাজাদের (লা' এতাত সা' ব্রস্তময) প্রভুত্বব্যঞ্জক উক্তির বিরুদ্ধে বুর্জোযারা এই স্লোগান ব্যবহার করেছে। কিন্তু বুর্জোয়া শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই ধারা বুর্জোয়া একনায়কত্বের চরিত্র গোপন করার জন্যই বুর্জোয়া সংবিধানের শুধুই একটি বাক্যবিন্যাসে পরিণত হয়েছে।

আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নাগরিক স্বাধীনতা ও অধিকার সম্পর্কে ধারা শুধু ইতালীয় সংবিধানেই নেই। প্রায় সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের সংবিধানেই এই ধরণের ধারা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কয়েকটি নাগরিক স্বাধীনতা ও অধিকারের শর্ত মেনে নিয়ে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ অথবা নাকচ করার জন্যই কোন কোন সংবিধানে সরাসরি অন্য সব ধারা রাখা হয়েছে। ১৮৪৮ সালের ফরাসী সংবিধান সম্পর্কে মার্কস যেমন বলেছিলেন, "এর প্রত্যেক ধারাতেই সেই ধারার বিরুদ্ধতা রয়েছে যা সম্পূর্ণভাবে নিজেকেই নাকচ করে দিয়েছে।"[২] অন্যান্য এমন সংবিধানও আছে যেখানে এই ধরণের ধারাগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিংবা নাকচ করার জন্য পরে অন্য ধারা রাখা হয়নি ; কিন্তু সংশ্লিষ্ট বুর্জোয়া সরকারগুলি অন্যান্য উপায়ে অবিলম্বে একই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে। ইতালীয় সংবিধান প্রথমোক্ত পর্যায়ে পড়ে ; অন্য কথায় বলতে গেলে এটা হল নগ্নভাবে এক বুর্জোয়া সংবিধান এবং কোন উপায়েই একে "প্রেরণার দিক থেকে মূলগতভাবে সমাজতান্ত্রিক"[৩] বলে বর্ণনা করা যেতে পারে না।

লেনিন বলেছিলেন, "আইন যেখানে বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন, সেখানে সংবিধান মিথ্যা ; যেখানে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তাদের সঙ্গতি রয়েছে সেখানে সংবিধান মিথ্যা নয়।"[৪] বর্তমান ইতালীয় সংবিধানের এই দুটো দিকই আছে, এই সংবিধান মিথ্যা আবার মিথ্যা নয়। প্রকাশ্যভাবে বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়গুলির বিচারে এটা মিথ্যা নয়। আবার

---

(১) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের থিসিস।

(২) মার্কস এবং এঙ্গেলস, "১৮৪৮ সালের ৪ঠা নভেম্বর গৃহীত ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সংবিধান", সংগৃহীত রচনাবলী, রুশ সংস্করণ ; খণ্ড ৭, পৃঃ ৫৩৫।

(৩) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ জাতীয় সম্মেলনে "মুক্তি, শান্তি ও সমাজতন্ত্রের জন্য কমিউনিস্টদের সংগ্রাম" শীর্ষক তোগলিয়াত্তির রিপোর্ট।

(৪) লেনিন, সোশ্যালিস্ট রিভলিউশনারীরা কিভাবে বিপ্লবের ফলাফলের সারাংশ নির্ণয় করে" সংগৃহীত রচনাবলী, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, খণ্ড ১৫, পৃঃ ৩৯৮।

জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য পরিকল্পিত উঁচুগলার বাক্যবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে এটা মিথ্যা।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসে কমরেড তোগলিয়াত্তি বলেছেন ঃ

আমাদের রাজনৈতিক এবং এমনকি সাংবিধানিক ভবিষ্যত অনিশ্চিত। কারণ প্রগতিশীল এক অংশের সঙ্গে রক্ষণশীল এক অংশের গুরুতর সংঘর্ষের সম্ভাবনা আগে থেকেই দেখা যাচ্ছে ; প্রগতিশীল এই অংশ আমাদের সাংবিধানিক সনদের একভাগের ওপর নির্ভর করবে এবং রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল অংশ সংবিধানের অন্য ভাগের মধ্যে প্রতিরোধের হাতিয়ার খুঁজবে। সুতরাং গুরুতর এক রাজনৈতিক ভুল করা হবে এবং জনগণকে প্রতারণা করা হবে, যদি কেউ নিজেকে এই কথাগুলি বলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে "সব কিছুই এখন সংবিধানে লেখা আছে ; যা যা অনুমোদন করা হয়েছে, আসুন আমরা তাই প্রয়োগ করি এবং তাতে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়ে যাবে", এটা হল ভুল। নাগরিকদের সচেতনতা দিয়ে, তাদের শক্তি দিয়ে এবং প্রত্যেক প্রতিক্রিয়াশীল অপচেষ্টাকে নিঃশেষ করে দেবার তাদের সামর্থ্য দিয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা না হলে, কখনও কোন সংবিধান স্বাধীনতা নিরাপদ করার জন্য ব্যবহৃত হয়না। যদি সংগঠিত ও সচেতন শক্তিগুলি অথবা মেহনতী জনতা সমগ্র দেশকে গণতান্ত্রিক ও সামাজিক অগ্রগতির পথে পরিচালনা করতে এবং প্রতিক্রিয়ার বাধা চূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়, তবে নিজে থেকে কোন সাংবিধানিক পদ্ধতিই এই অগ্রগতি সম্পর্কে আমাদের নিশ্চয়তা দেবে না।

১৯৪৮ সালে বলা কমরেড তোগলিয়াত্তির এই কথাগুলি থেকে মনে হয় যে, তখনও তিনি কিছুটা মার্কসবাদী লেনিনবাদী অভিমত পোষণ করতেন ; কারণ তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, ইতালির রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ভবিষ্যত অনিশ্চিত, ইতালির সংবিধান দ্বৈত চরিত্রবিশিষ্ট এবং রক্ষণশীল, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি এবং প্রগতিশীল শক্তিগুলি উভয়েই একে ব্যবহার করতে পারে। কমরেড তোগলিয়াত্তি তখন মনে করতেন যে, ইতালীয় সংবিধানের ওপর অন্ধবিশ্বাস রাখা হল "একটি গুরুতর রাজনৈতিক ভুল" এবং "জনগণকে বিভ্রান্ত করা"।

১৯৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে এক ভাষণে কমরেড তোগলিয়াত্তি বলেন, "এটা স্পষ্ট যে, প্রেরণার দিক দিয়ে মূলগতভাবে সমাজতান্ত্রিক এমন এক কর্মসূচীর লাইন আমাদের সংবিধানে আছে ; এটা শুধু এক রাজনৈতিক কর্মসূচী নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচীও বটে।"[১] সুতরাং এই সময়ের মধ্যেই কমরেড তোগলিয়াত্তি ইতালীয় সংবিধানকে "প্রেরণার দিক দিয়ে মূলগতভাবে সমাজতান্ত্রিক" বলে গ্রহণ করে ফেলেছেন।

---

(১) ইতালির কমিউনিষ্ট পার্টির চতুর্থ জাতীয় সম্মেলনে রিপোর্ট।

এইভাবে, ১৯৫৫ সালের তোগলিয়াত্তি ১৯৪৮ সালের তোগলিয়াত্তির বিরুদ্ধাচরণ করেন।

এরপর থেকে কমরেড তোগলিয়াত্তি খুব দ্রুত নীচে নেমে এসেছেন এবং ইতালীয় সংবিধানকে প্রায় দেবতা বানিয়ে ফেলেছেন।

১৯৬০ সালে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসে তার রিপোর্টে কমরেড তোগলিয়াত্তি বলেন:

সংবিধাননির্দিষ্ট পথ ধরেই আমরা চলেছি। আমরা ক্ষমতায় গেলে কী করতাম—একথা যারা জিজ্ঞাসা করেন, তাদের আমরা সংবিধান স্মরণ করিয়ে দিই। আমাদের কর্মসূচীগত ঘোষণায় আমরা লিখেছি এবং আমরা আবার বলছি যে, "একচেটিয়া গ্রুপগুলির ক্ষমতা খর্ব করার জন্য, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির শাসনের হাত থেকে সকল শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার জন্য, ক্ষমতা থেকে মুষ্টিমেয় শাসকদের অপসারণের জন্য এবং মেহনতী শ্রেণীগুলিকে ক্ষমতাসীন হতে সাহায্য করার জন্য পূর্ণ সাংবিধানিক বৈধতার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাঠামোগত সংস্কারসাধন" সফল করা সম্ভব।

অর্থাৎ কমরেড তোগলিয়াত্তি দাবী করেছেন যে, ইতালির শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতী জনগণ বুর্জোয়া সংবিধানের অধীনে পূর্ণ বৈধতার মধ্যে অবশ্যই কাজ করবেন এবং "একচেটিয়া গ্রুপগুলির ক্ষমতা খর্ব করার জন্য" এর ওপর নির্ভর করবেন।

১৯৬২ সালে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে তোগলিয়াত্তি ও ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির অন্যান্য কয়েকজন কমরেড নতুন করে ঘোষণা করেন যে তারা এই ব্যাপারে "দৃঢ়"। তারা ঘোষণা করেন যে, "সংবিধান বর্ণিত নতুন রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়েই ..... এবং রাষ্ট্রের নেতৃত্বে নতুন শাসকশ্রেণীর উদ্ভবের মধ্য দিয়েই সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার ইতালীয় পদ্ধতি অগ্রসর হয়।"[১] এই পথের অর্থ "সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রের রূপান্তর দাবী করা ও চাপিয়ে দেওয়া, রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার নতুন অবস্থানগুলি জয় করা"[১] এবং এর অর্থ "সাংবিধানিক বৈধতার মধ্যে ইতালির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনে সক্ষম একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্লক"[১] গঠন করা। তারা আরও প্রস্তাব করেছেন যে "সাংবিধানিক চুক্তিকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ ও রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে এবং সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হতে পারে এমন প্রগতিশীল গণতন্ত্রের পথে রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সুবিন্যস্ত ও বিরাট কার্যবিধি বিকশিত করার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র ও শ্রেণী লক্ষ্যের বিরোধিতা করতে হবে।"[২]

(১) ইতালির কমিউনিষ্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের থিসিস।

(২) "ইতালির কমিউনিষ্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের থিসিস", ১৯৬২ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বরের ল্যুনিতা ক্রোড়পত্র দ্রষ্টব্য।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, যদিও ইতালীয় সংবিধানের কিছু ধারা আকর্ষণীয় ভাবে সাজানো, তবু যতদিন একচেটিয়া পুঁজিপতিদের রাষ্ট্রযন্ত্রের ও সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে ততদিন যখনই তারা প্রয়োজন ও সুবিধাজনক বলে মনে করবে তখনই যে তারা সংবিধান বাতিল করে দিতে পারে—এই কথা পুরোপুরি ভুলে গিয়ে তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা ইতালীয় বুর্জোয়া সংবিধানের চৌহদ্দির মধ্যেই সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চান।

বুর্জোয়া সংবিধানগুলির ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দেওয়া মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু একই সময়ে সংবিধানগুলির কোন কোন ধারাকে তাদের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগান উচিত। সাধারণ পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া সংবিধানকে কাজে লাগাতে অস্বীকার করা এবং যেখানে আইনী সংগ্রাম সম্ভব সেখানে তা চালিয়ে যেতে অস্বীকার করা ভুল; এই ভুলকে "বামপন্থী" শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা বলে লেনিন আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু বুর্জোয়া সংবিধানে অন্ধ আস্থা স্থাপনের জন্য কমিউনিস্টদের ও জনগণকে আহ্বান জানানো, বুর্জোয়া সংবিধান জনগণকে সমাজতন্ত্র এনে দিতে পারে এবং ঐ ধরণের কোন সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, তার রক্ষা ও অখণ্ড প্রয়োগ "একটি পার্টির সমগ্র রাজনৈতিক কর্মসূচীর ভরকেন্দ্র স্বরূপ"[১] এই ধরণের কথা বলা কেবল শিশুসুলভ এক বিশৃঙ্খলা নয়; লেনিনের ভাষায় আবার বলতে হয়, এ হল বুর্জোয়া কুসংস্কারের প্রতি মানসিক আনুগত্য।

সমসাময়িক "সংসদীয় নির্বুদ্ধিতা"

কমরেড তোগলিয়াত্তি ও ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির অন্য কয়েকজন কমরেডরা স্বীকার করেন যে, সমাজতন্ত্রে পৌঁছাতে হলে সংগ্রামের অংশীদার হতে হয়, সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সমাজতন্ত্রে পৌঁছান যায়। কিন্তু তারা জনগণের সংগ্রামকে বুর্জোয়া সংবিধান-স্বীকৃত পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখেন এবং প্রাথমিক ভূমিকা সংসদের ওপরই ন্যস্ত করেন।

বর্তমান ইতালিয়ান সংবিধান কি করে সৃষ্টি হল তা বর্ণনা করতে গিয়ে কমরেড তোগলি-য়াত্তি বলেন, "১৯৪৬ সালে কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখলের বেপরোয়া প্রচেষ্টায় আইন ভাঙ্গার পথ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং এর বিপরীতে সংবিধান পরিষদের কার্যে অংশ গ্রহণের পথ বেছে নিয়েছিলেন বলেই এটা হয়েছিল।"[২]

এই ভাবেই কমরেড তোগলিয়াত্তি ইতালির শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতী জনগণের "সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাবার" এক পন্থা হিসেবে সংসদীয় পথ গ্রহণ করেছিলেন।

বছরের পর বছর ধরে তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা একই বক্তব্যের ওপর জোর

---

(১) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীগত ঘোষণার জন্য প্রাথমিক বিষয়বস্তু।

(১) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসের অধিবেশনে তোগলিয়াত্তির রিপোর্ট।

দিয়েছেন ঃ "গণতান্ত্রিক, এমনকি সংসদীয় বৈধতার কাঠামোর মধ্যেও সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হবার তত্ত্ব আজকাল সাধারণভাবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে... . ১৯৪৪-৪৬ সালে এই বক্তব্য ছিল আমাদের।"[১]

"সংসদীয় পথ অবলম্বন করে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব।"[২]

সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব কিনা—এই প্রশ্নে আমরা এখানে তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।

প্রশ্নটা অবশ্যই পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। আমরা বরাবরই বলে এসেছি যে, কোন কোন অবস্থায় বৈধ সংগ্রামের যে সকল পদ্ধতি শ্রমিকশ্রেণীর কাজে লাগান উচিত তাদের মধ্যে একটি হল সংসদীয় লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করা। যখন প্রয়োজন তখন সংসদীয় লড়াইকে কাজে লাগাতে অস্বীকার করা এবং তার পরিবর্তে বিপ্লব নিয়ে খেলা করা অথবা নিরর্থক কথা বলা—এ সব কিছুইর সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরাই তীব্রভাবে বিরোধিতা করেন। এই প্রশ্নে "বামপন্থী কমিউনিজম ও শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা" পুস্তকে ব্যাখ্যা করা লেনিনের পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব আমরা সবসময়ই মেনে এসেছি। কিন্তু কিছু লোক ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের মতামতকে বিকৃত করেন। তারা বলেন যে, আমরা সকল সংসদীয় সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাই অস্বীকার করি, বিপ্লবের অগ্রগতি যে আঁকাবাঁকা পথ ধরে চলে—এ সব আমরা অস্বীকার করি। কোন এক সুন্দর প্রভাতে বিভিন্ন দেশে হঠাৎ জনগণের বিপ্লব ঘটে যাবে—এই অভিমত আমরা পোষণ করি বলে তারা বলে থাকেন। অথবা তারা জোর দিয়ে বলেন, যেমন কমরেড তোগলিয়াত্তি আমাদের প্রবন্ধের উত্তরে এই বছরের ১০ই জানুয়ারি বলেছেন —আমরা চাই যে ইতালীয় কমরেডরা "বিপ্লবের মহান দিনের জন্য প্রচার ও অপেক্ষা করার মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখুন।" সাম্প্রতিককালে, চীনের কমিউনিস্টদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে স্বঘোষিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কাছে আলোচনায় অন্যপক্ষের যুক্তিগুলোর এই ধরণের বিকৃতিসাধনই কার্যত এক মজার কৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রশ্ন করা যেতে পারে ঃ বুর্জোয়া পার্লামেন্টের প্রতি সঠিক মনোভাব সম্পর্কে তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্যদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্যগুলি কী?

প্রথমত আমরা মনে করি যে বর্তমান ইতালীয় সংসদ সমেত সমস্ত বুর্জোয়া সংসদেরই শ্রেণী চরিত্র আছে এবং এই সংসদগুলি বুর্জোয়া একনায়কত্বের অলংকার হিসেবে শোভা পায়। যেমন লেনিন বলেছেন, "আমেরিকা থেকে সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স থেকে ব্রিটেন, নরওয়ে এবং অন্যান্য যে কোন সংসদীয় দেশের কথাই ধরা যাক না কেন, এই সব দেশের 'রাষ্ট্রের' প্রকৃত কার্যকলাপ পর্দার আড়াল থেকেই সম্পন্ন করা হয় এবং বিভাগীয় দপ্তর,

---

(১) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে তোগলিয়াত্তির রিপোর্ট।

(২) ১৯৫৬ সালের ৭ই মার্চের প্রাভদায় প্রকাশিত "পার্লামেন্ট ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম" শীর্ষক প্রবন্ধ।

মন্ত্রীদের দপ্তর ও জেনারেল ষ্টাফই রাষ্ট্রের কাজ চালায়।"[১] " (বুর্জোয়া) গণতন্ত্র যতই বেশী বিকশিত হয়, ততই বুর্জোয়া সংসদগুলি ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ ও ব্যাঙ্কমালিকদের অধীনে চলে আসে।"[২]

দ্বিতীয়ত, আমরা সংসদীয় সংগ্রামকে কাজে লাগানোর পক্ষে কিন্তু মোহবিস্তারের ও "সংসদীয় নির্বুদ্ধিতার" বিরুদ্ধে। লেনিনের ভাষায় আবার বলতে হয়, শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক দলগুলি "সংসদীয় লড়াই কাজে লাগানোর সপক্ষে, সংসদে অংশগ্রহণের সপক্ষে, কিন্তু তারা 'সংসদীয় নির্বুদ্ধিতাকে' অর্থাৎ সংসদীয় সংগ্রামই রাজনৈতিক সংগ্রামের **একমাত্র রূপ অথবা সমস্ত পরিস্থিতিতেই প্রধান রূপ** এই ধারণাকে নির্মমভাবে উন্মোচিত করে।"[৩]

তৃতীয়ত, বুর্জোয়া সমাজের দূষিত ক্ষতগুলি উন্মোচিত করবার জন্য এবং বুর্জোয়া সংসদের প্রতারণার রূপ খুলে দেবার জন্য আমরা বুর্জোয়া সংসদীয় মঞ্চ কাজে লাগানোর পক্ষপাতী। কোন কোন অবস্থায় বুর্জোয়ারা নিজেদের স্বার্থেই শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিদের সংসদে প্রবেশ করতে দেয়। একই সময়ে এটা হল একটা পদ্ধতি যার সাহায্যে বুর্জোয়ারা শ্রমিকদের কোন কোন প্রতিনিধি ও নেতাকে প্রতারণা করতে, দুর্নীতিপরায়ণ করে তুলতে, এমনকি কিনে নিতে চেষ্টা করে। সুতরাং সংসদীয় সংগ্রাম চালাতে গিয়ে শ্রমিক-শ্রেণীর রাজনৈতিক দলকে অবশ্যই অতিশয় সতর্ক থাকতে হবে এবং সর্বদাই নিজের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রাখতে হবে।

এইমাত্র যে তিনটি বিষয়ের কথা বলা হল, তার সবকটিতেই তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা লেনিনবাদী নীতিকে সম্পূর্ণভাবে দূরে নিক্ষেপ করেছেন। সংসদকে শ্রেণীর উর্দ্ধে বিবেচনা করে, তারা যথার্থ কোন কারণ ছাড়াই বুর্জোয়া সংসদের ভূমিকা সম্পর্কে অতিশয়োক্তি করেন এবং ইতালিতে সমাজতন্ত্র লাভের একমাত্র পথ হিসেবে সংসদকেই দেখেন।

তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা ইতালীয় সংসদের মোহে পুরোপুরি আবিষ্ট হয়ে পড়েছেন।

তারা মনে করেন যে, "সৎ নির্বাচনী আইন" থাকলে এবং "জনগণের ইচ্ছার সঙ্গে

(১) লেনিন, "রাষ্ট্র ও বিপ্লব", নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫১, খণ্ড ২, অংশ ১, পৃঃ ২৪৬।

(২) লেনিন, "সর্বহারা বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউটস্কি", নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫১, খণ্ড ২, অংশ ২, পৃঃ ৫২।

(৩) লেনিন, "আর-এস-ডি-এল-পি'র ঐক্য কংগ্রেসে রিপো", সংগৃহীত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৬২, খণ্ড ১০, পৃঃ ৩৫৩।

সঙ্গতিপূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সংসদে অর্জন"[১] করা গেলে, গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক সংস্কার'[২] সাধন করা এবং "বর্তমান উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তন করা ও তার ফলশ্রুতিতে বিরাট সম্পত্তির মালিকদের শাসনব্যবস্থাও পরিবর্তন করা"[৩] সম্ভব।

বাস্তবিকই কি ব্যাপারগুলি ঐভাবে ঘটতে পারে?

না, ব্যাপারগুলি শুধুমাত্র এইভাবে ঘটতে পারে: যতদিন পর্যন্ত বুর্জোয়াদের আমলা-তান্ত্রিক সামরিক রাষ্ট্রযন্ত্রের অস্তিত্ব থাকে ততদিন পর্যন্ত সর্বহারা ও তাদের বিশ্বস্ত মিত্রদের পক্ষে স্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে এবং বুর্জোয়া নির্বাচনী আইন অনুসারে সংসদীয় সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করা হয় অসম্ভব অথবা কোনভাবেই নির্ভরযোগ্য নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, বহু পুঁজিবাদী দেশের কমিউনিস্ট ও শ্রমিকদের পার্টিগুলি সংসদে আসন দখল করেছিল এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে আসনের সংখ্যা ছিল অনেক। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই অবশ্য কমিউনিস্টদের সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে বাধা দানের জন্য বুর্জোয়ারা বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল—যেমন নির্বাচন বাতিল করা, সংসদ ভেঙে দেওয়া, নির্বাচনী আইন অথবা সংবিধান সংশোধন করা কিংবা কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বেশ কিছু কাল ধরে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি দেশের যে কোন পার্টির তুলনায় সবচেয়ে বেশী গণভোট ও সংসদীয় প্রতিনিধিত্ব লাভ করেছিল, কিন্তু ফরাসী একচেটিয়া পুঁজিপতিরা নির্বাচনী আইন এবং সংবিধানকেই সংশোধিত করে এবং ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টিকে তাদের অনেকগুলি আসন থেকে বঞ্চিত করে।

কেবলমাত্র নির্বাচনে ভোটের ওপর নির্ভর করে শ্রমিকশ্রেণী কি শাসকশ্রেণী হতে পারে? নিপীড়িত শ্রেণী ভোটের মাধ্যমে শাসকশ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে—ইতিহাসে এমন কোন সাক্ষ্য নেই। সংসদীয় গণতন্ত্র ও নির্বাচন সম্পর্কে বুর্জোয়ারা অনেক কথাই বলে, কিন্তু এমন কোন দেশ নেই যেখানে বুর্জোয়ারা শুধু ভোটের মাধ্যমে সামন্তপ্রভুদের স্থানচ্যুত করেছে এবং শাসকশ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। নির্বাচনের মাধ্যমে সর্বহারার পক্ষে শাসকশ্রেণীতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা তো আরও কম। ভারতীয়, ফরাসী ও জার্মান কমিউনিস্টদের প্রতি অভিনন্দন বার্তায় লেনিন যেমন বলেছিলেন:

> কেবলমাত্র নীতিবিবর্জিত ও স্থূলবুদ্ধির লোকেরাই চিন্তা করতে পারে যে বুর্জোয়া ও মজুরি-দাসত্বের জোয়াল ঘাড়ে নিয়ে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সর্বহারারা তাতে অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে এবং তারপরেই কেবল তারা ক্ষমতা লাভ করবে

(১) তোগলিয়াত্তি: "পার্লামেন্ট ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম"।

(২) ঐ।

(৩) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসে অনুমোদিত রাজনৈতিক থিসিস।

এ হল ভণ্ডামি বা নির্বুদ্ধিতার চরম নিদর্শন। এ হল শ্রেণীসংগ্রাম ও বিপ্লবের পরিবর্তে পুরনো কাঠামোর মধ্যে পুরনো ক্ষমতা সহ ভোট ব্যবস্থাকে হাজির করা।[১]

ইতিহাস আমাদের এই কথাই বলে যে, যখন কোন শ্রমিকদের পার্টি তার সর্বহারা বিপ্লবী কর্মসূচী পরিত্যাগ করে, অধঃপতিত হয়ে বুর্জোয়াদের লেজুড়ে পরিণত হয় এবং নিজেকে বুর্জোয়াদের ক্রীড়নক এক রাজনৈতিক দলে পর্যবসিত করে, বুর্জোয়ারা তখন এই পার্টিকে সাময়িকভাবে সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে এবং সরকার গঠন করতে অনুমতি দিতে পারে। ব্রিটিশ লেবার পার্টির ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটাই ঘটেছিল। নিজেদের মূল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী কর্মসূচীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার পর বেশ কিছু দেশের সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিরও একই অবস্থা হয়েছিল কিন্তু এই ধরনের ঘটনা বুর্জোয়া একনায়কত্বকেই অক্ষুন্ন রাখতে পারে এবং তাকে সংহতও করতে পারে এবং নিপীড়িত ও শোষিত শ্রেণী হিসেবে সর্বহারাদের অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। ১৯২৪ সাল থেকে ব্রিটিশ লেবার পার্টি তিনবার ক্ষমতায় এসেছে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন আজও সাম্রাজ্যবাদী রয়ে গিয়েছে এবং আগের মতই ব্রিটেনের শ্রমিকশ্রেণীর কোন ক্ষমতা নেই। আমরা কমরেড তোগলিয়াত্তিকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি বৃটিশ লেবার পার্টি এবং অন্যান্য দেশের সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির পদাঙ্ক অনুসরণের কথা চিন্তা করছেন কিনা।

ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের জন্য রচিত থিসিসে বলা হয়েছে যে, আইন প্রণয়ন করতে এবং প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে সংসদকে অবশ্যই পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হবে। ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কিছু নেতা যে রকম আশা করেন, সংসদকে সেই ধরণের ক্ষমতা কারা দেবেন তা আমরা জানিনা। এই ধরণের ক্ষমতা কি বুর্জোয়ারা দেবে না তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা দেবেন? প্রকৃতপক্ষে, বুর্জোয়া সংসদের ক্ষমতা বুর্জোয়াদের দ্বারাই প্রদত্ত হয়। বুর্জোয়াদের স্বার্থ অনুসারে সংসদের ক্ষমতার মাত্রা স্থির করা হয়। বুর্জোয়ারা যত ক্ষমতাই সংসদকে দিক না কেন, সংসদ কখনই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ক্ষমতার প্রকৃত যন্ত্র হতে পারে না। ক্ষমতার প্রকৃত যে যন্ত্র দিয়ে বুর্জোয়ারা জনগণের ওপর শাসন চালায়, তা হল বুর্জোয়াদের আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক ব্যবস্থা, তাদের সংসদ নয়। যদি কমিউনিস্টরা সর্বহারা বিপ্লব ও সর্বহারা একনায়কত্বের পথ পরিত্যাগ করেন, ভোটের মাধ্যমে বুর্জোয়া সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের ওপরই তাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ন্যস্ত করেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা দেওয়া হবে বলে অপেক্ষা করে থাকেন, তবে তাদের পথ ও কাউটস্কির সংসদীয় পথের মধ্যে পার্থক্য কী থাকে? কাউটস্কি বলেছেন, "এখন পর্যন্ত আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের লক্ষ্য হল সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে রাষ্ট্রক্ষমতা জয় করা এবং সংসদকে সরকারের

(১) লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, খণ্ড ৩০, পৃঃ ৪০।

প্রভু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা"[১]। কাউটস্কির এই পথের সমালোচনা করে লেনিন বলেছিলেন, "সবচেয়ে নির্ভেজাল ও সবচেয়ে কদর্য সুবিধাবাদ ছাড়া এ আর কিছুই নয়।"[২]

১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে কমরেড তোগলিয়াত্তি "আইনী পদ্ধতিগুলিকে এবং সংসদকেও কাজে লাগানো" সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন "আমরা আজ যা করছি তিরিশ বছর আগে তা সম্ভব ছিল না এবং তা সঠিকও হত না। সেই সময় আমরা যেমন বর্ণনা করেছিলাম, তা হত খাঁটি সুবিধাবাদ।"[৩]

তিরিশ বছর আগে যা সম্ভব ছিল না বা সঠিক হত না, তা আজ সম্ভব ও সঠিক হয়ে উঠেছে একথা বলার কী যুক্তি আছে? সেই সময় যা খাঁটি সুবিধাবাদ ছিল আজ তাই অকস্মাৎ খাঁটি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হয়ে উঠেছে এ কথা বলার কী যুক্তি আছে? কমরেড তোগলিয়াত্তির কথাগুলি প্রকৃতপক্ষে এক স্বীকৃতি যে, অতীতে সুবিধাবাদীরা যে পথ গ্রহণ করেছিল, তিনি ও অন্যান্য কমরেডরা সেই একই পথের পথিক।

যাই হোক, যখন দেখিয়ে দেওয়া হয় যে, তারা এই সংসদীয় পথে চলেছেন, কমরেড তোগলিয়াত্তি তার সুর পালটে ফেলেন এবং ১৯৫৬ সালের জুন মাসে বলেন: "এটা যেন নিঃসন্দেহে এক শান্তিপূর্ণ ব্যাপার—এইভাবে যে কমরেডরা বলছেন যে, সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতির ইতালীয় পন্থার অর্থ সংসদীয় পন্থা এবং আর কিছুই নয়, সেই সব কমরেডদের ভুল আমি সংশোধন করতে চাই।. ব্যাপারটা সত্যি নয়."[৪]

তিনি আরো বলেন: "এই সংগ্রামকে সংসদের জন্য নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় পর্যবসিত করা এবং ৫১ শতাংশ লাভের জন্য অপেক্ষা করে থাকা কেবল সরল মনোভাবেরই পরিচায়ক হবে না, মোহবিস্তারেরও কারণ হবে।"[৫] কমরেড তোগলিয়াত্তি যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, তারা শুধু "একটি কার্যকরী সংসদের"[৬] পক্ষেই বক্তব্য রাখেন নি, "এক বিরাট গণ-আন্দোলনের"[৭] পক্ষেও বলেছেন।

বিরাট এক গণ-আন্দোলনের দাবী করা খুব ভাল জিনিষ, এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের

---

(১) ১৯১২ সালে নুয়ে জেইট'র ৪৬নং সংখ্যায় "নয়া কৌশল" শীর্ষক কাউটস্কির প্রবন্ধ।

(২) লেনিন, "রাষ্ট্র ও বিপ্লব", নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো ১৯৫১, খণ্ড ১১, অংশ ১, পৃঃ ৩২৩।

(৩) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৫৬ সালের মার্চ অধিবেশনে তোগলিয়াত্তির রিপোর্ট।

(৪) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৫৬ সালের জুন অধিবেশনে তোগলিয়াত্তির রিপোর্ট।

(৫) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে তোগলিয়াত্তির রিপোর্ট।

(৬) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৫৬ সালের মার্চ অধিবেশনে তোগলিয়াত্তির রিপোর্ট।

(৭) ঐ।

অবশ্যই এই ব্যাপারে আনন্দিত হওয়া উচিত। এটা স্বীকার করতে হবে যে আজকের ইতালিতে বেশ ব্যাপক আকারের এক গণ-আন্দোলন রয়েছে এবং ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি এই ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করেছে। দুঃখের বিষয় এই যে, কমরেড তোগলিয়াত্তি কেবলমাত্র সংসদীয় এক কাঠামোর মধ্যে গণ আন্দোলনকে দেখেন। তিনি মনে করেন যে গণ-আন্দোলন "সেই দাবীগুলি আমাদের দেশে তুলতে পারে যে দাবীগুলি পরে জনপ্রিয় শক্তিগুলির যথেষ্ট পরিমাণ শক্তিশালী প্রতিনিধিত্বের অধিকারী সংসদ দ্বারা মেটানো যেতে পারে।"[১]

জনগণ দাবীগুলি তোলেন, পরে সংসদ সেগুলি মিটিয়ে দেয়—এই হল গণ-আন্দোলনের জন্য কমরেড তোগলিয়াত্তির ফর্মূলা।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক কৌশলগত নীতি হ'ল এই রকম: সমস্ত গণ-আন্দোলনে এবং অনুরূপভাবে সংসদীয় সংগ্রামে, সর্বহারাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা, সর্বহারা ও বুর্জোয়াদের মধ্যে একটি সীমারেখা টানা, আন্দোলনের বর্তমান স্বার্থের সংগে ভবিষ্যৎ স্বার্থের সমন্বয় ঘটানো এবং শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের সমগ্র পদ্ধতি ও চূড়ান্ত লক্ষ্যের সংগে বর্তমান আন্দোলনের যোগাযোগ ঘটানো প্রয়োজন। এই নীতিকে ভুলে যাওয়া অথবা লঙ্ঘন করা হল বার্নস্টাইনবাদের পাঁকে নিমজ্জিত হওয়া এবং প্রকৃতপক্ষে 'আন্দোলনই সব, লক্ষ্য কিছুই নয়'—এই কুখ্যাত ফর্মূলা গ্রহণ করা।" আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই:—গণ-আন্দোলন সম্পর্কে কমরেড তোগলিয়াত্তির ফর্মূলা এবং বার্নস্টাইনের ফর্মূলার মধ্যে কী পার্থক্য আছে?

একচেটিয়া ধরণের অগ্রগতি রোধে "রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি কি অধিক কার্যকরী হাতিয়ার" হতে পারে?

আমাদের পত্রিকা 'রেনমিন রিবাও' এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উত্তরে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি'র প্রধান নেতাদের একজন কমরেড লুইগি লোঙ্গো ১৯৬৩ সালের ৪ঠা জানুয়ারী এক প্রবন্ধে লিখেছেন: "আমাদের দশম কংগ্রেসও দৃঢ়তার সঙ্গে পুনরায় বলেছে যে, যাকে আমরা সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার ইতালীয় পথ বলি তার একটা জোরের দিক হল এই স্বীকৃতি যে বর্তমান আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে, এমনকি যখন পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব রয়েছে, তখন একচেটিয়া মালিকদের এবং তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বিলোপসাধন সম্ভব এবং প্রয়োজনীয়।"

এই কমরেডরা মনে করেন যে, তারা যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তা অবলম্বন করেই ইতালিতে বর্তমানে প্রচলিত উৎপাদনের ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক পরিবর্তন করা এবং ইতালির

---

(১) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৫৬ সালের মার্চ অধিবেশনে কমরেড তোগলিয়াত্তির রিপোর্ট।

একচেটিয়া পুঁজিপতিদের "বিরাট সম্পত্তির শাসনব্যবস্থা" পরিবর্তন করা সম্ভব।

তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডদের দ্বারা নির্ধারিত "কাঠামোগত সংস্কার"-এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ তাদের নিজেদের ভাষাতেই হল—"একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত জাতীয়করণের দাবী, কর্মসূচী প্রণয়ণের দাবী, গণতান্ত্রিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নতির নিশ্চয়তা দিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের জন্য দাবী এবং এই ধরণের অন্যান্য দাবী"[১] আদায় করা এবং "কর্মসূচী রচনা, উৎপাদনের সমস্ত ক্ষেত্র জাতীয়করণ ইত্যাদির মাধ্যমে এমন আন্দোলন করা যা অর্থনৈতিক জীবনে সরাসরি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি করার দিকে চালিত হয়"।[২]

সম্ভবতঃ, তোগলিয়াত্তি এবং অন্যান্য কমরেডরা এই ধরণের আরো বেশী ব্যবস্থার উদ্ভাবন কার্য চালিয়ে যাবেন।

অবশ্য তারা যা পছন্দ করেন তা চিন্তা করার বা বলার অধিকার তাদের আছে এবং তাতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারুরই নেই, আমরাও তা চাই না। যাই হোক, তারা যখন চান যে অন্যেরা তাদের মতো চিন্তা করুক বা কথা বলুক, তখন আমরা তারা যেসব প্রশ্ন তুলেছেন সে সম্বন্ধে আলোচনা না চালিয়ে পারি না।

অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ—এ প্রশ্নটাই প্রথমে ধরা যাক।

দাস-মালিকদের, সামন্ত প্রভুদের কিংবা বুর্জোয়াদের—যাদেরই রাষ্ট্র হোক না কেন, তার উৎপত্তি থেকেই রাষ্ট্র কি অর্থনৈতিক জীবনে হস্তক্ষেপ করে নি? যখন এই শ্রেণীগুলির ক্রমোন্নতির যুগ তখন অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ একধরণের হতে পাবে এবং যখন তাদের ক্রমাবনতির যুগ তখন হস্তক্ষেপ অন্যরকম হতে পারে। শ্রেণী-চরিত্রের দিক থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা একই এমন বিভিন্ন দেশেও অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে। দাসমালিকদের অথবা সামন্তপ্রভুদের রাষ্ট্র কীভাবে অর্থনৈতিক জীবনে হস্তক্ষেপ করত সেই প্রশ্ন বাদ দিয়ে, আমরা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক জীবনে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করব।

কোন বুর্জোয়া রাষ্ট্র উপনিবেশ দখলের নীতি বা দুনিয়ার উপর প্রাধান্য বিস্তারের নীতি, অবাধ বাণিজ্য নীতি বা সংরক্ষণমূলক শুল্কনীতি—যাই অনুসরণ করুক না কেন প্রত্যেকটি নীতিতেই অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ রয়েছে; বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি আপন আপন বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষায় দীর্ঘকাল ধরে এই নীতি চালিয়ে আসছে। পুঁজিবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে এই ধরণের হস্তক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সুতরাং অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ, সম্প্রতি ইতালিতে যার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, এমন কিছু নতুন জিনিষ নয়।

---

(১) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৬২ সালে এপ্রিল অধিবেশনে তোগলিয়াত্তির ভাষণ।

(২) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের জন্য থিসিস।

কিন্তু তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা "অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ" বলতে বোধহয় প্রধানতঃ বুর্জোয়াদের দ্বারা উল্লেখিত জাতীয়করণের কথা বোঝাতে চাইছেন, দীর্ঘকাল ধরে অনুসৃত বুর্জোয়াদের এই নীতিগুলি বোঝাতে চাইছেন না।

আচ্ছা, তা হলে জাতীয়করণের কথাই আলোচনা করা যাক।

বাস্তবক্ষেত্রে দাস সমাজ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধরণের "অর্থনীতির রাষ্ট্রায়ত্ত অংশ" ছিল। দাস মালিকদের রাষ্ট্রে অর্থনীতির রাষ্ট্রায়ত্ত অংশ ছিল, যেমন ছিল সামন্ত প্রভুদের রাষ্ট্রে। সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রেও অর্থনীতির রাষ্ট্রায়ত্ত অংশ আছে। সুতরাং প্রত্যেকটি জাতীয়করণের চরিত্র এবং কোন শ্রেণী এই জাতীয়করণ করছে এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

এঙ্গেলস তার "সমাজতন্ত্র: কাল্পনিক এবং বৈজ্ঞানিক" এই পুস্তকে যা বলেছেন সে সম্বন্ধে কমরেড তোগলিয়াত্তির মত একজন প্রবীণ কমিউনিস্ট নিশ্চয়ই অজ্ঞ নন।

> ট্রাস্ট থাক বা না থাক, পুঁজিবাদী সমাজের সরকারী প্রতিনিধি রাষ্ট্রকে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উৎপাদনের পরিচালনভার গ্রহণ করতে হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তিতে পরিণত করবার এই প্রয়োজনীয়তা সংবাদ আদানপ্রদানের ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিরাট প্রতিষ্ঠান—ডাকঘর, টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ে—প্রভৃতির ক্ষেত্রেই প্রথম অনুভূত হয়।[১]

এই বিবৃতির সঙ্গে এঙ্গেলস নিম্নোক্ত অতি প্রয়োজনীয় মন্তব্যটি জুড়ে দিয়েছেন:

> আমি বলি করতে হবে। কারণ, কেবলমাত্র যখন উৎপাদন ও বিলিব্যবস্থার উপকরণগুলি প্রকৃতভাবেই জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার কাঠামোর আয়ত্তের বাইরে চলে যায় এবং সেইজন্য যখন সেগুলিকে রাষ্ট্র কর্তৃক অধিগ্রহণ করা অর্থ-নৈতিকভাবে অনিবার্য হয়ে ওঠে, কেবলমাত্র তখনই সমস্ত উৎপাদিকা শক্তি সমাজ কর্তৃক গ্রহণেরই প্রবৃত্তি হিসেবে আর এক ধাপ অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটে। এমনকি যদি এটা আজকের রাষ্ট্রও হয়, তবুও এইরকম ঘটে। বিসমার্ক শিল্প প্রতিষ্ঠান-সমূহের রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রবর্তন করার পর সাম্প্রতিককালে এক ধরণের ভেজাল সমাজতন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, যা কোন কোন সময়ে দাস্যপনায় অধঃপতিত হচ্ছে, কোন প্রশ্ন না তুলেই যা সকল রাষ্ট্র মালিকানাকেই, এমনকি বিসমার্কিয়ান ধরণের রাষ্ট্রমালিকানাকেও সমাজতান্ত্রিক বলে ঘোষণা করছে। নিশ্চয়ই, যদি রাষ্ট্র কর্তৃক তামাক শিল্পের অধিগ্রহণকে সমাজতান্ত্রিক বলতে হয়, তবে নেপোলিয়ন ও মেটারনিককে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে গণ্য করতে হবে। নিছক সাধারণ রাজনৈতিক ও আর্থিক কারণে বেলজিয়াম রাষ্ট্র যদি নিজে নিজের প্রধান রেল-লাইন নির্মাণ করে থাকে, কোন

---

(১) মার্কস ও এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫৮, খণ্ড ২, পৃ: ১৪৭-১৪৮।

রকম অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে না পড়েও যদি বিসমার্ক যুদ্ধকালে প্রাশিয়ান রেললাইনগুলি ভালভাবে করায়ত্ত করার সহজ কারণে, সরকারের পক্ষে ভোটদানের জন্য রেলওয়ে কর্মচারীদের পশুর মত লালন করার উদ্দেশ্যে, এবং সংসদীয় ভোট নিরপেক্ষ নিজস্ব আয়ের নতুন এক উৎস বিশেষভাবে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে প্রধান প্রাশিয়ান রেলপথগুলি রাষ্ট্রের হাতে গ্রহণ করে থাকেন—তাহলে এটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, সচেতন বা অচেতনভাবে কোন বিচারেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়। অন্যথায়, রয়্যাল ম্যারিটাইম কোম্পানী, রয়্যাল পোরসেলিন ম্যানুফ্যাকচার এবং সেনাবাহিনীর জন্য পোশাক নির্মাণের দর্জির দোকানগুলি পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বনে যেত ; এমনকি, তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ামের রাজত্বকালে জনৈক ধূর্তের সুচিন্তিত প্রস্তাব অনুসারে যদি বেশ্যালয়গুলি রাষ্ট্র কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হত, তবে সেগুলিও সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হয়ে যেত।[১]

এরপর এঙ্গেলস পুঁজিবাদী দেশগুলিতে তথাকথিত রাষ্ট্রমালিকানার চরিত্র সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করে বলেন :

কিন্তু, জয়েন্ট স্টক কোম্পানী ও ট্রাস্টে অথবা রাষ্ট্রমালিকানায় যাতেই রূপান্তর ঘটুক না কেন, তা দিয়ে উৎপাদিকা শক্তিগুলির পুঁজিবাদী চরিত্রের অবসান হয় না। জয়েন্ট স্টক কোম্পানী ও ট্রাস্টে ব্যাপারটা স্পষ্ট। শ্রমিকদের ও ব্যক্তিগত পুঁজিপতির হাত থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির বাহ্যিক শর্তগুলি রক্ষা করার জন্য বুর্জোয়া সমাজ আবার যে একটিমাত্র সংগঠন আঁকড়ে থাকে সেটি হল আধুনিক রাষ্ট্র। আধুনিক রাষ্ট্র, তার রূপ যাই হোক না কেন, আসলে একটি পুঁজিবাদী যন্ত্র। এটা হল পুঁজিপতিদের রাষ্ট্র, সার্বিক জাতীয় পুঁজির আদর্শ প্রতীক। যতই এই রাষ্ট্র উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে বেশী বেশী করে গ্রহণের দিকে এগোয়, ততই তা সার্বিক জাতীয় পুঁজিপতি হয়ে উঠে এবং আরো অধিক সংখ্যায় নাগরিক শোষণ করে। শ্রমিকরা মজুরি-শ্রমিক—সর্বহারাই থেকে যান। পুঁজিবাদী সম্পর্কের অবসান ঘটে না বরং তা চূড়ান্ত অবস্থানে পৌঁছায় ; কিন্তু এই অবস্থানে ঐ পুঁজিবাদী সম্পর্ক ভেঙে পড়ে। উৎপাদিকা শক্তিগুলির রাষ্ট্রীয় মালিকানায় বিরোধের সমাধান হয় না ; কিন্তু এরই মধ্যে লুকিয়ে থাকে টেকনিক্যাল শর্তগুলি যা হল সেই সমাধানের অঙ্কুর।[২]

যখন একচেটিয়া পুঁজি প্রথম আবির্ভূত হচ্ছিল এবং পুঁজিবাদ অবাধ প্রতিযোগিতা থেকে একচেটিয়া ব্যবস্থার দিকে যাত্রা শুরু করেছিল, তখন এঙ্গেলস এইসব লিখেছিলেন।

---

(১) মার্কস ও এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫৮, খণ্ড ২, পৃঃ ১৪৭-১৪৮।

(২) মার্কস ও এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫৮, খণ্ড ২, পৃঃ ১৪৮-১৪৯।

যখন একচেটিয়া পুঁজি সম্পূর্ণভাবে প্রভুত্ববিস্তারের অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে—তার যুক্তিগুলি কি তাদের যথার্থতা হারিয়েছে ? একথা কি বলা যায় যে, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে জাতীয়করণের ফলে এখন "উৎপাদিকা শক্তিগুলির পুঁজিবাদী চরিত্র" পরিবর্তিত হয়েছে এবং এমনকি বিলুপ্ত হয়েছে ? একথা কি বলা যায় যে, পুঁজিবাদী জাতীয়করণের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন উপায়ে রূপায়িত রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ এখন আর পুঁজিবাদ নয় ? অথবা হয়ত অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে বলা না গেলেও ইতালির ক্ষেত্রে এই কথা বলা যায় কি ?

এখানে তাহলে আমাদের রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রশ্ন সম্পর্কে, বিশেষ করে ইতালির ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করতে হয়।

পুঁজি কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে একচেটিয়া ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে বিশ্ব পুঁজিবাদ সাধারণভাবে একচেটিয়া ব্যবস্থার দিকে কেবল একটি পদক্ষেপ এগিয়েই যায়নি; উপরন্তু সাধারণভাবে একচেটিয়া ব্যবস্থা থেকে এক ধাপ দূরে সরে গিয়ে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ব্যবস্থার দিকে এগিয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে, বিশেষ করে ১৯২৯ সালে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেবার পরে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশেই রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ আরও বিকশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে উভয়পক্ষের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিই যুদ্ধের সুযোগে উচ্চ মুনাফা লাভ করার জন্য রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিকে যতখানি সম্ভব পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছে; এবং যুদ্ধের পর থেকে কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী দেশে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি অর্থনৈতিক জীবনে কার্যত কম বেশী প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্যান্য প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির তুলনায় ইতালিতে পুঁজিবাদের ভিত্তি অপেক্ষাকৃত ভাবে দুর্বল। সুতরাং শুরু থেকেই ইতালি সর্বোচ্চ মুনাফা আদায়ের লক্ষ্যে পুঁজির শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত করার উদ্দেশ্যে, আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য, নিজের বাজার বিস্তৃত করার জন্য এবং উপনিবেশগুলি পুনর্বণ্টনের জন্য রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির পথ গ্রহণ করেছিল। বড় বড় ব্যাঙ্ক ও শিল্প কারখানাকে ঋণ এবং ভরতুকি দেবার জন্য ১৯১৪ সালে ইতালি সরকার কর্তৃক 'কনসরজিও পার সোভেনজিয়োন সুভালোর ইণ্ডাস্ট্রীয়া' প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট শাসনে রাষ্ট্রযন্ত্র ও একচেটিয়া-পুঁজিপতিদের সংগঠনগুলির মধ্যে আরো বেশী সংযোগ সাধিত হয়। বিশেষ করে, ১৯২৯-৩৩ সালের বিরাট সংকটের সময়ে ইতালি সরকার সংকটের আগের মূল্যে বহু 'ফেল' করা ব্যাঙ্কের ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের বিরাট অংশ কিনে নেয়, বহু ব্যাঙ্ক ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনে এবং 'ইন্‌স্টিটুটো পার লা রিকস্ট্রুজিয়োনে ইণ্ডাস্ট্রিয়েল' সংগঠিত করে এবং এভাবেই বিশাল এক রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির সংগঠন গড়ে তোলে। ফ্যাসিস্ট শাসনের ভিত্তি ছিল যে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি সহ ইতালীয় একচেটিয়া পুঁজি—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও তা পুরোপুরি থেকে যায় এবং আরো দ্রুতগতিতে বিকশিত হয়। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি দ্বারা অথবা রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগত মালিকানার

একচেটিয়া পুঁজি দ্বারা যুক্তভাবে পরিচালিত শিল্পোদ্যোগগুলি ইতালির অর্থনীতির প্রায় ৩০ শতাংশ জুড়ে আছে।

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির অগ্রগতি থেকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কী সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিৎ? তোগলিয়াত্তি ও ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি'র আরো কয়েকজন কমরেড যেমন বলেছেন, সেইভাবে ইতালিতে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পোদ্যোগ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি "একচেটিয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে"[১] দাঁড়াতে পারে কি? "জনসাধারণের মনোভাবের অভিব্যক্তি"[২] হতে পারে কি? এবং "একচেটিয়া ধরণের অগ্রগতি রোধের অধিকতর কার্যকরী হাতিয়ার"[৩] হতে পারে কি?

কোন মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর পক্ষেই এ ধরণের সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব নয়।

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ হল এমনই একচেটিয়া পুঁজিবাদ যেখানে একচেটিয়া পুঁজি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে মিশে গেছে। রাষ্ট্রক্ষমতার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ পুঁজির কেন্দ্রীভূত হওয়ার ও মোট পরিমাণ বর্দ্ধিত হওয়ার গতি ত্বরান্বিত করে, মেহনতী জনগণের উপর শোষণ তীব্রতর করে, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলিকে গ্রাস করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, কয়েকটি একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীকে অন্য গোষ্ঠী দ্বারা গ্রাস করার তীব্রতা বৃদ্ধি করে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও প্রসারের জন্য একচেটিয়া পুঁজিকে শক্তিশালী করে। "অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ" ও "একচেটিয়া ব্যবস্থার বিরোধিতার" ছদ্মবেশে এবং রাষ্ট্রের নাম ব্যবহার করে প্রতারণা করার জন্য রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ কৌশলে বিপুল মুনাফা একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলির কাছে নোংরা কৌশলে চালান করে দেয়।

যেসব পদ্ধতিতে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সেবা করে সেগুলি হল এই:

১। লগ্নী করার ঝুঁকির হাত থেকে পুঁজিপতিদের রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থ এবং জনসাধারণের দেয় কর ব্যবহার করে; এইভাবে একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলির বিরাট মুনাফা নিশ্চিত করে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইতালির বৃহত্তম রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া সংগঠন 'ইস্টিটুটো পার লা রিকস্ট্রুজিওয়োনে ইণ্ডাস্ট্রিয়েলে'র জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাজারে ছাড়া সমস্ত বণ্ডের উপর সরকার সুদও দেয় এবং মূলধনের গ্যারাণ্টিও প্রদান করে। বণ্ড মালিকরা উচ্চহারে

---

(১) এ. পেসেন্তি: "এটা কি কাঠামোর বা উপরি-কাঠামোর প্রশ্ন"?

(২) এ. পেসেন্তি: "এটা কি কাঠামো বা উপরি-কাঠামোর প্রশ্ন"?

(৩) এ. পেসেন্তি: "রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রূপ"।

সুদ পান এই সুদের হার বছরে ৪½ থেকে ৮ শতাংশ পর্যন্ত। উপরন্তু, শিল্পোদ্যোগে লাভ হলে তারা লভ্যাংশও পান।

২। আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রীয় বাজেটের মাধ্যমে জাতীয় আয়ের বিরাট এক অংশ এমনভাবে পুনর্বণ্টিত হয় যে বিভিন্ন একচেটিয়া গ্রুপগুলির বিপুল মুনাফা লাভের পথ নিশ্চিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৫৫ সালে রাষ্ট্রীয় বাজেটের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ইতালি সরকার কর্তৃক ব্যক্তিগত একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে পণ্য ক্রয় ও অর্ডার দেওয়ার জন্য বরাদ্দ করা হয়।

৩। ক্রয় ও বিক্রয়ের পাল্টাপাল্টি ব্যবস্থার মাধ্যমে কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সেই সব শিল্পোদ্যোগ অধিগ্রহণ করে যেগুলি লোকসানে চলছিল বা দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছিল অথবা যেগুলির জাতীয়করণের মধ্যে দিয়ে কোনো বিশেষ একচেটিয়া গোষ্ঠী উপকৃত হয় এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলির কাছে সেইসব শিল্পোদ্যোগ বিক্রয় করে দেয় যেগুলি লাভজনক ছিল।

উদাহরণস্বরূপ, ইতালীয় অর্থনীতিবিদ গিনো লঙ্গো কর্তৃক সংকলিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯২০ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পরপর ইতালির সরকারগুলি ফেল করা ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কেনার জন্য ১,৬৩৭,০০০ মিলিয়ন লিরা (১৯৫৩ সালের মূল্যমান অনুযায়ী) ব্যয় করেছে; অর্থের এই পরিমাণটি হল ৫ কোটি বা ততোধিক পরিমাণ লিরা মূলধন আছে এমন সমস্ত ইতালীয় জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর ১৯৫৫ সালের মোট পুঁজির (nominal capital) শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী অন্যদিকে অসম্পূর্ণ পরিসংখ্যান অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত একমাত্র 'ইষ্টিটুটো পার লা রিকস্ট্রুজিয়োনে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েলে' সংস্থাই লাভজনক শিল্পোদ্যোগগুলির মোট ৪৯১,০০০ মিলিয়ন লিরা (১৯৫৩ সালের মূল্যমান অনুযায়ী) মূল্যের শেয়ার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে নতুন করে বিক্রয় করেছে।

৪। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি মূলধনের কেন্দ্রীভবন ও সমষ্টিকরণ তীব্রতর করে এবং ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ গ্রাস করে নেবার গতিবেগ বৃদ্ধি করে।

উদাহরণস্বরূপ, ইতালীয় অর্থনীতির জীবনধারা নিয়ন্ত্রণকারী ১০টি বৃহত্তম একচেটিয়া গ্রুপের মূলধন (nominal capital) ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত ১৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফিয়াট কোম্পানি তার মূলধন (nominal capital) ২৫ গুণ ও ইতালসিমেন্টো তার মূলধন (nominal capital) ৪০ গুণ বৃদ্ধি করেছে। যদিও ইতালির বৃহত্তম ১০টি কোম্পানী সমগ্র জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর শতকরা 0'08 ভাগ মাত্র, তবু তারা ইতালির মোট ব্যক্তিগত শেয়ার মালিকানা মূলধনের শতকরা ৬৪ ভাগ অধিকার নিয়ন্ত্রণ করে। একই

সময়ে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগের সংখ্যা সবসময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি রাষ্ট্রের নাম ও রাষ্ট্রের কূটনৈতিক পদ্ধতিগুলি কাজে লাগিয়ে বাজারের জন্য ভীষণভাবে লড়াই করে এবং এইভাবে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি নয়া উপনিবেশিক অনুপ্রবেশ বিস্তৃত করার জন্য প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হিসাবে ইতালীয় একচেটিয়া পুঁজির সেবা করে।

উদাহরণস্বরূপ, একমাত্র ১৯৫৬-৬১ সালের মধ্যে এণ্টে নাজিওনাল ইড্রোকারবুরি' সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, ইরান, লিবিয়া, মরক্কো, টিউনিসিয়া, ইথিওপিয়া, সুদান, জর্ডন, ভারত, যুগোশ্লাভিয়া, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের তৈলসম্পদ অনুসন্ধান ও লুণ্ঠন করার অধিকার অর্জন করে ; এবং পাইপ-লাইন ও শোধনাগার নির্মাণ করার ও তেল বিক্রয় করার অধিকার লাভ করে। এইভাবে, এই সংস্থা বিশ্বের তেলের বাজারে ইতালীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের জন্য একটা স্থান আদায় করে দেয়।

পূর্বোক্ত তথ্যগুলি থেকে এটা স্পষ্ট যে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি ও ব্যক্তিগত একচেটিয়া পুঁজি কার্যতঃ বিপুল মুনাফা আদায়ের জন্য একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ব্যবহৃত দুটি পরস্পর-সাহায্যকারী পদ্ধতি মাত্র। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির বিকাশ সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলিকে তীব্রতর করে এবং যেমনভাবে তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা জোর দিয়ে বলেন, কখনই "শীর্ষস্থানীয় বড় একচেটিয়া গ্রুপগুলির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করতে বা ভেঙে দিতে"[১] পারে না অথবা সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলির পরিবর্তন সাধন করতে পারে না।

ইতালিতে কোন কোন লোকের মধ্যে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে বর্তমান ইতালীয় পুঁজিবাদ পঞ্চাশ বছর আগেকার পুঁজিবাদ থেকে ভিন্নতর এবং বর্তমান ইতালীয় পুঁজিবাদ এক "নতুন যুগে" প্রবেশ করেছে। ইতালির বর্তমান পুঁজিবাদকে তারা "নয়া পুঁজিবাদ" বলে অভিহিত করেন। তারা জোর দিয়ে বলে থাকেন যে, "নয়া পুঁজিবাদের" অধীনে অথবা পুঁজিবাদের "নতুন যুগে" শ্রেণী-সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, সর্বহারাদের রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল এবং সর্বহারা একনায়কত্ব প্রভৃতি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মৌলিক নীতিগুলির আর কোন প্রয়োজন নেই। তারা মনে করেন "কর্মসূচী রচনা", "কারিগরী অগ্রগতি", "পূর্ণ কর্মসংস্থান" ও "কল্যাণমূলক রাষ্ট্র'—এই ধরণের পদ্ধতির মাধ্যমে এবং "আন্তর্জাতিক মৈত্রীর" মাধ্যমে এই "নয়া-পুঁজিবাদ" পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই আপাতদৃষ্টিতে পুঁজিবাদের মৌলিক দ্বন্দ্বগুলির সমাধানের কাজ সম্পন্ন করতে পারে। ক্যাথলিক আন্দোলন এবং সমাজ-সংস্কারকেরাই ইতালিতে প্রথম এই সব তত্ত্ব সমর্থন করেছিলেন এবং প্রচার করে-

---

(১) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের জন্য থিসিস।

ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এইসব তথাকথিত তত্ত্বের মধ্যেই তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা তাদের "কাঠামোগত সংস্কারের তত্ত্বে"র নতুন ভিত্তি খুঁজে পেয়েছিলেন।

তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা বলে থাকেন যে "এক সময়ের সমাজতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নের ধারণাগুলি আজকাল আরও ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে ও গৃহীত হচ্ছে"।[১]

কমরেড তোগলিয়াত্তির অভিমত এই যে, (১) কেবল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে নয়, পুঁজিবাদের অধীনেও জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত উন্নয়ন ঘটতে পারে এবং (২) সমাজ-তন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসূচক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন পুঁজিবাদী ইতালিতে গৃহীত হতে পারে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা সবসময়ই বলে থাকেন যে সমগ্রভাবে বুর্জোয়াদের স্বার্থেই জাতীয় অর্থনীতি কোন কোন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করার নীতি গ্রহণ সম্ভব এবং প্রয়োজনীয় বলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র মনে করে। এঙ্গেলস-এর লেখা থেকে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের মধ্যেই এই ধারণা নিহিত আছে। একচেটিয়া পুঁজির যুগে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের এই নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যাবলী প্রধানতঃ একচেটিয়া পুঁজিপতিদেরই স্বার্থরক্ষা করে। যদিও এই নিয়ন্ত্রণ কখনও কখনও কোন বিশেষ একচেটিয়া গোষ্ঠীর স্বার্থ বিসর্জন দেয়, কিন্তু একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সামগ্রিক স্বার্থের কখনও ক্ষতি হয় না, উপরন্তু এই নিয়ন্ত্রণ তাদের সামগ্রিক স্বার্থেরই প্রতিনিধিত্ব করে।

এই বিষয়ে লেনিনের এক চমৎকার ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া হল। তিনি বলেছেন:

" .... একচেটিয়া পুঁজিবাদ অথবা রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ এখন আর পুঁজিবাদ নয়, এখন একে 'রাষ্ট্রীয় সমাজবাদ' অথবা ঐ ধরণের কিছু আখ্যা দেওয়া যেতে পারে—বুর্জোয়া সংস্কারমূলক এই ভ্রান্ত বক্তব্য সর্বাধিক প্রচলিত। ট্রাস্টগুলি অবশ্য পূর্ণ পরিকল্পনা কখনই সৃষ্টি করতে পারে নি এবং সৃষ্টি করতে পারেও না। যত পরিকল্পনা এই ট্রাস্ট-গুলি করুক না কেন, পুঁজিবাদী রাঘব বোয়ালেরা জাতীয়ভাবে এমনকি আন্তর্জাতিকভাবে উৎপাদনের পরিমাণের আগাম হিসাব যতই করুক না, এবং যতই বিধিবদ্ধভাবে তারা এটাকে নিয়ন্ত্রিত করুক না কেন, আমরা এখনও পুঁজিবাদের অধীনে আছি—নতুন পর্যায়ের পুঁজিবাদ একথা সত্যি, কিন্তু এখনও নিঃসন্দেহে পুঁজিবাদ"।[২]

যাই হোক, ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কিছু কমরেড এই ধারণা পোষণ করেন যে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের শাসনের অধীনে ইতালিতে "পরিকল্পনা" কার্যকরী করে "শ্রমিক

---

(১) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে তোগলিয়াত্তির রিপোর্ট।

(২) লেনিন, "রাষ্ট্র ও বিপ্লব", নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫১, খণ্ড ২, অংশ ১, পৃঃ ১৬৯।

শ্রেণীর স্বাধীনতা ও মুক্তির সমস্যা" [১] সহ ইতালির ইতিহাসের প্রধান সমস্যাগুলি সমাধান করা সম্ভব। কিন্তু এই অলৌকিক ঘটনা কী ভাবে সম্ভব ?

কমরেড তোগলিয়াত্তি বলেন, "প্রায় সমস্ত বড় দেশে পুঁজিবাদী শাসনের আধুনিক রূপ যে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ তা হল লেনিন স্বীকৃত সেই স্তর, যে স্তরের পর এগিয়ে যেতে হলে সমাজতন্ত্র ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। কিন্তু এই বস্তুগত প্রয়োজনীয়তা থেকে সচেতন আন্দোলন সৃষ্টি করা দরকার।"[২] এক সুপরিচিত বিবৃতিতে লেনিন বলেছেন, "পুঁজিবাদ……পুঁজিবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদে, একচেটিয়া ব্যবস্থা থেকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে পৌঁছেছে। এ সবকিছুই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে এগিয়ে এনেছে এবং এই বিপ্লবের জন্য বস্তুগত অবস্থা সৃষ্টি করেছে।"[৩] অন্যত্রও তিনি এই ধরণের বিবৃতি দিয়েছিলেন। পরিষ্কারভাবে লেনিন বোঝাতে চেয়েছেন, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিকাশ কেবলমাত্র এটাই প্রমাণ করতে সাহায্য করে যে, "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নিকটবর্তী হয়েছে, কিন্তু (রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিকাশ) এই ধরণের বিপ্লবের অস্বীকৃতি সহ্য করার অনুকূলে কোন যুক্তি দেয় নি এবং সব সংশোধনবাদীরাই পুঁজিবাদকে আকর্ষণীয় করে তোলার যে পেশায় নিযুক্ত, তার অনুকূলেও যুক্তি দেয় নি"।[৪] মার্কসবাদ যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্ন সামনে হাজির করে, তাকে এড়াতে গিয়ে সংস্কারবাদীরা ঠিক যেমন দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাষা ব্যবহার করে, কমরেড তোগলিয়াত্তিও তেমনি "কাঠামোগত সংস্কার" এবং "সচেতন আন্দোলন" প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে একই ভাষা ব্যবহার করছেন ; এবং তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন যাতে ইতালীয় পুঁজিবাদ আরো বেশী আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

মহান লেনিনের শিক্ষা স্মরণ করুন

পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলি থেকে দেখা যায় যে, তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা যে "কাঠামোগত সংস্কার তত্ত্ব" উত্থাপন করেছেন তা হচ্ছে রাষ্ট্র ও বিপ্লবের মৌলিক প্রশ্নে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সামগ্রিক সংশোধন। ১৯৫৬ সালেই কমরেড তোগলিয়াত্তি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সামগ্রিক সংশোধনের পতাকা প্রকাশ্যে তুলে ধরেন। ঐ বছরের জুন মাসে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে তিনি বলেন :

---

(১) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের জন্য থিসিস।

(২) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে তোগলিয়াত্তির রিপোর্ট।

(৩) লেনিন, "১৯১৭ সালের ৭ই মে (২৪শে এপ্রিল) আর এস ডি এল পি-র এপ্রিল সম্মেলনে বর্তমান পরিস্থিত সম্পর্কে রিপোর্ট", নির্বাচিত রচনাবলী, ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, নিউইয়র্ক, ১৯৪৩, খণ্ড ৬, পৃঃ ৯৯।

(৪) লেনিন, "রাষ্ট্র ও বিপ্লব", নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫১, খণ্ড ২, অংশ ১, পৃঃ ২৬৯-৭০।

"প্রথমে মার্কস ও এঙ্গেলস এবং পরে লেনিন এই তত্ত্ব (সর্বহারার একনায়কত্বের তত্ত্ব—হংকি সম্পাদক) আরো বিকশিত করে বলেন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কাজে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে না। শ্রমিকশ্রেণীকে অবশ্যই এই যন্ত্র চূর্ণ ও ধ্বংস করতে হবে এবং তার জায়গায় সর্বহারা রাষ্ট্রযন্ত্র অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মার্কস ও এঙ্গেলস্-এর মূল অবস্থান এরকম ছিল না। এই অবস্থান প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতার পর তারা গ্রহণ করেন এবং লেনিন বিশেষ ভাবে এই তত্ত্বকে বিকশিত করেন। এই অবস্থান কি বর্তমানেও সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য ? এটা আলোচনার বিষয়। বস্তুত, যখন আমরা স্বীকার করি যে কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই নয়, সংসদীয় ব্যবস্থা কাজে লাগিয়েও সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব, তখন এটা সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীতে যে সকল পরিবর্তন ঘটেছে এবং যে সকল পরিবর্তন এখনও ঘটতে যাচ্ছে সেই সব বিচার করে, এই অবস্থানের কিছুটা আমরা পরিবর্তন করতে পারি।"

এখানে কমরেড তোগলিয়াত্তি মার্কসবাদের একজন ঐতিহাসিক হিসেবে নিজেকে জাহির করেছেন অথচ তিনি যা করছেন তা হল মৌলিকভাবে মার্কসবাদের বিকৃতি সাধন।

নিম্নোক্ত তথ্যগুলি বিচার করুন।

১৮৪৭ সালে লিখিত **কমিউনিস্ট ইস্তেহারে** মার্কস ও এঙ্গেলস অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, "শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ হল সর্বহারাদের শাসকশ্রেণীর পদে উন্নীত করা ; গণতন্ত্রের লড়াই-এ জয়লাভ করা"।[১] এই বিবৃতি প্রসঙ্গে লেনিন বলেছেন, "রাষ্ট্র বিষয়ে মার্কসবাদের সর্বাপেক্ষা বেশী উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাগুলির একটির সূত্র আমরা এখানে পাই ; এই চিন্তা হল সর্বহারার একনায়কত্ব (প্যারি কমিউনের পর মার্কস ও এঙ্গেলস এই নাম ব্যবহার করেন)"।[২]

পরবর্তীকালে, ১৮৪৮-৫১ সালের অভিজ্ঞতার সারসংকলন করে মার্কস পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্র চূর্ণ করে ফেলার প্রশ্নটি তোলেন, লেনিন যেমন বলেছিলেন এখানে "প্রশ্নটি বাস্তবানুগভাবেই আলোচিত হয়েছে, এবং সিদ্ধান্ত খুবই সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট, কার্যকরী ও সহজবোধ্য ; এ যাবৎ যত বিপ্লব ঘটেছে তা রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিখুঁত করে তুলেছে, কিন্তু একে অবশ্যই ভেঙ্গে ফেলতে হবে, চূর্ণ করতে হবে।" লেনিন আরও বলেন, "এই সিদ্ধান্ত হল রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসবাদী শিক্ষার প্রধান ও মৌলিক একটি বিষয়"।[৩]

---

(১) মার্কস ও এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫৮, খণ্ড ১, পৃঃ ৫৩।

(২) লেনিন, "রাষ্ট্র ও বিপ্লব", নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫১, খণ্ড ২, অংশ ১, পৃঃ ২২২।

(৩) ঐ, পৃঃ ২২৬, ২২৭।

১৮৪৮-৫১ সালের অভিজ্ঞতার ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, মার্কস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পূর্ববর্তী বিপ্লবগুলির মত, সর্বহারা বিপ্লব আমলাতান্ত্রিক সামরিক যন্ত্রকে একদল লোকের কাছ থেকে অন্য একটি দলের কাছে কেবলমাত্র হস্তান্তর করবে না। চূর্ণ করা রাষ্ট্রযন্ত্রের স্থানে কী প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, এই প্রশ্ন সম্পর্কে মার্কস তখন কোন সুনির্দিষ্ট উত্তর দেননি। এই কারণ সম্বন্ধে লেনিনের মন্তব্য হল এই যে, 'এই প্রশ্ন উত্থাপন করতে গিয়ে, মার্কস নিজেকে কেবলমাত্র যুক্তি তর্কের ওপরই প্রতিষ্ঠিত করেন নি, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপরও কঠোরভাবে অবস্থান করেছিলেন।[১] এই বিশেষ প্রশ্নের জন্য ১৮৫২ সালে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতায় কিছুই ছিলনা যা থেকে কোন উত্তর দেওয়া যেতে পারত ; কিন্তু ১৮৭১ সালে প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতা প্রশ্নটিকে আলোচনার বিষয়বস্তু করে তোলে। "বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র চূর্ণ করে ফেলার জন্য কমিউনই হল সর্বহারা বিপ্লবের প্রথম প্রচেষ্টা, এটা হল 'অবশেষে আবিষ্কৃত' এক রাজনৈতিক রূপ ; যাকে চূর্ণ করা রাষ্ট্রযন্ত্রের স্থানে বসানো যেতে পারে এবং অবশ্যই বসাতে হবে"।[২]

এখান থেকে আমরা দুটো প্রশ্ন দেখতে পাই—বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র চূর্ণ করে ফেলা এবং তার জায়গায় কী বসান উচিত তা স্থির করা ; এবং বিভিন্ন পর্যায়ের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রথমে মার্কস একটি প্রশ্নের, পরে অন্যটির উত্তর দিয়েছেন। কমরেড তোগলিয়াত্তি বলেন যে, ১৮৭১ সালের প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতার পরেই কেবল মার্কস ও এঙ্গেলস মনে করেছিলেন যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র চূর্ণ করা সর্বহারাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এটা ইতিহাসের বিকৃতি সাধন।

কাউটস্কির মত কমরেড তোগলিয়াত্তি বিশ্বাস করেন, "রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস না করেই ক্ষমতা দখল করা সম্ভব"।[৩] তিনি মনে করেন যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র সংরক্ষণ করা যেতে পারে এবং এই তৈরী করা রাষ্ট্রযন্ত্র কাজে লাগিয়ে সর্বহারাদের লক্ষ্য চরিতার্থ করা যেতে পারে। এই বিষয়ে লেনিন কীভাবে বারে বারে কাউটস্কিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তা যদি কমরেড তোগলিয়াত্তি লক্ষ্য করতেন তবে ভাল হত। লেনিন বলেছেন :

"কাউটস্কি শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল হয় পুরোপুরি নাকচ করেন, অথবা তিনি স্বীকার করে নেন যে শ্রমিকশ্রেণী পুরনো বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকার করতেও পারে ; কিন্তু তিনি কোনভাবেই স্বীকার করবেন না যে, শ্রমিকশ্রেণীকে এটা ভেঙ্গে ফেলতে, চূর্ণ করতে ও তার স্থানে এক নতুন সর্বহারার যন্ত্র বসাতে হবে। কাউটস্কির যুক্তিগুলিকে যে কোন

---

(১) লেনিন, "রাষ্ট্র ও বিপ্লব", নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫১, খণ্ড ২, অংশ ১, পৃঃ ২২৬-২২৭।

(২) ঐ, পৃঃ ২৩০।

(৩) লেনিন, "রাষ্ট্র ও বিপ্লব", নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, খণ্ড ২, অংশ ১, পৃঃ ৩১১।

ভাবেই 'ব্যাখ্যা' করা হোক বা 'বোঝান' হোক না কেন, মার্কসবাদের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ এবং বুর্জোয়াদের কাছে তার আত্মসমর্পণ খুবই স্পষ্ট"।[১]

যে হেতু কমরেড তোগলিয়াত্তি বড়াই করে বলেন যে তাদের কর্মসূচী "মার্কসবাদ-লেনিনবাদেরই এক গভীরতর রূপায়ণ ও বিকাশসাধন", এটা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, কাঠামোগত সংস্কারের এই তথাকথিত তত্ত্ব কার্যত কাউট্স্কিই প্রথম উদ্ভাবন করেছিলেন। তার "সামাজিক বিপ্লব" নামক পুস্তিকায় কাউট্স্কি বলেন, আমরা যে বর্তমান অবস্থায় প্রাধান্য বিস্তার করতে পারব না তা আর বলে দিতে হবে না। বিপ্লবের অর্থই হল একটি গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম, এই সংগ্রাম অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো পরিবর্তিত হবে।" এটা পরিষ্কার যে বহুকাল আগেই কাউট্স্কি সর্বহারা বিপ্লবের তত্ত্বের পরিবর্তে কাঠামোগত সংস্কারের তত্ত্ব আনতে চেয়েছিলেন এবং কমরেড তোগলিয়াত্তি এই আলখাল্লাটাই উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন। তাসত্ত্বেও আমরা যদি যত্নের সঙ্গে তাদের অভিমতগুলি পরীক্ষা করি তবে আমরা দেখব যে, কমরেড তোগলিয়াত্তি কাউট্স্কিকেও ছাড়িয়ে গেছেন—কাউট্স্কি স্বীকার করেছিলেন "বর্তমান অবস্থায় আমরা প্রাধান্য বিস্তার করতে পারব না", আর কমরেড তোগলিয়াত্তি বলেন যে "বর্তমান অবস্থাতে"ই আমরা প্রাধান্য বিস্তার করতে পারি।

তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা মনে করেন যে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য ইতালির যা প্রয়োজন তা হল ইতালির অনবদ্য সংবিধানের অধীনে "নয়াগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা" প্রতিষ্ঠা করা এবং একই সময়ে "একটি নতুন ঐতিহাসিক ব্লক" অথবা "সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয় শক্তিগুলির একটি নতুন ব্লক"[২] গঠন করা। তারা মনে করেন যে ইতালির সর্বহারারা নয়, বরং এই "নতুন ঐতিহাসিক ব্লক"ই "নৈতিক, মানসিক এবং রাজনৈতিক বিপ্লবের ধারক বাহক"।[৩] কেউ জানে না এই "নতুন ঐতিহাসিক ব্লক" প্রকৃতপক্ষে কী এবং কী করে এটা গঠিত হবে। তোগলিয়াত্তি এবং অন্যান্য কমরেডরা কোন কোন সময়ে বলেন, "শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে"[৪] এটা গঠিত হবে। আবার তারা কোন কোন সময়ে বলেন, এই "নতুন ঐতিহাসিক ব্লক" নিজেই "নেতৃস্থানীয় শক্তিগুলির ব্লক"। এই ধরণের ব্লক কি সর্বহারাদের শ্রেণীসংগঠন অথবা এটা কি শ্রেণীগুলির এক মৈত্রীসংস্থা?

---

(১) লেনিন, "সর্বহারা বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউট্স্কি," নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫১, খণ্ড ২, অংশ ২, পৃঃ ৬৯।

(২) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের থিসিস দ্রষ্টব্য।

(৩) ঐ।

(৪) লেনিন, "আমাদের বিপ্লবে সর্বহারাদের কর্তব্য", নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫১, খণ্ড ২, অংশ ১, পৃঃ ৩৩।

এই ব্লক কার নেতৃত্বে পরিচালিত—শ্রমিক শ্রেণীর, বুর্জোয়া শ্রেণীর অথবা অন্য কোন শ্রেণীর ? একমাত্র ভগবানই তা জানেন। শেষ বিচারে দেখা যায় যে তাদের কল্পনাপ্রসূত ও অস্পষ্ট সূত্রের উদ্দেশ্যই হল সর্বহারা বিপ্লব ও সর্বহারা একনায়কত্বের মৌলিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধারণা থেকে দূরে সরে যাওয়া।

কমরেড তোগলিয়াত্তির ধারণা হল—(১) বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র চূর্ণ করার কোন প্রয়োজন নেই এবং (২) সর্বহারা রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার কোন প্রয়োজন নেই। এইভাবে তিনি প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতা নাকচ করে দেন।

মার্কস ও এঙ্গেলসের পরে লেনিন বারে বারে প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করেছেন এবং সবসময়েই জোর দিয়ে বলেছেন যে সমস্ত দেশের সর্বহারাদের পক্ষে এই অভিজ্ঞতা ব্যতিক্রমবিহীন ভাবেই প্রযোজ্য। লেনিন রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতাকে প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা করেননি, বরং রুশ বিপ্লবকে তিনি প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতারই অব্যাহত ধারা ও অগ্রগতি বলে মনে করতেন। তিনি সোভিয়েতগুলির মধ্যে "প্যারি কমিউন থেকে উদ্ভূত রাষ্ট্রের রূপই"[১] দেখেছিলেন এবং তিনি মনে করতেন "প্যারি কমিউনই এই পথে (পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্র চূর্ণ করে ফেলার পথে) প্রথম যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল ; সোভিয়েত সরকার গ্রহণ করে পরবর্তী পদক্ষেপ"।[২]

প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতাকে নাকচ করতে গিয়ে কমরেড তোগলিয়াত্তি স্বভাবতঃই তাঁর ধারণাকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিপরীতে দাঁড় করাচ্ছেন এবং অক্টোবর বিপ্লবের ও অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ের বিভিন্ন দেশের জনগণের বিপ্লবের অভিজ্ঞতাকে সরাসরি নাকচ করে দিচ্ছেন। এইভাবে তিনি তাঁর তথাকথিত ইতালীয় পথকে আন্তর্জাতিক সর্বহারাদের সাধারণ পথের বিপরীতে দাঁড় করাচ্ছেন।

কমরেড তোগলিয়াত্তি বলেন, "রাশিয়ায় যা করা হয়েছিল তা করার প্রয়োজন ইতালীয় শ্রমিকদের নেই"।[৩] এখানেই আমরা প্রশ্নটির মূল বক্তব্য পেয়ে যাই।

১৯৫৬ সালে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচীগত ঘোষণার প্রাথমিক বিষয়বস্তুতে বলা হয়েছিল, "প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রথম কয়েক বছরে এটা বোঝা গিয়েছিল যে, যে পদ্ধতিগুলির সাহায্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপ্লবী শক্তিগুলির দ্বারা ক্ষমতার জয়লাভ অর্জন সম্ভব হয়েছিল সেগুলি অচল হয়ে গেছে"। এখানে আবার আমরা প্রশ্নটির সার বক্তব্য পেয়ে যাই।

---

(১) লেনিন, "আমাদের বিপ্লবে সর্বহারাদের কর্তব্য", নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, ১৯৫১, খণ্ড ২, অংশ ১, পৃ: ৩৩।

(২) লেনিন, "কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস", সংগৃহীত রচনাবলী, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, খণ্ড ২৮, পৃ: ৪৪৪।

(৩) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে তোগলিয়াত্তির রিপোর্ট।

চীন বিপ্লবের অভিজ্ঞতার প্রশ্ন তুলে কমরেড তোগলিয়াত্তি বলেছেন যে, রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য চীনের জনগণের সংগ্রাম পর্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এমন একটি রাজনৈতিক লাইন প্রয়োগ করেছিল "যার সঙ্গে মার্চ থেকে অক্টোবর (১৯১৭) পর্যন্ত বিপ্লবের সময়ে বলশেভিকগণ কর্তৃক গৃহীত রণনীতিগত ও রণকৌশলগত লাইনের কোনই মিল নেই"।[১] এ হল চীন বিপ্লবের ইতিহাসকে বিকৃত করা। যেহেতু চীনের বিপ্লব চীনের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সংঘটিত হয়েছে, অতএব চীন বিপ্লবের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তা সত্ত্বেও কমরেড মাও সেতুং বারে বারে ব্যাখ্যা করে বলেছেন—যে নীতির উপরে আমাদের পার্টির রাজনৈতিক লাইন নির্ধারণ করা হয়েছে তা হল চীন বিপ্লবের সুনির্দিষ্ট অবস্থার সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের সমন্বয় সাধন। আমরা সবসময়ে বলে এসেছি যে, চীন বিপ্লব মহান অক্টোবর বিপ্লবের অব্যাহত ধারা এবং বলা নিষ্প্রয়োজন যে এটা প্যারি কমিউনের আদর্শেরও অব্যাহত ধারা। রাষ্ট্র ও বিপ্লবের তত্ত্ব সম্পর্কিত সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্নে অর্থাৎ পুরনো যুদ্ধবাজ ও আমলাদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রযন্ত্রকে চূর্ণ করা এবং সর্বহারা একনায়কত্বে রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করার প্রশ্নে চীন বিপ্লবের মূল অভিজ্ঞতার সঙ্গে অক্টোবর বিপ্লবের ও প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতার পুরোপুরি মিল আছে। 'জনগণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রসঙ্গে' শীর্ষক তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে কমরেড মাও সেতুং ১৯৪৯ সালে বলেছেন, "রুশদের পথ অনুসরণ কর—এই হল সিদ্ধান্ত"।[২] মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক নীতিসমূহের সংশোধনের অথবা তার নিজের ও অন্যান্য কমরেডদের ভাষায় কমরেড তোগলিয়াত্তি কর্তৃক 'পরিবর্তনে'র সমর্থন করতে গিয়ে কমরেড তোগলিয়াত্তি বলেন যে, চীন বিপ্লবের অভিজ্ঞতা এবং অক্টোবর বিপ্লবের অভিজ্ঞতা দুটো ভিন্ন জিনিষ, "তাদের পরস্পরের কোনও মিল নেই"। কিন্তু এই ধরণের বিকৃতি সাধন কী করে তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডদের কাঠামোগত সংস্কারকে সমর্থন করতে পারে?

"শান্তিপূর্ণ উত্তরণের" এ হল একটি তত্ত্ব; অথবা তাদের নিজেদের ভাষায় এ হল "গণতন্ত্র ও শান্তির মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রগতি"।[৩] তাদের সমগ্র তত্ত্ব এবং সমগ্র কর্মসূচী পুঁজিবাদী সমাজে শ্রেণী-শান্তির প্রশংসায় পরিপূর্ণ এবং "সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রগতির" সম্পর্কে তাতে একেবারেই কিছু নেই; যা আছে তা হল শ্রেণী "শান্তি" এবং সামাজিক "উত্তরণ" তাতে একেবারেই নেই।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সর্বহারা বিপ্লবের বিজ্ঞান, এবং বিপ্লবী অনুশীলনের মধ্যে দিয়েই এর ক্রমাগত বিকাশ ঘটে। ব্যক্তিগত নীতি বা সিদ্ধান্তসমূহ নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির

---

(১) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেস তোগলিয়াত্তির সমাপ্তি ভাষণ।

(২) মাও সেতুং এর নির্বাচিত রচনাবলী, পিকিং, ৪র্থ খণ্ড।

(৩) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের জন্ত থিসিস।

সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহ দ্বারা অপসৃত হতে বাধ্য। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক নীতিসমূহ বর্জন করা অথবা সংশোধন করা যেতে পারে। রাষ্ট্র ও বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব কোন ব্যক্তিবিশেষের নীতি বা সিদ্ধান্ত নয়; এ হল আন্তর্জাতিক সর্বহারার সংগ্রামের অভিজ্ঞতার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সারমর্ম থেকে উদ্ভূত এক মৌলিক নীতি। এই মৌলিক নীতি বর্জন বা সংশোধন করার অর্থ হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে পুরোপুরি মুখ ফেরান।

এখানে আমরা কমরেড তোগলিয়াত্তিকে বিনীতভাবে কয়েকটি আন্তরিক পরামর্শ দিচ্ছি। রাশিয়ান অক্টোবর বিপ্লবে যা করা হয়েছে, তা আপনি করবেন না, এমন ঘোষণা করার ধৃষ্টতা দেখাবেন না। আর একটু বেশী বিনয়ী হোন এবং মহান লেনিন ১৯২০ সালে যা শিখিয়েছিলেন তা স্মরণ করুন, "…..সর্বহারা বিপ্লবের কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সকল দেশকেই রাশিয়া যা করেছিল তা অবশ্যই করতে হবে"।[১]

একদিকে লেনিনবাদীদের এবং অন্যদিকে আধুনিক সংশোধনবাদী ও তাদের অনুগামীদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এইখানে যে—লেনিন নির্দেশিত ও মহান অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ের মধ্য দিয়ে সার্থক প্রমাণিত সর্বহারার রণনীতিসমূহ সমর্থন করা হবে, না সেগুলির বিরোধিতা করা হবে।

(১) লেনিন, "বামপন্থী কমিউনিজম, এক শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা", নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫১, খণ্ড ২, অংশ ২, পৃঃ ৩৫২।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রণনীতির ক্ষেত্রে শত্রুকে ঘৃণা করুন রণকৌশলের ক্ষেত্রে গুরুত্বসহকারে দেখুন

ইতিহাসের বিশ্লেষণ

সাম্রাজ্যবাদ ও সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিই কাগুজে বাঘ—চীনের কমিউনিস্ট পার্টির এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে সম্প্রতি কিছু স্বঘোষিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সোরগোল তুলে চেঁচাতে শুরু করেছেন। এক মুহূর্তে তারা বলেন, এ হল "সাম্রাজ্যবাদকে ছোট করে দেখা" এবং "জনগণকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া"; পরমুহূর্তেই তারা আবার বলেন, এ হল "সমাজতন্ত্রের শক্তিকে তুচ্ছ করা"। এই মুহূর্তে এটাকে তারা "নকল বিপ্লবী" দৃষ্টিভঙ্গী বলে অভিহিত করেন এবং পরমুহূর্তেই "ভয়ের" ওপর ভিত্তি করা এক তত্ত্ব বলে একে আখ্যা দেন। এই ব্যক্তিরা এখন গলার জোরে বা তৎপরতায় একে অন্যকে হারিয়ে দেবার প্রতিযোগিতায় নেমেছেন; পরে যারা এসেছেন তারা প্রথম হতে চাইছেন এবং প্রমাণ করতে চাইছেন যে, তারা মোটেই পিছিয়ে পড়ছেন না। তাদের যুক্তিগুলি সঙ্গতিহীনতায় ও কার্যত নির্বুদ্ধিতায় পরিপূর্ণ এবং তা এই তত্ত্বকে বাতিল করবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। কিন্তু তাদের সকল যুক্তিরই একটা মারাত্মক দুর্বলতা রয়ে গেছে—সাম্রাজ্যবাদ হল পরজীবী, ক্ষয়িষ্ণু ও মৃতপ্রায় পুঁজিবাদ, লেনিনের এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে তারা কখনও গুরুত্বসহকারে স্পর্শ করতেও সাহস পাচ্ছেন না।

ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে কমরেড তোগলিয়াত্তি এই আক্রমণ শুরু করেন। তিনি বলেন, "কেবলমাত্র কাঁধের এক ধাক্কাতেই উল্টে দেওয়া যায়, সাম্রাজ্যবাদকে এমনই এক কাগুজে বাঘ বলা ভুল"।[১] তিনি আরও বলেন, "তারা যদি কাগুজে বাঘই হবে, তবে তাদের হঠাবার জন্য এত কর্মই বা কেন, এত সংগ্রামই বা কেন"?[২] এখন যদি কমরেড তোগলিয়াত্তি ভাষা শিক্ষা ক্লাসে কোন একটি শব্দের অর্থ কী—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এক ছাত্র হতেন এবং উত্তর দিতেন যে, কাগুজে বাঘের অর্থ হল কাগজ দিয়ে তৈরী বাঘ, তাহলে তিনি ভাল নম্বর পেতে পারতেন। কিন্তু তাত্ত্বিক প্রশ্নগুলির পরীক্ষার ক্ষেত্রে অশিক্ষিতের মত আচরণ করা চলবে না। "শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী

(১) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে তোগলিয়াত্তির রিপোর্ট।

(২) তোগলিয়াত্তি, "আলোচনাকে তার প্রকৃত সীমায় ফিরিয়ে নেওয়া যাক।"

মতবাদ, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে গভীরতর ও উন্নততর করার ক্ষেত্রে নিজের ইতিবাচক অবদান আছে বলে"[১] কমরেড তোগলিয়াত্তি দাবী করে, অথচ গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক প্রশ্নের ক্ষেত্রে তার উত্তর স্কুলের ছেলের মত। এর চেয়ে বেশী হাস্যকর আর কিছু হতে পারে কি ?

সাম্রাজ্যবাদ ও সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিই কাগুজে বাঘ—কমরেড মাও সেতুং-এর এই তত্ত্ব সব সময়েই স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। তিনি যা বলেছিলেন, তা হল এই :

"শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য বহু আগে থেকেই, এই ধারণা পোষণ করেছি যে রণনীতির ক্ষেত্রে সকল শত্রুকেই আমাদের ঘৃণা করা উচিত, কিন্তু রণকৌশলের ক্ষেত্রে তাদের সর্বতোভাবে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এর আরও অর্থ এই যে, সামগ্রিক বিচারে শত্রুদের আমাদের ঘৃণা করা উচিত, কিন্তু প্রত্যেকটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নে অবশ্যই আমরা তাদের গুরুত্ব দেব। সামগ্রিক বিচারে যদি আমরা শত্রুদের ঘৃণা না করি তা হলে আমরা সুবিধাবাদের ভুল করব। মার্কস ও এঙ্গেলস মাত্র দুজন লোক। তা সত্ত্বেও, সেই প্রথম যুগে তারা ঘোষণা করেছিলেন যে পুঁজিবাদ সমগ্র পৃথিবী থেকে হঠে যাবে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট সমস্যাবলী এবং বিশেষ শত্রুদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গিয়ে যদি তাদের গুরুত্ব দিয়ে বিচার না করি তবে আমরা হঠকারিতার ভুল করব।"[২]

যারা সত্য কথা শুনবেন না, তাদের মত বধির আর কেউ নেই। কে কখন বলেছেন যে কেবলমাত্র কাঁধের এক ধাকাতেই সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করা যাবে ? কে কখন একথা বলেছেন যে, সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর অথবা সংগ্রাম করার প্রয়োজন নেই ?

যেমন সমগ্র পৃথিবীতে এমন কোন জিনিষ নেই যার দ্বৈতচরিত্র নেই (এই হল বিপরীত চরিত্রের বস্তুর সমন্বয় বিধি), তেমনই সাম্রাজ্যবাদ এবং সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরই দ্বৈত-চরিত্র আছে—তারা একই সময়ে প্রকৃত বাঘ এবং কাগুজে বাঘ। অতীত ইতিহাসে দাস-মালিক শ্রেণী, সামন্ত-ভূস্বামী শ্রেণী এবং বুর্জোয়া শ্রেণী, প্রত্যেকেই রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করার আগে ও রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করার পরও কিছুকাল ধরে খুবই উদ্যোগী, বিপ্লবী এবং প্রগতিশীল ছিল, তারা প্রকৃত বাঘ ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিপরীতে স্থাপিত দাস শ্রেণী, কৃষক শ্রেণী এবং সর্বহারারা ধাপে ধাপে শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে ; এই শাসকশ্রেণীগুলি ধাপে ধাপে উল্টোদিকে পরিবর্তিত হয়ে যায়, প্রতিক্রিয়াশীলে পরিণত হয়, অনগ্রসর মানুষে পরিবর্তিত হয়, কাগুজে বাঘে পরিণত হয় এবং শেষ পর্যন্ত জনগণ দ্বারা তারা অপসৃত হয়েছে বা অপসৃত হবে। জনগণের বিরুদ্ধে তাদের শেষ জীবন-মরণ সংগ্রামের সময়ও প্রতিক্রিয়াশীল, পশ্চাৎপদ

---

(১) তোগলিয়াত্তি, "আলোচনাকে তার প্রকৃত সীমার মধ্যে ফিরিয়ে নেওয়া হোক।"

(২) কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিসমূহের ১৯৫৭ সালের মস্কো সম্মেলনে কমরেড মাও সেতুং এর ভাষণ।

ও জমিদার শ্রেণীগুলি তাদের দ্বৈত চরিত্র বজায় রেখেছিল। একদিকে তারা প্রকৃত বাঘ ছিল; তারা মানুষ খেয়েছে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ খেয়েছে। জনগণের সংগ্রাম অনেক অসুবিধা ও দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে, এবং এই সংগ্রামের পথ ছিল আঁকাবাঁকা। চীনে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের শাসন ধ্বংস করতে চীনের জনগণের শতাধিক বছর লেগেছে এবং ১৯৪৯ সালে বিজয়লাভের আগে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে। এরা কি জ্যান্ত বাঘ, লোহার বাঘ এবং প্রকৃত বাঘ ছিল না? কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা কাগুজে বাঘ, মরা বাঘ এবং নিরামিষাশী বাঘে পরিণত হয়। এগুলি হল ঐতিহাসিক ঘটনা। জনগণ কি এইসব ঘটনা দেখেন নি অথবা এইসব ঘটনার কথা শোনেন নি? দেখেছেন বা শুনেছেন এ রকম লক্ষ লক্ষ মানুষ আছেন। সত্যিই হাজারে হাজারে লক্ষে লক্ষে আছেন। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদ ও সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে দীর্ঘ-মেয়াদী এবং রণনীতিগত পটভূমিকায় দেখতে গেলে আসলে তারা যা সেইভাবেই তাদের দেখতে হবে—এবং তারা হল কাগুজে বাঘ। এই ধারণার ওপরই আমাদের রণনীতিগত চিন্তাকে গড়ে তোলা উচিত। অন্যদিকে তারা জ্যান্ত বাঘ, লোহার বাঘ ও প্রকৃত বাঘও বটে যা মানুষ খেতে পারে। এই ধারণার ওপর আমাদের রণকৌশলগত চিন্তাকে গড়ে তোলা উচিত।[১]

শুধু তাদের ঐতিহাসিক অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায়েই নয়, জনগণের সঙ্গে তাদের শেষ জীবন-মরণ সংগ্রামেও প্রধান তিনটি শোষকশ্রেণীর দ্বৈত চরিত্র এই অনুচ্ছেদ দেখিয়ে দেয়। স্পষ্টতই, এটা ইতিহাসের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এক বিশ্লেষণ।

বিপ্লবী ও সংস্কারবাদীদের মধ্যেকার পার্থক্য

ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, অবশ্যই বুর্জোয়া বিপ্লবীগণসহ সমস্ত বিপ্লবীই এই জন্যই বিপ্লবী বলে পরিচিত কারণ, প্রথমেই তারা শত্রুকে ঘৃণা করার সাহস দেখান, সংগ্রাম করতে এবং বিজয় অর্জন করতে সাহসী হন। যারা শত্রুকে ভয় করেন, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে সাহসী হন না এবং বিজয় অর্জন করতে সাহস দেখান না, তারা কেবল কাপুরুষই হতে পারেন; সংস্কারবাদী অথবা আত্মসমর্পণবাদীই হতে পারেন; তারা কোনদিনই বিপ্লবী হতে পারেন না। ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় যে, প্রকৃত বিপ্লবীরা প্রতিক্রিয়াশীলদের ঘৃণা করার সাহস দেখিয়েছেন, প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীগুলিকে ঘৃণা করার সাহস দেখিয়েছেন; শত্রুদের ঘৃণা করার সাহস দেখিয়েছেন কারণ তৎকালীন ঐতিহাসিক অবস্থায় জনগণকে যে রকম নতুন ঐতিহাসিক কর্তব্যের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তাতে তারা পুরনো

(১) দ্রষ্টব্য:—মাও সেতুং, "মার্কিন সাংবাদিক আনা লুইসি ষ্ট্রং এর সঙ্গে আলোচনা", নির্বাচিত রচনাবলী, ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজ প্রেস, পিকিং, ১৯৬২, খণ্ড ৪, মুখবন্ধ নোট, পৃঃ ৯৮-৯৯।

ব্যবস্থার জায়গায় নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেছিলেন। যখন কোন পরিবর্তনের দরকার, তখন সে পরিবর্তন অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং আজ হোক বা কাল হোক, কেউ পছন্দ করুক আর নাই করুক, সেই পরিবর্তন আসে। মার্কস বলেছেন, "মানুষের চেতনা তাদের অস্তিত্ব নির্ধারণ করে না, বরং তাদের সামাজিক অস্তিত্বই তাদের চেতনা নির্ধারণ করে।"[১] সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাই মানুষের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা সঞ্চারিত করে। কোন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে, পরিবর্তন প্রয়োজনীয় বলে পরিগণিত হবার আগে, কোন ব্যক্তি যতই চেষ্টা করুন না কেন, বিপ্লবের কর্মসূচী উপস্থাপিত করতে পারবেন না কিংবা বিপ্লবও করতে পারবেন না। কিন্তু ঐতিহাসিক পরিস্থিতি যখন পরিবর্তনকে প্রয়োজনীয় করে তুলেছে, তখন জনগণের অগ্রণী যোদ্ধা ও বিপ্লবীরা এগিয়ে আসেন; তারা প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীকে ঘৃণা করার সাহস দেখান এবং তাদের কাগুজে বাঘ বলে মনে করার সাহস দেখান। এই বিপ্লবীরা যা কিছু করেন তার মধ্যে দিয়েই জনগণের মনোবল বাড়িয়ে তোলেন এবং শত্রুর স্পর্ধা চূর্ণ করে দেন। এ হল এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা, সামাজিক বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি। বিপ্লব কখন শুরু হবে, শুরু হবার পর দ্রুত সফল হবে কিংবা সফল হতে দীর্ঘ সময় লাগবে, চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের আগে বিপ্লবকে গুরুতর অসুবিধা, বিপর্যয় এবং এমনকি ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হবে কিনা—এই সব প্রশ্ন বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কারণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু বিপ্লবের যাত্রাপথে গুরুতর অসুবিধা, বিপর্যয়, এমনকি ব্যর্থতার সম্মুখীন হলেও, সমস্ত সাচ্চা বিপ্লবীরাই শত্রুদের ঘৃণা করার সাহস দেখাবেন এবং বিপ্লব যে জয়লাভ করবে এই বিশ্বাসে দৃঢ় থাকবেন।

১৯২৭ সালে চীন বিপ্লবের পরাজয়ের পর চীনের জনগণ ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি চরম বিপদের মধ্যে পড়েছিল। সেই সঙ্কটে একজন সর্বহারা বিপ্লবীর মতই কমরেড মাও সেতুং বিপ্লবের অগ্রগতির ভবিষ্যৎ ধারা ও বিপ্লবের সম্ভাবনা আমাদের দেখিয়ে দেন। তিনি বলেন যে, বিপ্লবের বিষয়ীগত শক্তিকে অতিরঞ্জিত করে দেখা এবং প্রতিবিপ্লবের শক্তিকে ছোট করে দেখা হবে ভুল ও একতরফা কাজ। একই সময়ে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, প্রতিবিপ্লবের শক্তিকে অতিরঞ্জিত করা এবং বিপ্লবের প্রচ্ছন্ন শক্তিকে ছোট করাও হবে ভুল এবং একতরফা কাজ। পরবর্তীকালে চীন বিপ্লবের অগ্রগতি ও বিজয়লাভের মধ্যে দিয়ে কমরেড মাও সেতুং-এর মূল্যায়ন সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে, সামগ্রিকভাবে বিশ্ব পরিস্থিতি সমস্ত দেশের জনগণের পক্ষেই সবচেয়ে অনুকূল। আশ্চর্যের বিষয়, এই অনুকূল অবস্থায় কিছু লোক রণনীতিগতভাবে শত্রুকে অবজ্ঞা করার তত্ত্বকে এলোমেলোভাবে আক্রমণ করায় মনোনিবেশ করেছেন, সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে বাড়িয়ে দেখছেন, সাম্রাজ্য-

(১) মার্কস ও এঙ্গেলস, "রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনামূলক প্রবন্ধের মুখবন্ধ" নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫৮, খণ্ড ১, পৃ: ৩৬৩।

বাদীদের ও সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের দুষ্কর্মে প্ররোচিত করছেন এবং বিপ্লবী জনগণকে ভীতি-প্রদর্শন করতে সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য করছেন। জনগণের মনোবলকে শক্তিশালী করার এবং শত্রুর ঔদ্ধত্যকে চূর্ণ করার পরিবর্তে তারা শত্রুর ঔদ্ধত্যকে বাড়িয়ে তুলছেন এবং জনগণকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করছেন।

লেনিন বলেছেন, "আপনারা কি বিপ্লব চান? তাহলে **অবশ্যই** আপনাদের শক্তিশালী হতে হবে।"[১] বিপ্লবীদের কেন অবশ্যই শক্তিশালী হতে হবে, কেন তারা স্বাভাবিক কারণেই শক্তিশালী? কারণ বিপ্লবীরা সমাজের নতুন ও উদীয়মান শক্তিগুলির প্রতিনিধি, তারা জনগণের শক্তিতে বিশ্বাস করে এবং তাদের প্রধান অবলম্বনই হল জনগণের বিরাট শক্তি। প্রতিক্রিয়াশীলরা দুর্বল এবং অবশ্যম্ভাবী কারণেই দুর্বল, কেননা তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। এই মুহূর্তে তাদের যতই শক্তিশালী মনে হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হতে বাধ্য। "একটি নির্দিষ্ট সময়ে যা স্থায়ী বলে মনে হয় অথচ যার ইতিমধ্যেই ক্ষয় শুরু হয়েছে, দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি তাকে মূলতঃ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে না, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময়ে যা স্থায়ী হবে বলে মনে হয় না, অথচ যার জাগরণ শুরু হয়েছে এবং অগ্রগতি ঘটছে, দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি তাকে মূলতঃ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে; কারণ দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি তাকেই অপ্রতিরোধ্য বলে মনে করে যা জেগে উঠছে এবং যার অগ্রগতি ঘটছে।"[২]

লেনিন কেন বারে বারে সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে "মৃত্তিকা-পদবিশিষ্ট অতিকায় দানব" এবং "জুজু" প্রভৃতি ধরনের রূপকালংকার ব্যবহার করেছেন? চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তার কারণ হল এই যে লেনিন নিজেকে সামাজিক অগ্রগতির বস্তুগত নিয়মের উপরই প্রতিষ্ঠিত করে-ছিলেন; তিনি বিশ্বাস করতেন যে সমাজের নবজাত শক্তিগুলি একদিন সমাজের ক্ষয়িষ্ণু শক্তিগুলিকে পরাজিত করবে এবং জনগণের শক্তিগুলিই অবশেষে তাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত শক্তিগুলিকে পরাজিত করবে। তাই নয় কি?

সাম্রাজ্যবাদ ও সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলেরাই কাগুজে বাঘ—চীনের কমিউনিস্টদের এই তত্ত্ব যারা চূর্ণ করতে চেষ্টা করছেন তাদের আমরা বলতে চাই: আপনাদের উচিত আগে লেনিনের তত্ত্বকে চূর্ণ করা। সাম্রাজ্যবাদ হল "মৃত্তিকা-পদ-বিশিষ্ট অতিকায় দানব" এবং "জুজু"বিশেষ লেনিনের এই তত্ত্বকে কেন আপনারা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন না? সত্যের মুখোমুখি হয়ে আপনাদের কাপুরুষতা দেখিয়ে দেওয়া ছাড়া এ দিয়ে আর কী প্রমাণিত হয়?

---

(১) লেনিন, "কোন মিথ্যে নয়। সত্য বিবৃত করার মধ্যেই আমাদের শক্তি নিহিত।" সংগৃহীত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৬২, খণ্ড ৯, পৃ: ২৯৯।

(২) স্তালিন, "দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ", লেনিনবাদের সমস্যা, এফ এল পি এইচ, মস্কো ১৯৫৩, পৃ: ৭১৫।

সাম্রাজ্যবাদ "মৃত্তিকা-পদ-বিশিষ্ট অতিকায় দানব" এবং একটি "জুজু"বিশেষ, লেনিনের এই সূত্রায়ণ, এই রূপকালংকার এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলেরাই কাগুজে বাঘ— চীনের কমিউনিস্টদের এই সূত্রায়ণ, এই রূপকালংকার প্রত্যেক স্থিরমস্তিষ্ক মার্কসবাদী লেনিনবাদীর কাছেই যথার্থ বলে বিবেচিত। সামাজিক অগ্রগতির নিয়মের উপর এই রূপকালংকারগুলি প্রতিষ্ঠিত এবং সমস্যার সারমর্ম সহজবোধ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করার জন্যই এদের ব্যবহার। মহান মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞানী ও দার্শনিক—এরকম অনেকেই তাদের বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রূপকালংকার ব্যবহার করেছেন এবং প্রায়শই এই ব্যবহার নিখুঁত ও গভীরতার পরিচায়ক।

সাম্রাজ্যবাদের সারমর্ম বর্ণনা করতে গিয়ে লেনিন যে রূপকালংকার ব্যবহার করেছেন তার সঙ্গে ঐক্যমত ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েও কোন কোন ব্যক্তি চীনের কমিউনিস্টদের ব্যবহৃত রূপকালংকারের বিরুদ্ধতা করার দায়িত্বটি বেছে নিয়েছেন। কেন? এই সকল ব্যক্তি কেন ক্রমাগত উত্যক্ত করে চলেছেন? ঠিক এখনই কেন তারা এই নিয়ে হৈ চৈ শুরু করেছেন?

তাদের মতাদর্শগত দারিদ্র্য প্রকাশ করে দেওয়া ছাড়াও, এটা অবশ্যই দেখিয়ে দেয় যে, তাদের নিজেদের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে।

কী সেই উদ্দেশ্য?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সমাজতান্ত্রিক শিবির অনেক বেশী শক্তিশালী হয়েছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিরাট এলাকায় সাম্রাজ্যবাদীদের ও তাদের পদ-লেহীদের বিরুদ্ধে বিপ্লব এগিয়ে চলেছে। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে এমন কিছু দ্বন্দ্ব আছে যা মীমাংসার অতীত; এই সকল দ্বন্দ্ব আগ্নেয়গিরির মত সর্বদা একচেটিয়া পুঁজির শাসনকে বিপন্ন করে তুলছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তাদের অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে চলেছে এবং তাদের জাতীয় অর্থনীতির সামরিকীকরণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। এ সব কিছুই সাম্রাজ্যবাদকে এক অচল অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীদের বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের কর্তাব্যক্তিরা বর্তমানের সংকট থেকে অথবা আসন্ন সংকট থেকে প্রভুদের বাঁচাবার জন্য পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা রচনা করেছেন, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করবার জন্য প্রকৃত কোন পন্থা তারা বাতলাতে পারেননি। এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে, নিজেদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে জাহির করেন এমন কিছু লোক প্রকৃতপক্ষে সব কিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। এবং ঠাণ্ডা মাথায় বিচার বিবেচনার পরিবর্তে তাদের 'শেষপর্যন্ত দেখি কি হয়'—নৈরাশ্যবাদে পেয়ে বসেছে। সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি ধ্বংস থেকে মুক্তি পাবার জন্য জনগণের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার কোন ইচ্ছা তাদের নেই, জনগণ যে এই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারে এবং নিজেদের জন্য নতুন জীবন গড়ে তুলতে পারে সে আস্থা তাদের নেই। তারা সমাজতন্ত্র ও সকল

দেশের জনগণের ভাগ্য সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন একথা বলার চাইতে তারা সাম্রাজ্যবাদ ও সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ভাগ্য সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন একথা বলাই সত্যের বেশী কাছাকাছি হবে। তারা যে আজকাল শত্রুর শক্তিকে বাড়িয়ে দেখছেন ও উচ্চমার্গে তুলে ধরেছেন এবং সাম্রাজ্যবাদের জয়ঢাক পিটোচ্ছেন তার উদ্দেশ্য হল "হঠকারিতার" বিরুদ্ধতা করা নয়, বরং নিপীড়িত জনগণ ও নিপীড়িত জাতিগুলিকে বিপ্লব করা থেকে সোজাসুজি বিরত করা। হঠকারিতার তথাকথিত ?। বিরোধিতা তারা করেন তা বিপ্লবের বিরুদ্ধতা করার তাদের উদ্দেশ্য সাধনেরই অজুহাত মাত্র।

রাশিয়ান ডুমায় (জারের আমলের পার্লামেণ্ট) উদারনৈতিক পার্টিগুলির কথা বলতে গিয়ে ১৯০৬ সালে লেনিন বলেছিলেন :

"ডুমার উদারনৈতিক পার্টিগুলি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি ভীরুতার সঙ্গে অতি সামান্যই সমর্থন জানিয়ে থাকে, জনগণের শত্রুকে ধ্বংস করার চেয়ে তারা বর্তমানে অগ্রসরমান বিপ্লবী সংগ্রামকে স্তিমিত করে দিতে ও দুর্বল করে দিতে বেশী ব্যস্ত।"[১]

লেনিন যে সব উদারনৈতিকদের অর্থাৎ বুর্জোয়া উদারনৈতিকদের কথা বলেছেন সেই ধরণের উদারনৈতিকদের আমরা আজকাল শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে দেখতে পাই। তারা সাম্রাজ্যবাদীদের ও জনগণের অন্য শত্রুদের ধ্বংস করার কাজে ব্যস্ত থাকার চেয়ে নিপীড়িত জনগণ ও জাতি সমূহের ব্যাপক বিপ্লবী সংগ্রামগুলিকে স্তিমিত করে দেওয়ার ও দুর্বল করার কাজে বেশী ব্যস্ত। স্বভাবতই, এই ধরণের লোকেদের কাছে মোটেই আশা করা যায় না যে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের শত্রুকে রণনীতিগতভাবে ঘৃণা করা উচিত—এই তত্ত্ব তারা উপলব্ধি করবেন।

চমৎকার নিদর্শন সমূহ

"রণনীতিগতভাবে শত্রুকে ঘৃণা করার" চীনের কমিউনিস্টদের তত্ত্বকে গালিগালাজ করার পর কয়েকজন বীরপুরুষ "রণকৌশলগতভাবে শত্রুকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা"র তত্ত্বের উপর তাদের ক্রোধ প্রকাশ করেন। তারা বলেন "রণনীতিগতভাবে শত্রুকে ঘৃণা করা আবার একই সঙ্গে রণকৌশলগতভাবে তাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা"র সূত্র হল "দ্ব্যর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গীর" পরিচায়ক এবং "মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী"। প্রকাশ্যে তারা স্বীকার করেন যে রণনীতি রণকৌশল থেকে ভিন্ন এবং রণকৌশলকে অবশ্যই রণনীতির উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা রণনীতি ও রণকৌশলের মধ্যেকার পার্থক্য মুছে ফেলেন এবং রণনীতিকে রণকৌশলের সাথে সম্পূর্ণভাবে গুলিয়ে ফেলেন। রণকৌশলকে রণনীতির অধীনস্থ করার পরিবর্তে তারা রণনীতিকে রণকৌশলের অধীনস্থ করে ফেলেন। বাঁধা-ধরা সংগ্রামে তারা

(১) লেনিন, "রাষ্ট্রীয় ডুমার প্রতি মনোভাব সম্বন্ধে আর এস ডি এল পি'র সেণ্ট পিটার্সবুর্গ কমিটির প্রস্তাব (দুই)" সংগৃহীত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৬২, খণ্ড ১০, পৃ: ৪৮১

নিজেদের সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে ফেলেন এবং সুনির্দিষ্ট সংগ্রামের ক্ষেত্রে হয় তাঁরা শত্রুকে সীমাহীন সুযোগ দিয়ে আত্মসমর্পণবাদের ভুল করেন অথবা বেপরোয়াভাবে কাজ করে বসেন এবং হঠকারিতার ভুল করেন। শেষ বিচারে দেখা যায় যে তাদের উদ্দেশ্য হল বিপ্লবী মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের রণনীতিগত আদর্শসমূহ এবং সমস্ত কমিউনিস্টদের রণনীতিগত লক্ষ্যসমূহ পরিহার করা।

ইতিমধ্যেই আমরা দেখিয়েছি যে, ঐতিহাসিকভাবে সকল বিপ্লবী বিপ্লবে সামিল হয়েছেন এই জন্য যে, সর্বপ্রথমে তারা শত্রুকে ঘৃণা করতে, সংগ্রাম করতে এবং ক্ষমতা দখল করতে সাহস দেখিয়েছেন। এখানে আমরা আরো বলতে চাই যে, একইভাবে ইতিহাসের সকল বিপ্লবী সফল হয়েছেন শুধুমাত্র এই কারণে নয় যে তারা শত্রুকে ঘৃণা করতে সাহস করেছিলেন; উপরন্তু তারা প্রত্যেকটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নে এবং প্রত্যেকটি সুনির্দিষ্ট সংগ্রামে শত্রুকে গুরুত্ব দিয়ে দেখেছিলেন এবং দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে বিপ্লবীরা বিশেষতঃ সর্বহারা বিপ্লবীরা যদি এটা না করেন তাহলে সাবলীলগতিতে তারা বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন না; বরং হঠকারিতার ভুল করে বিপ্লবের ক্ষতিসাধন করতে পারেন, এমনকি পরাজয় পর্যন্ত ডেকে আনতে পারেন।

সর্বহারার স্বার্থে তাদের জীবনভর সংগ্রামে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন সবসময় রণনীতিগতভাবে শত্রুকে ঘৃণা করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রণকৌশলগতভাবে শত্রুর প্রতি পূর্ণ গুরুত্ব দিয়েছেন। বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী সর্বদা তারা দুই ফ্রন্টে লড়েছেন—দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ ও আত্মসমর্পণবাদের বিরুদ্ধে এবং 'বামপন্থী' হঠকারিতার বিরুদ্ধে। এইদিক দিয়ে তারা আমাদের কাছে মহৎ আদর্শের প্রতীক হয়ে আছেন।

এই বিখ্যাত অনুচ্ছেদ দিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস **কমিউনিস্ট ইস্তেহার** সমাপ্ত করেন:

"কমিউনিস্টরা নিজেদের মতামত ও উদ্দেশ্য গোপন রাখতে ঘৃণাবোধ করে। কেবলমাত্র সমস্ত প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ করেই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে—একথা তারা খোলাখুলি ঘোষণা করে। কমিউনিস্ট বিপ্লবের আতঙ্কে শাসক-শ্রেণীগুলি কেঁপে উঠুক। শৃঙ্খল ছাড়া সর্বহারাদের হারাবার কিছুই নেই। তাদের জয় করার জন্য আছে সারা পৃথিবী।"[১]

সমগ্র আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সব সময় এটাই হয়ে এসেছে সাধারণ রণনীতিগত আদর্শ ও লক্ষ্য। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টরা যে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হন সে বিষয়েও মার্কস ও এঙ্গেলস কিন্তু **কমিউনিস্ট ইস্তেহারে** সতর্কভাবে উল্লেখ করেছেন। তারা ছাঁচে ঢালা অনমনীয় কোন সূত্র বেঁধে দিয়ে যান নি এবং তা সকল দেশের কমিউনিস্টদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেন নি। মার্কসবাদীরা সবসময়ই একথা বলে আসছেন যে, প্রত্যেক দেশের কমিউনিস্টরা ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে নিজেদের দেশের

(১) মার্কস ও এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫৮, খণ্ড ১, পৃ: ৬৫।

অবস্থা বিচার করে অবশ্যই তাদের নিজেদের নির্দিষ্ট রণনীতিগত ও রণকৌশলগত কর্তব্য নির্ধারণ করবেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস নিজেরা ১৮৪৮-৪৯ সালের গণবিপ্লবী সংগ্রামগুলিতে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে তারা সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা বলে মনে করতেন, তাই তারা "শ্রমিক প্রজাতন্ত্রের জন্য"—এই স্লোগানকে আশু দাবী হিসাবে রাখার বিরোধিতা করেন। সেই সময় তাদের সুনির্দিষ্ট রণনীতি ছিল এই ধরণের। অন্যদিকে, বাইরে থেকে সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ করে জার্মানীতে বিপ্লব শুরু করার প্রয়াসের তারা বিরোধিতা করেন এবং এই ধরণের প্রচেষ্টাকে "বিপ্লব নিয়ে খেলা করা" বলে আখ্যা দেন। তারা প্রস্তাব করেন যে, প্রবাসী জার্মান শ্রমিকদের "প্রত্যেকের" তার নিজের দেশে ফিরে আসা উচিত এবং সেখানকার গণবিপ্লবী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। অন্য কথায় বলা যায় সুনির্দিষ্ট রণকৌশলের ক্ষেত্রে মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রস্তাব ও দৃষ্টিভঙ্গী "বামপন্থী" হঠকারীদের প্রস্তাব ও দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পুরোপুরি পৃথক ছিল। কোন নির্দিষ্ট সংগ্রামে মার্কস ও এঙ্গেলস সবসময় সুদৃঢ় ভিত্তি থেকে শুরু করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন।

১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ১৮৫০ সালের বসন্তকালে মার্কস ও এঙ্গেলস এই কথা বলেছিলেন যে আর একটি বিপ্লব আসন্ন। কিন্তু গ্রীষ্মকালে তারা দেখলেন যে অবিলম্বে বিপ্লব নতুন করে ঘটার সম্ভাবনা আর নেই। কেউ কেউ বাস্তব সম্ভাবনাগুলিকে অস্বীকার করেন এবং বিপ্লবী অগ্রগতির প্রকৃত অবস্থার পরিবর্তে বিপ্লবী কথাবার্তা বলে "কৃত্রিম বিপ্লবের" ভেল্কি দেখাতে শুরু করেন। তারা শ্রমিকদের বলেন যে, এখনই তাদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হবে অথবা তারা ঘুমিয়ে থাকতে পারেন। মার্কস ও এঙ্গেলস এই ধরণের হঠকারিতাকে দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করেন। লেনিনের ভাষায়ঃ

"১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লবী যুগ যখন শেষ হয়, মার্কস বিপ্লব নিয়ে খেলা করার প্রত্যেক প্রচেষ্টাকে বাধা দেন (শ্যাপার ও উইলিচ'এর বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেন), যে নতুন পর্যায় আপাতদৃষ্টিতে এক "শান্তিপূর্ণ" পথে নতুন বিপ্লবের প্রস্তুতি চালাচ্ছে সেই পর্যায়ে কাজ করার সামর্থ্য দেখাবার উপর বিশেষ জোর দেন।"[১]

প্যারি কমিউনের কয়েকমাস আগে ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বরে, মার্কস অসময়োচিত এক অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে ফরাসী সর্বহারাদের সতর্ক করে দেন। কিন্তু ১৮৭১ সালের মার্চ মাসে শ্রমিকরা যখন অভ্যুত্থান ঘটাতে বাধ্য হয় তখন মার্কস প্যারি কমিউনের শ্রমিকদের আকাশ-কাঁপানো বীরত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। এল. কুগেলমানের কাছে লেখা এক চিঠিতে মার্কস বলেনঃ

---

(১) লেনিন "কার্লমার্কস", "কার্লমার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস", এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫৪, পৃঃ ৩১।

"প্যারিসের এই নাগরিকদের কি নমনীয়তা, কি ঐতিহাসিক উদ্যোগ এবং আত্মত্যাগের কি ক্ষমতা! বহিঃশত্রুর চেয়েও আভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকতার ফলে যে ক্ষুধা ও ধ্বংসের জন্ম হয়েছিল তার ঠিক ছমাস পরে প্রাশিয়ান বেয়নেটের সামনেই তারা অভ্যুত্থান ঘটায়; যেন ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে কখনই যুদ্ধ হয়নি এবং প্যারিসের দরজায় যেন এখনও শত্রু নেই! ইতিহাসে এইরকম মহত্বের কোন উদাহরণ নেই। তারা যদি পরাজিত হয়ে থাকেন, তাদের 'সৎ প্রকৃতিই' শুধু তার জন্য দায়ী।"[১]

লক্ষ্য করুন, শত্রুর প্রতি বীরত্বপূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য মার্কস প্যারি কমিউনের শ্রমিকদের কি চমৎকার ভাষায় প্রশংসা করেছেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাধারণ রণনীতিগত লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কস প্যারি কমিউন সম্বন্ধে এই মূল্যায়ন করেছেন এবং প্যারি কমিউনের সংগ্রাম সম্পর্কে বলেছেন, "ইতিহাসে এই রকম মহত্বের কোন উদাহরণ নেই"।

একথা সত্যি যে, অভ্যুত্থানকালে প্যারি কমিউন বেশ কিছু ভুল করেছিল। প্রতিবিপ্লবী ভার্সাই-এর বিরুদ্ধে অবিলম্বেই অভিযান চালাতে প্যারি কমিউন ব্যর্থ হয় এবং কেন্দ্রীয় কমিটি অতি দ্রুত ক্ষমতা ছেড়ে দেয়। প্যারি কমিউন বিফল হয়েছে। কিন্তু কমিউন সর্বহারা বিপ্লবের যে পতাকা উড্ডীন করে গেছে, তা চিরকাল গৌরবময় হয়ে থাকবে।

"ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ" পুস্তকে মার্কস লিখেছেন:

"কমিউনসহ মেহনতী মানুষের প্যারিস নতুন সমাজের গৌরবান্বিত অগ্রদূত হিসেবে চিরকাল বন্দিত হবে। শ্রমিকশ্রেণীর মহৎ হৃদয়ে এর শহীদদের আসন পাতা থাকবে। ইতিহাস কমিউন ধ্বংসকারী ঘাতকদের ইতিমধ্যেই চিরন্তন শাস্তিস্তম্ভে বিদ্ধ করেছে; তাদের ধর্মযাজকেরা তাদের হয়ে যতই প্রার্থনা করুক না কেন, পাপ থেকে তাদের এতটুকুও মুক্ত করতে পারবে না।"[২]

প্যারি কমিউনের ২১তম বার্ষিকীতে লিখতে গিয়ে এঙ্গেলস বলেছেন:

"এর বিরাট আন্তর্জাতিক চরিত্র কমিউনকে ঐতিহাসিক মহত্ব প্রদান করেছে। বুর্জোয়াদের উৎকট স্বাদেশিকতার প্রত্যেক অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে কমিউন হল এক সাহসী চ্যালেঞ্জ; এবং সকল দেশের সর্বহারারা নির্ভুলভাবে তা বুঝেছিলেন।"[৩]

কিন্তু মনে হয় বর্তমানে আমাদের কমরেড তোগলিয়াত্তি অনুভব করেন যে, সারা

---

(১) মার্কস ও এঙ্গেলস, "এল কুগেলমানের প্রতি মার্কস", নির্বাচিত পত্রাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, পৃ. ৩১৮।

(২) মার্কস ও এঙ্গেলস, "ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ", নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫৮, খণ্ড ১, পৃ. ৫৪২।

(৩) মার্কস ও এঙ্গেলস, "প্যারি কমিউনের ২১ তম বার্ষিকী স্মরণে", সংগৃহীত রচনাবলী, রুশ সংস্করণ, খণ্ড ২২, পৃঃ ২৯১।

পৃথিবীর সর্বহারাদের বিপ্লবী স্বার্থের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য হিসেবে মার্কস ও এঙ্গেলস প্যারি কমিউনের যে উচ্চ প্রশংসা করেছেন তা আর উল্লেখযোগ্য নয়।

এঙ্গেলস দেখিয়েছিলেন যে প্যারি কমিউনের পরাজয়ের পর তাদের শক্তি সংগঠিত করার জন্য প্যারিসের শ্রমিকদের দীর্ঘ এক বিরামের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ব্লাঁকিপন্থীরা পরিস্থিতি বিচার না করেই নতুন অভ্যুত্থান ঘটাবার জন্য প্রচার চালিয়েছিলেন। এঙ্গেলস এই হঠকারিতার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

ইউরোপ ও আমেরিকায় পুঁজিবাদের শান্তিপূর্ণ বিকাশের পর্যায়ে মার্কস ও এঙ্গেলস শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে দুই ফ্রণ্টে তাদের সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। একদিকে বিপ্লব সম্পর্কে ফাঁকা বুলিকে তারা তীব্রভাবে নিন্দা করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বুর্জোয়া-বৈধতাকে সুযোগে পরিণত করতে হবে। অন্যদিকে সমাজ-গণতন্ত্রী পার্টিগুলিতে প্রাধান্য বিস্তারকারী সুবিধাবাদী চিন্তাধারাকে আরো কঠোর-ভাবে সমালোচনা করেন, কারণ এই সুবিধাবাদীরা সর্বহারাদের বিপ্লবী দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলেছিলেন, শুধু বৈধ সংগ্রামের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ করে ফেলেছিলেন এবং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বেআইনী উপায়গুলিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে সংকল্প-হীনতার পরিচয় রেখেছিলেন।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শান্তিপূর্ণ অগ্রগতির কালসহ সবসময়েই মার্কস ও এঙ্গেলস অবিচলভাবে সর্বহারা বিপ্লবের রণনীতিগত আদর্শগুলি আঁকড়ে ছিলেন, এবং কোন বিশেষ সময়ের সুনির্দিষ্ট অবস্থা অনুসারে নমনীয় কৌশলগুলি তারা সযত্নে গ্রহণ করতেন।

সর্বহারা বিপ্লবী সংগ্রামের ঐতিহাসিক মঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে মহান এক মার্কসবাদী হিসেবে লেনিন রাশিয়ান সর্বহারাদের বিপ্লবী রণনীতি প্রাঞ্জলভাবে সূত্রবদ্ধ **"জনগণের বন্ধুরা" কী রকম এবং কীভাবে তারা সমাজ-গণতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন** শীর্ষক তার প্রথম বিখ্যাত রচনার উপসংহারে লেনিন বলেন:

"যখন এগিয়ে থাকা প্রতিনিধিরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারণা, রুশ শ্রমিকদের ঐতিহাসিক ভূমিকার ধারণা আয়ত্ত করে ফেলবেন, যখন এই সব ধারণা ব্যাপক হয়ে উঠবে এবং শ্রমিকদের বর্তমানের বিক্ষিপ্ত অর্থনৈতিক যুদ্ধগুলিকে সচেতন শ্রেণীসংগ্রামে রূপান্তরিত করার জন্য যখন শ্রমিকদের মধ্যে স্থায়ী সংগঠন তৈরী হবে—তখন রুশ **শ্রমিকরা** সকল গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির নেতা হিসেবে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে একনায়কত্বের অবসান ঘটাবেন এবং **(সকল দেশের** সর্বহারাদের পাশাপাশি) **রুশ সর্বহারাদের খোলাখুলি রাজনৈতিক সংগ্রামের সোজা পথ ধরে বিজয়ী কমিউনিস্ট বিপ্লবের দিকে পরিচালনা করবেন।"**[১]

---

(১) লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৬০, খণ্ড ১, পৃঃ ৩০০।

রুশ সর্বহারাদের অগ্রগামীদের কাছে এবং রুশ জনগণের কাছে লেনিনের এই রণনীতিগত আদর্শ তাদের সমগ্র মুক্তি সংগ্রামের সাধারণ পথনির্দেশক ছিল।

এই রণনীতিগত আদর্শ লেনিন সবসময় দৃঢ়তার সাথে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন। তা করতে গিয়ে তিনি নারদনিকদের, "বৈধ মার্কসবাদীদের", অর্থনীতিবাদীদের, মেনশেভিক-দের, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদী এবং সংশোধনবাদীদের ট্রট্স্কি ও বুখারিনের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়েছিলেন।

১৯০৩ সালে যখন রুশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির কর্মসূচী তৈরী করা হচ্ছিল তখন সর্বহারা রণনীতির প্রশ্নে লেনিন ও প্লেখানভের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। লেনিন জোর দিয়ে বলেছিলেন, সর্বহারা একনায়কত্বের কথা পার্টি কর্মসূচীতে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তিনি দাবী করেছিলেন যে বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব-দায়ী ভূমিকা কর্মসূচীতে স্পষ্ট করেই ব্যাখ্যা করতে হবে।

১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময়ে লেনিন "গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সমাজ গণতন্ত্রের দুই কৌশল" শীর্ষক পুস্তকে যে রুশ সর্বহারারা সংগ্রাম পরিচালনা ও ক্ষমতা দখলের সাহস দেখিয়ে-ছিলেন তাদের বীরত্বপূর্ণ মনোভাবের কথা উল্লেখ করেন। গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সর্বহারা নেতৃত্বে এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর বিশদ তত্ত্ব তিনি উপস্থিত করেন এবং এইভাবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত করার মার্কসবাদী তত্ত্বকে তিনি বিকশিত করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে লেনিন "দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন", "সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়" এবং অন্যান্য অত্যন্ত মূল্যবান মার্কসবাদী চিরায়ত রচনায় রণনীতিগত প্রশ্নে সর্বহারার চিন্তাধারাকে নতুন স্তরে উন্নীত করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরই পূর্বাহ্ন হল সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রথমে একটি দেশে বা কয়েকটি দেশে সর্বহারা বিপ্লব বিজয় অর্জন করতে পারে। রণনীতিগত এই সকল ধারণাই মহান অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল।

এই ধরণের আরো বহু উদাহরণ আছে।

রণকৌশলের নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে লেনিন সর্বদা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বহারাদের জন্য কর্মধারা নির্ধারণ করতেন, যেমন কোন অবস্থায় সর্বহারাদের রাজনৈতিক পার্টির সংসদে অংশগ্রহণ করা উচিত এবং কোন অবস্থায় তা বর্জন করা উচিত; কোন অবস্থায় এই পার্টির এক ধরণের বা অন্য ধরণের মৈত্রীস্থাপন করা উচিত; কোন অবস্থায় এই পার্টির প্রয়োজনীয় আপোষ করা উচিত এবং কোন অবস্থায় আপোষকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত; কোন পরিস্থিতিতে বৈধসংগ্রাম করা উচিত এবং কোন পরিস্থিতিতে অবৈধ সংগ্রামের পথ ধরা উচিত এবং কোন পরিস্থিতিতে নমনীয়ভাবে বৈধ, অবৈধ এই দুই সংগ্রামের পদ্ধতির সংযোগসাধন করা উচিত; কখন আক্রমণ করা উচিত এবং কখন পশ্চাদ-

পসরণ করা উচিত অথবা কখন ঘুরে পথ চলা উচিত ইত্যাদি। **"বামপন্থী" কমিউনিজম এবং শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা** শীর্ষক পুস্তকে, লেনিন এই সব প্রশ্ন গভীরভাবে এবং সুশৃঙ্খলভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

তিনি সঠিক ভাবে বলেছিলেন:

"... . প্রথমে কর্তব্য সুসম্পন্ন করার জন্য বিপ্লবী শ্রেণীকে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সকল পদ্ধতি অথবা দিকই অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে......; দ্বিতীয়তঃ, সবচেয়ে দ্রুত এবং অপ্রত্যাশিতভাবে এক পদ্ধতি থেকে অন্য পদ্ধতিতে চলে যাবার জন্য বিপ্লবী শ্রেণীকে অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে।"[১]

সংগ্রামের বিভিন্ন পদ্ধতি পর্যালোচনা করে লেনিন আরো বলেছেন যে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন থেকে সুবিধাবাদ ও "বামপন্থী" গোঁড়ামী দূর করা, বুর্জোয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটানো এবং সর্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মত আন্তর্জাতিক কর্তব্যগুলি নিজ নিজ দেশে সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থাগুলি অবলম্বনকালে সকল কমিউনিস্টদের পক্ষেই প্রয়োজন হল আপন আপন দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে বের করা, পর্যবেক্ষণ করা, বিশ্লেষণ করা, সেগুলির মূল্যায়ন করা এবং উপলব্ধি করা। সংগ্রাম করতে গিয়ে নিজ দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ না করা পুরোপুরি ভুল।

লেনিনের চিন্তার আলোকে বিচার করলে দেখা যায় যে, সর্বহারাদের ও জনগণের মুক্তির সাধারণ রণনীতিগত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সকল সর্বহারা পার্টিরই বাস্তব কৌশল-গুলির উদ্দেশ্য হল লক্ষ লক্ষ মানুষকে সংগঠিত করা, যত বেশী সম্ভব মিত্র শক্তিগুলিকে জমায়েত করা এবং জনগণের শত্রুদের, সাম্রাজ্যবাদীদের ও তাদের পদলেহী কুকুরদের যত-বেশী সম্ভব বিচ্ছিন্ন করা। লেনিনের নিজের ভাষায়:

"......পরিবর্তনশীল এবং আপেক্ষিকভাবে বিশেষ ও সাময়িক কারণ অনুসারে সংগ্রামের **পদ্ধতি** সর্বদা পরিবর্তিত হতে পারে এবং হয়ে থাকে, কিন্তু যতদিন শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব থাকে ততদিন সংগ্রামের **সারবস্তু**, সংগ্রামের শ্রেণীগত **বৈশিষ্ট্য** একদমই **পাল্টায় না**।"[২]

চীনের কমিউনিস্টদের রণনীতিগত ও রণকৌশলগত চিন্তাধারা:

মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের চিন্তাধারার উপর নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে, চীনের কমিউনিস্টরা বাস্তব বৈপ্লবিক অনুশীলনের মধ্যে চীন বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ করেছিলেন।

---

(১) লেনিন, নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, খণ্ড ২, অংশ ২, পৃঃ ৪২৪-২৫।

(২) লেনিন, "সাম্রাজ্যবাদ: পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়", নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, খণ্ড ১, অংশ ২, পৃ: ৫০১

চীনের কমিউনিস্টদের রণনীতিগত ও রণকৌশলগত চিন্তাধারা কমরেড মাও সেতুং নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদে ব্যক্ত করেছেন :

"সারা পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের এবং চীনে চিয়াং কাইশেক চক্রের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনে ইতিমধ্যেই পচন ধরেছে এবং তাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। তাদের ঘৃণা করার কারণ আছে এবং আমরা আস্থাশীল ও নিশ্চিত যে চীনা জনগণের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সকল শত্রুকেই আমরা পরাজিত করব। কিন্তু প্রত্যেকটি অংশ ও প্রত্যেকটি সুনির্দিষ্ট সংগ্রামের ক্ষেত্রে (সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত) আমাদের কখনই শত্রুকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়, বরং আমাদের উচিত শত্রুকে গুরুত্বসহকারে দেখা এবং জয়লাভের জন্য যুদ্ধে আমাদের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করা। আমরা সঠিকভাবেই দেখিয়েছি যে রণনীতিগতভাবে, সামগ্রিক বিচারে আমাদের উচিত শত্রুকে তুচ্ছ করে দেখা, কিন্তু কোন অংশের বিচারে, কোন সুনির্দিষ্ট সংগ্রামের ক্ষেত্রে আমাদের কখনই শত্রুকে তুচ্ছ করা উচিত নয়। সামগ্রিক বিচারে যদি শত্রুর শক্তিকে আমরা বাড়িয়ে দেখি এবং সেইজন্য শত্রুকে উৎখাত করার ও বিজয় অর্জন করার সাহস না দেখাই, তাহলে আমরা দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীর ভুল করব। যদি আমরা প্রত্যেক অংশ ও প্রত্যেকটি সুনির্দিষ্ট সমস্যার ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার পরিচয় না দিই, যত্ন সহকারে অবস্থা পর্যবেক্ষণ না করি, সংগ্রামের কৌশলকে নিখুঁত না করে তুলি, যুদ্ধের জন্য আমাদের সকল শক্তিকে কেন্দ্রীভূত না করি, এবং যে সকল মিত্রকে আমাদের পক্ষে আনা উচিত তাদের সকলকে নিজেদের দিকে আনার জন্য মনোযোগ না দিই (মধ্যচাষী, স্বাধীন ক্ষুদ্র কারিগর ও ব্যবসায়ী, মধ্য বুর্জোয়া, ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক ও সাধারণ বুদ্ধিজীবী, সাধারণ সরকারী কর্মচারী, বিভিন্ন পেশার লোক এবং শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর লোক), তা হলে আমরা "বামপন্থী" সুবিধাবাদীর ভুল করব।"[১]

সেতুং সামগ্রিকভাবে সর্বহারাদের সংগ্রামের অর্থাৎ রণনীতিগত প্রশ্নের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং সর্বহারাদের সংগ্রামের প্রত্যেক অংশে, প্রত্যেকটি সুনির্দিষ্ট সমস্যার অর্থাৎ রণকৌশলগত প্রশ্নেরও সমানভাবে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

সামগ্রিকভাবে অবস্থা বিচার করে অর্থাৎ রণনীতিগতভাবে আমরা শত্রুকে ঘৃণা করতে পারি কেন? কারণ সাম্রাজ্যবাদ ও সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, তাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই এবং তাদের উৎখাত করা সম্ভব। এটা বোঝার ব্যাপারে ব্যর্থতা বিপ্লবী সংগ্রাম চালিত করার ব্যাপারে সাহসের অভাবের জন্ম দেয়, বিপ্লবে অনাস্থা নিয়ে আসতে ও জনগণকে বিপথে চালিত করতে সাহায্য করে। সুনির্দিষ্ট সংগ্রামগুলির ক্ষেত্রে অর্থাৎ রণকৌশলগতভাবে কেন আমাদের শত্রুকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয় এবং কেন তাকে অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে? তার কারণ সাম্রাজ্যবাদীরা এবং প্রতিক্রিয়াশীল

(১) মাও সেতুং, "পার্টির বর্তমান নীতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা প্রসঙ্গে," নির্বাচিত রচনাবলী, ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজ প্রেস. পিকিং, ১৯৬১, খণ্ড ৪, পৃ: ১৮১-১৮২।

শক্তিগুলি এখনও তাদের শাসনযন্ত্র ও সমগ্র সশস্ত্র বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করে এবং তারা জনগণকে প্রতারিত করতে পারে। সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার শাসনকে উৎখাত করার জন্য সর্বহারা এবং জনগণকে অবশ্যই তিক্ত ও জটিল সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। সাম্রাজ্যবাদীরা ও প্রতিক্রিয়াশীলেরা আপনা থেকেই তাদের সিংহাসন থেকে গড়িয়ে পড়বে না।

কোন বিপ্লবী পার্টি যদি পুরনো ব্যবস্থা উচ্ছেদ করার রণনীতিগত লক্ষ্য পরিহার করে থাকে, শত্রুকে উৎখাত করা যেতে পারে এবং বিজয় অর্জন করা যেতে পারে এই বিশ্বাস আর না রাখতে পারে, তবে সে পার্টি কখনও বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা করতে পারবেনা। যদি কোন বিপ্লবী পার্টি বিপ্লবী সংগ্রামকালে গুরুত্ব সহকারে ও বিচক্ষণতার সঙ্গে শত্রুর মুখোমুখি না হয়ে এবং ক্রমান্বয়ে বিপ্লবী শক্তিগুলিকে সংহত ও সম্প্রসারিত না করে কেবলমাত্র বিপ্লবের লক্ষ্য ঘোষণা করতে থাকে, যদি বিপ্লবকে কেবল আলোচনার বিষয়বস্তু করে অথবা অন্ধের মত আঘাত করে তবে সেই পার্টি কখনও প্রত্যাশিত বিজয় অর্জন করতে পারে না। সর্বহারা পার্টিগুলি সম্পর্কে একথা আরও বেশী সত্যি। যদি কোন সর্বহারা পার্টি বিপ্লবী সংগ্রামের প্রত্যেকটি বাস্তব সমস্যার প্রশ্নে শত্রুকে পুরোপুরি গুরুত্ব দেয় এবং সর্বহারার রণনীতিগত আদর্শে অবিচলিত থেকে বিচক্ষণতার সঙ্গে তার মোকাবিলা করে, তাহলে শক্তির দিক দিয়ে শুরুতে সর্বহারারা নগণ্য হলেও কমরেড মাও সেতুং-এর ভাষায় "যতই দিন যাবে, আমরা সামগ্রিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠব।"[১] অন্যথায় বলতে গেলে, সংগ্রামের বাস্তব প্রশ্নগুলিতে রণকৌশলের ক্ষেত্রে যদি শত্রুকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় এবং প্রত্যেকটি সুনির্দিষ্ট সংগ্রামে জয়লাভের জন্য যদি সর্বপ্রকারে প্রচেষ্টা চালান হয়, তাহলে বিপ্লবের জয়কে দ্রুততর করে তোলা যায় এবং এর ফলে বিপ্লব পিছিয়ে পড়বে না বা স্থগিত থাকবে না।

রণকৌশলগতভাবে শত্রুকে পুরোপুরি গুরুত্ব দিয়ে, এবং সুনির্দিষ্ট সংগ্রামগুলিতে জয়লাভ করে, সর্বহারা পার্টিগুলি জনগণকে ক্রমবর্ধমান হারে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষা লাভে সাহায্য করে যে শত্রুকে পরাজিত করা যায় এবং শত্রুকে ঘৃণা করার সবরকমের কারণ ও ভিত্তি আছে। চীনে এই প্রাচীন প্রবাদবাক্যগুলি আছে: বিরাট ব্যাপারগুলি ছোট করেই শুরু হয়; ছোট মূল থেকেই বিশাল গাছ হয়, মাটির স্তূপ জড়ো করার মধ্যে দিয়েই ন'তলা দুর্গের নির্মাণকাজ শুরু হয়, একটি পদক্ষেপ দিয়েই হাজার লি'যাত্রা শুরু হয়। প্রতিক্রিয়াশীলদের যারা উৎখাত করতে চান সেই বিপ্লবী জনগণ সম্পর্কেও প্রবাদ বাক্যগুলি সত্যি; অর্থাৎ একটার পর একটা সংগ্রাম চালিয়ে, অসংখ্য সুনির্দিষ্ট সংগ্রাম করে এবং প্রত্যেকটি সংগ্রামে জয়লাভের প্রচেষ্টা চালিয়ে তারা প্রতিক্রিয়াশীলদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেন।

"চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতির সমস্যা" শীর্ষক পুস্তকে কমরেড মাও সেতুং বলেছেন,

---

(১) মাও সেতুং, বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য", নির্বাচিত রচনাবলী, ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজ প্রেস, পিকিং, ১৯৬১, খণ্ড ৪, পৃঃ ১৬১

"আমাদের রণনীতি 'দশজনের বিরুদ্ধে একজন লড়ো' এবং আমাদের রণকৌশল 'এক-জনের বিরুদ্ধে একজনে লড়ো' ; শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাধান্য বিস্তারের আমাদের মৌলিক নীতিগুলির এটা হল একটা।" তিনি আরও বলেছেন "অনেককে পরাজিত করার জন্য আমরা অল্প কয়েকজনকে ব্যবহার করি—সামগ্রিকভাবে চীনের শাসকদের আমরা এই কথা বলি। অল্প কয়েকজনকে পরাজিত করার জন্য আমরা অনেককে ব্যবহার করি—যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন শত্রুশক্তিকে আমরা এই কথা বলি।"[১] এখানে তিনি সামরিক সংগ্রামের নীতিগুলিই আলোচনা করছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রেও এই কথাগুলি প্রযোজ্য। ইতিহাস দেখিয়ে দেয় যে, বুর্জোয়া বিপ্লবী সহ সব বিপ্লবীরাই শুরুতে সব সময় সংখ্যালঘু থাকেন এবং তারা যে শক্তিগুলিকে নেতৃত্ব দেন সর্বদা সে শক্তিগুলি তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র ও দুর্বল থাকে। শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের রণনীতিতে যদি "অনেককে পরাজিত করার জন্য অল্পকয়েকজনকে ব্যবহার করার" এবং "দশজনের বিরুদ্ধে একজনে লড়া"র ইচ্ছের অভাব থাকে, তা হলে তারা জরদ্গব ও অপদার্থ বনে যাবেন, কোন কিছুই করতে পারবেন না এবং কখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারবেন না। অন্যদিকে তাদের রণকৌশলে অর্থাৎ প্রত্যেকটি সুনির্দিষ্ট সংগ্রামে বিপ্লবীরা যদি জনগণকে সংগঠিত করতে, সম্ভাব্য সকল মিত্রের জমায়েত ঘটাতে এবং শত্রুদের মধ্যে বাস্তবভাবে বিদ্যমান দ্বন্দ্বগুলিকে কাজে লাগাতে না শেখেন, যদি তারা "অল্প কয়েকজনকে পরাজিত করার জন্য অনেককে ব্যবহার করা" এবং "একজনের বিরুদ্ধে দশজনের লড়ার" পদ্ধতি প্রয়োগ করতে না পারেন এবং যদি তারা সুনির্দিষ্ট সংগ্রামগুলির জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম প্রস্তুতি না নিতে পারেন, তাহলে তারা প্রত্যেকটি সুনির্দিষ্ট সংগ্রামে কখনও জয়লাভ করতে পারবেন না এবং তাদের ছোট ছোট বিজয়গুলিকে বিরাট বিজয়ে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবেন না এবং এই বিপদ আসবে যে, তাদের নিজেদের শক্তিগুলি শত্রুর হাতে একে একে চূর্ণ বিচূর্ণ হবে এবং বিপ্লবের শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হবে।

দর্পণ

রণনীতি ও রণকৌশলের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে সারসংক্ষেপ করলে বলতে হয় যে, এটা একান্ত প্রয়োজনীয় যে, সর্বহারার পার্টি মেহনতী মানুষের মুক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্যের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেবে এবং এই পার্টি শত্রুকে পরাজিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সাহস ও বিশ্বাসের অধিকারী হবে। চূড়ান্ত লক্ষ্যকে হারিয়ে ফেলে নগণ্য ও আশুলাভ ও বিজয়ের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়া এই পার্টির উচিত নয় ; কেবলমাত্র শত্রুর সাময়িক ও বাহ্যিক শক্তি দেখেই জনগণের বিপ্লবের বিজয়লাভ সম্পর্কে কখনও এই পার্টির বিশ্বাস হারানো উচিত নয়। একই সময়ে সর্বহারার পার্টি খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে না হলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র দৈনন্দিন সংগ্রামগুলির প্রতি অবশ্যই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবে। প্রত্যেকটি সুনির্দিষ্ট সংগ্রামে,

(১) মাও সেতুং-এর নির্বাচিত রচনাবলী, খণ্ড ১।

এই পার্টি অবশ্যই যথোপযুক্ত প্রস্তুতি চালাবে, জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সুষ্ঠুভাবে কাজ করে যাবে, সংগ্রামের কৌশল অধ্যয়ন করবে ও নিখুঁত করে তুলবে এবং বিজয় অর্জনের জন্য যা করা প্রয়োজন তার সবকিছু করবে যাতে করে জনগণ সব সময়ে শিক্ষা ও প্রেরণা পেতে পারে।

এই বিষয়টা পার্টিকে পুরোপুরি বুঝতে হবে যে, অত্যন্ত ছোট ছোট সংগ্রাম সহ বিরাট সংখ্যক সুনির্দিষ্ট সংগ্রামগুলি একসঙ্গে যুক্ত ও বিকশিত হয়ে এমন একটি শক্তিতে পরিণত হতে পারে যা পুরনো ব্যবস্থাকে কাঁপিয়ে দেবে।

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, রণনীতি ও রণকৌশল পরস্পরের থেকে আলাদা এবং একই সময়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। যে দ্বন্দ্ববাদ দিয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা প্রশ্নগুলি বিচার করেন, এ হল তারই এক অভিব্যক্তি। কোন কোন লোক "রণনীতিগতভাবে শত্রুকে ঘৃণা করা এবং রণকৌশলগতভাবে তাকে গুরুত্ব সহকারে বিচার করাকে" "পণ্ডিতী দর্শন" অথবা "দুমুখো দৃষ্টিভঙ্গী" বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু তাদের ঠিক কোন ধরণের "দর্শন" এবং "একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি" আছে, তা আমাদের আয়ত্তের বাইরে।

"আমাদের বিপ্লব" শীর্ষক প্রবন্ধে সুবিধাবাদী বীরপুঙ্গবদের সম্পর্কে লেনিনের নিম্নোক্ত বক্তব্য আছে: "তারা নিজেদের মার্কসবাদী বলে অভিহিত করেন, কিন্তু মার্কসবাদ সম্পর্কে তাদেব ধারণা হল অসম্ভব রকমের পণ্ডিতসুলভ। মার্কসবাদে নির্ধারক কী তা বুঝতে অর্থাৎ বিপ্লবী দ্বন্দ্ববাদ বুঝতে তারা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন।"[১]

একই প্রবন্ধে লেনিন আরও বলেছেন:

"তাদের সমগ্র আচার ব্যবহার সেই ভীরু সংস্কারবাদী হিসেবে তাদের প্রকাশ করে দেয় যারা বুর্জোয়াদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া দূরে থাক, ক্ষুদ্রতম একটি পদক্ষেপ দূরে যেতেও ভীত হয়ে পড়ে, এবং একই সময়ে নিজেদের ভীরুতাকে উন্মত্ত বক্তৃতা ও দাম্ভিকতা দিয়ে ঢেকে রাখে।"[১]

যারা চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে আক্রমণ করছেন, তাদের আমরা লেনিনের এই লাইনগুলি সযত্নে পড়ে দেখার জন্য সুপারিশ করছি। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, লেনিনের এই বক্তব্য কিছু লোকের কাছে রাজনৈতিক দর্পণ হিসেবে কার্যকরী হতে পারে।

---

(১) লেনিন "মার্কস, এঙ্গেলস, মার্কসবাদ", মস্কো, ১৯৫১, পৃ: ৫৪৭।

সপ্তম অধ্যায়

দুই ফ্রণ্টে সংগ্রাম

আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে আধুনিক সংশোধনবাদই প্রধান বিপদ

বর্তমান পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি বৃহত্তম পার্টিগুলির মধ্যে একটি। ফ্যাসিস্ট শাসনের গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনগুলিতে এই পার্টি বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল। এই পার্টির সংগ্রামের গৌরবময় ঐতিহ্য আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই পার্টি ইতালির জনগণকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দুঃসাহসী সশস্ত্র অভ্যুত্থানে ও গেরিলা যুদ্ধে পরিচালনা করেছিল। জনগণের সশস্ত্র বাহিনী মুসোলিনীকে গ্রেপ্তার করে এবং ঐ ফ্যাসিস্ট দানবকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে, এই ধরণের জঙ্গী সংগ্রামের কীর্তির অধিকারী ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালিতে পুঁজিবাদ কিছুকাল শান্তিপূর্ণ অগ্রগতির মধ্য দিয়ে চলে; সংগ্রামের আইনী পদ্ধতিগুলি কাজে লাগিয়ে এই সময়ে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি অনেক কাজ করে। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলির কাজে আইনী সংগ্রামের শর্তগুলিকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করা যায়; কিন্তু বৈধ সংগ্রামের সময় যদি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির বিপ্লবী সচেতনতা ও দৃঢ়তা হ্রাস পেতে থাকে, তাহলে এই অবস্থার বিপরীত ও নেতিবাচক ফল হতে থাকে। মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন সকলেই এর বিরুদ্ধে সর্বহারাদের সর্বদা সতর্ক থাকার হুঁশিয়ারী দিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে সংশোধনবাদকে প্রধান বিপদ হিসাবে প্রকাশ্যে স্বীকার করাটা প্রয়োজন হয়ে পড়ল কেন? কারণ, প্রথমত: অনেক দেশে বৈধ সংগ্রামের ফলে বহুবিধ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা পাওয়া গেছে এবং শিক্ষা লাভ করা গেছে; দ্বিতীয়তঃ, সুবিধাবাদ ও সংশোধনবাদের জন্ম দেয় এমন অবস্থা প্রকৃতই বিদ্যমান রয়েছে; এবং তৃতীয়তঃ, টিটো-চক্রের প্রতিনিধিত্বে আধুনিক সংশোধনবাদ কার্যত আত্মপ্রকাশ করেছে।

তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কয়েকজন কমরেডের অভিমত বিচার করে আমরা খোলাখুলিই বলতে পারি যে, ইতালির কমিউনিস্ট পার্টিতেও সংশোধনবাদের বিপদ বিদ্যমান রয়েছে। সম্প্রতি ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকজন কমরেড বিপ্লবী মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের

ও চীনা কমিউনিস্টদের আক্রমণ করে পরপর অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নে তারা যে সব বক্তব্য উপস্থিত করেছেন সেগুলি তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডদের বক্তব্যেরই মোটামুটি দ্বিতীয় সংস্করণ। এছাড়া আরও কিছু লোক আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনের সারিতে হাজির হয়েছেন। লেনিনের ভাষায় বলা যায় "তারা সকলে একই পরিবারের লোক, তারা একে অন্যের পিঠ চাপড়ান, একে অন্যের কাছ থেকে শিক্ষা নেন এবং 'গোঁড়া' মার্কসবাদের বিরুদ্ধে মিলিতভাবে অস্ত্রধারণ করেন।"[১] এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। কিন্তু যদি কারো মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান থাকে এবং তিনি এই ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করেন তাহলে তিনি স্পষ্টভাবে দেখতে পাবেন যে এটা আকস্মিক নয়।

কয়েকটি পুঁজিবাদী দেশে আধুনিক সংশোধনবাদ আত্মপ্রকাশ করেছে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও এটা আত্মপ্রকাশ করতে পারে। টিটোচক্রই প্রথমে সংশোধনবাদী পতাকা তুলে ধরে পূর্বের সমাজতান্ত্রিক যুগোস্লাভিয়াকে চরিত্র পরিবর্তনে বাধ্য করে। রাজনৈতিকভাবে টিটোচক্র বহু আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সহচর হয়েছে এবং অর্থনৈতিকভাবে, টিটোচক্র ক্রমান্বয়ে যুগোস্লাভিয়ার অর্থনীতিকে পরিবর্তিত করে তাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়ে পরিণত করেছে; সাম্রাজ্যবাদীরা এই অর্থনীতির নামকরণ করেছে উদার অর্থনীতি।

১৯২১ সালের মে মাসে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে লেনিন বলেছিলেন:

"মিলিয়ুকভ ঠিক বলেছেন। তিনি অত্যন্ত স্থিরমস্তিষ্কে রাজনৈতিক অগ্রগতির মাত্রা বিবেচনা করেছেন এবং বলেছেন যে পুঁজিবাদে প্রত্যাবর্তনের জন্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লববাদ ও মেনশেভিকবাদের পদক্ষেপগুলি প্রয়োজন। এই ধরণের পদক্ষেপ বুর্জোয়াদের প্রয়োজন এবং এটা যে বোঝে না সে নির্বোধ।"[২]

মাত্র কয়েকদশক পর টিটোচক্র যা করেছে লেনিনের অব্যর্থ কথাগুলি যেন তারই ভবিষ্যদ্-বাণী।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও সংশোধনবাদের আত্মপ্রকাশ কী করে সম্ভব? ১৯৫৭ সালের মস্কো ঘোষণায় যেমন বলা হয়েছে "বুর্জোয়া প্রভাবের অস্তিত্ব সংশোধনবাদের আভ্যন্তরীণ উৎস এবং সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ হল এর বাহ্যিক উৎস"।

---

(১) লেনিন, "কি করিতে হইবে?" সংগৃহীত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৬১, খণ্ড ৫, ৩৫০ পৃষ্ঠার ফুটনোট

(২) লেনিন, "১৯২১ সালের ২৭শে মে আর সি পি (বি)'র নিখিল রুশ সম্মেলনে খাদ্য কর সম্পর্কিত রিপোর্টের উপর বিতর্কের উত্তরে ভাষণ," নির্বাচিত রচনাবলী, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, নিউইয়র্ক, ১৯৪৩, খণ্ড ৯, পৃঃ ২২২

সংশোধনবাদই আন্তর্জাতিক শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনের প্রধান বিপদ—মস্কো ঘোষণার এই তত্ত্বের গুরুত্ব পুনরায় উল্লেখ করে ১৯৬০ সালের মস্কো বিবৃতিতে আন্তর্জাতিক সুবিধাবাদের যুগোশ্লাভ সংস্করণের নিন্দা করা হয়। বিবৃতিতে সম্পূর্ণ সঠিকভাবেই দেখিয়ে দেওয়া হয়ঃ

"মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে অচল বলে ঘোষণা করে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার পর যুগোশ্লাভিয়ার লীগ অব কমিউনিস্ট-এর নেতারা ১৯৫৭ সালের ঘোষণার বিরুদ্ধে তাদের লেনিনবাদ বিরোধী সংশোধনবাদী কর্মসূচী তুলে ধরেন। তারা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে লীগ অব কমিউনিস্টকে দাঁড় করান, সমাজতান্ত্রিক শিবির থেকে তাদের দেশকে বিচ্ছিন্ন করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী তথাকথিত "সাহায্যের" উপর দেশকে নির্ভরশীল করে তোলেন এবং এইভাবে গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পাওয়া বিপ্লবী সাফল্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার বিপদের মুখে যুগোশ্লাভ জনগণকে ঠেলে দেন। সমাজতান্ত্রিক শিবির ও বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে যুগোশ্লাভিয়ার সংশোধনবাদীরা অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ চালাচ্ছে। ব্লকের বাইরে থাকার নাম করে তারা এমন সব কার্যকলাপে লিপ্ত যা সমস্ত শান্তিকামী শক্তিগুলির ও দেশসমূহের ঐক্য বিনষ্ট করছে।"

মস্কো বিবৃতিতে আরও বলা হয়ঃ

"যুগোশ্লাভ সংশোধনবাদীদের নেতাদের স্বরূপ আরও বেশী করে উদঘাটিত করা এবং যুগোশ্লাভ সংশোধনবাদীদের লেনিনবাদ-বিরোধী চিন্তার হাত থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনকে রক্ষা করা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির একটি মৌলিক দায়িত্ব।"

ইতালির ও ফ্রান্সের পার্টি এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পার্টি-সহ একাশিটি পার্টির প্রতিনিধিদের স্বাক্ষর এই গুরুত্বপূর্ণ দলিলে আছে। কিন্তু এই স্বাক্ষরের কালির দাগ শুকোতে না। শুকোতেই স্বাক্ষরকারী কয়েকটি পার্টির নেতৃস্থানীয় সদস্যরা টিটোচক্রের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের জন্য ছুটে যান।

কমরেড তোগলিয়াত্তি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন যে, ১৯৬০ সালের মস্কো বিবৃতিতে যুগোশ্লাভিয়ার টিটোচক্র সম্পর্কে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল তা "ভুল" ছিল; তিনি বলেন, "টিটোচক্রের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক উক্তি আমাদের এক পা-ও অগ্রসর হতে সাহায্য করবে না, কিন্তু আমাদের অনেকখানি পেছিয়ে যেতে বাধ্য করবে।"[১] কোন কোন লোক বলেছেন, "যুগোশ্লাভ কমিউনিস্টরা সমগ্র বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে ঐক্য স্থাপনের ও পুনর্মিলনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।" এবং টিটোচক্র ও তাদের নিজেদের মধ্যে "অত্যন্ত

(১) "টিটোচক্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে", রিনাসিটা, ১৩ই অক্টোবর, ১৯৬৩

গুরুত্বপূর্ণ বহু আন্তর্জাতিক সমস্যার ক্ষেত্রে" "মতের নৈকট্য ও মিল" আছে। তাদের কাছে তাদেরই অঙ্গীকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। তারা মস্কো ঘোষণা ও মস্কো বিবৃতিকে কেবল অর্থহীন এক সরকারী অনুষ্ঠান বলে মনে করছেন। নিজেদের সঠিক বলে প্রমাণ করবার জন্য মস্কো বিবৃতিকে জঘন্যভাবে বিকৃত করতেও তাদের বিবেকে এতটুকু বাধেনি। এবং আজকের আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে সংশোধনবাদকে প্রধান বিপদ হিসেবে না দেখে তারা অভিযোগ করছেন যে "শেষের দিকে গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা-বাদই প্রধান বিপদ হিসেবে দেখা দিয়েছে"।[১] জার্মানির সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির প্রতিনিধি যখন মস্কো বিবৃতিকে তুলে ধরেন এবং টিটোচক্রের সংশোধনবাদের নিন্দা করেন তখন তার প্রতি অত্যন্ত রূঢ় আচরণ করা হয়। কিন্তু কংগ্রেসে উপস্থিত টিটোচক্রের প্রতিনিধিকে উন্মত্ত অভিনন্দন দেওয়া হয়। এটাকে কি "কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাধারণভাবে সমন্বয় সাধন করা কর্মপদ্ধতির সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ" বলা যেতে পারে? সকলেই জানেন যে এই কাজ—যা আমাদের নিজেদের লোককে দুঃখিত ও শত্রুকে আনন্দিত করবে—ইচ্ছাকৃতভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল।

এসবের ফলে টিটোচক্রের বাজারদর হঠাৎ দশগুণ বেড়ে গেছে। যারা এটা ঘটিয়েছেন তাদের উদ্দেশ্য হল টিটোচক্রকে মতাদর্শগত কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা; টিটোচক্র যার প্রতিনিধিত্ব করছে সেই আধুনিক সংশোধনবাদ দিয়ে তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে পরিবর্তিত করতে চাইছেন এবং মস্কো-ঘোষণা ও মস্কো-বিবৃতির স্থানে বসাতে চাইছেন টিটোচক্রের আধুনিক সংশোধনবাদী কর্মসূচী অথবা ঐ ধরণের অন্য কিছু।

কিছু লোক কি বারে বারে বলছেন না যে, আমাদের উচিত, "আমাদের ঘড়িগুলির সময় মিলিয়ে নেওয়া?" এখন দুটি ঘড়ি আছে, একটি হ'ল—মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মস্কো ঘোষণা এবং অন্যটি হল টিটোচক্রের বিবৃতি। কোন্‌টি হবে সঠিক ঘড়ি? মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এবং মস্কো ঘোষণা ও বিবৃতির ঘড়ি, না আধুনিক সংশোধনবাদের ঘড়ি?

কিছু লোক আধুনিক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে নিষেধ করেন, এমনকি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সময় পুরনো ধরনের সংশোধনবাদের উল্লেখ করা পর্যন্ত নিষেধ করেন, অথচ তারা নিজেরা পুরনো ধরনের সংশোধনবাদীদের ধুয়োগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন এবং বারে বারে সেগুলিকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠেছেন। 'বাস-সংস্থান সমস্যা' শীর্ষক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় প্রুঁধোবাদ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে এঙ্গেলস বলেছেন, "আধুনিক সমাজবাদের কোন বিশদ বিষয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে যদি নিমগ্ন থাকতে হয় তবে তাকে অবশ্যই আন্দোলনের 'পেরিয়ে আসা হয়েছে এমন

(১) ১৯৬২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব

অবস্থান'গুলির সঙ্গেও পরিচিত থাকতে হবে"। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বিভিন্ন অবস্থান অথবা তা থেকে উদ্ভূত ঝোঁকগুলি অবশ্যম্ভাবীরূপে বারে বারে আত্মপ্রকাশ করবে যতদিন পর্যন্ত সমাজে ঐগুলি সৃষ্টি হবার অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান থাকবে। "এবং পরবর্তীকালে যদি এই প্রবণতা স্পষ্টতর আকার ও দৃঢ়তর রূপ ধারণ করে,...তখন তাদের কর্মসূচী নির্ধারণের জন্য নিজেদের পূর্বসূরীদের কাছে ফিরে যেতে হবে।"[১] যেহেতু আমরা আধুনিক সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি, তখন স্বভাবতই তার পূর্বসূরীদের সম্বন্ধে, ইতিহাসের শিক্ষা সম্বন্ধে এবং আধুনিক সংশোধনবাদীরা কী করে তাদের পূর্বসূরীদের পর্যায়ে ফিরে গেছেন সে সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে। আমাদের কি তাই করা উচিত নয়? এটা কেন "সম্পূর্ণভাবে অননুমোদিত এক ঐতিহাসিক তুলনা" হবে? এটা কি কোন সংস্কার লঙ্ঘন করে?

যখন তারা বার্নস্টাইন, কাউটস্কির মত পুরনো সংশোধনবাদীদের ধুয়োগুলো নতুন করে ধরেছেন এবং চীনের কমিউনিস্টদের ও সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের আক্রমণ করার জন্য ও কলঙ্কিত করার জন্য কাউটস্কির দৃষ্টিভঙ্গী, পদ্ধতি ও ভাষা ব্যবহার করছেন, তখন তারা কোন কারণেই পুরনো সংশোধনবাদীদের সম্বন্ধে লেনিনের সমালোচনা ব্যবহার করে তাদের উত্তর দিতে আমাদের বাধা দিতে পারেন না।

লেনিন বলেছেন:

"ঠিক একইভাবে বার্নস্টাইনের সমর্থকেরা এই বলে হৈ চৈ বাধিয়ে দিয়েছেন যে একমাত্র তারাই সর্বহারাদের সত্যিকারের প্রয়োজন, তাদের শক্তিগুলিকে গড়ে তোলার কর্তব্য, সমস্ত কাজকে গভীরতর করার দায়িত্ব, নতুন সমাজের মৌলিক জিনিসগুলির প্রস্তুতি এবং প্রচার ও আন্দোলনের দায়িত্ব বোঝেন। বার্নস্টাইন বলেন: এইভাবে যা কিছুই কোন 'চূড়ান্ত লক্ষ্যহীন আন্দোলনকে' পবিত্র করছে, কেবলমাত্র আত্মরক্ষামূলক কৌশলকে পবিত্র করছে, 'বুর্জোয়ারা যাতে পিছিয়ে যায়' এমন ভীতি-প্রদর্শনের কৌশল প্রচার করছে—আমরা তার খোলাখুলি স্বীকৃতি দাবী করি। সুতরাং, বার্নস্টাইনপন্থীরা বিপ্লবী সমাজ-গণতন্ত্রীদের 'জ্যাকোব্যাবাদ' এর বিরুদ্ধে, 'শ্রমিকদের উদ্যোগ' বুঝতে অক্ষম 'প্রচারবাদীদের' বিরুদ্ধে এবং আরো অনেকের বিরুদ্ধে চিৎকার শুরু করেছিলেন। বস্তুতঃ প্রত্যেকেই জানেন, বিপ্লবী সমাজগণতন্ত্রীরা দৈনন্দিন কাজ, ছোটখাট কাজ, বিভিন্ন শক্তিকে সংহত করা ইত্যাদি অন্যান্য কাজ পরিত্যাগের কথা কখনো চিন্তা পর্যন্ত করেন নি। তাঁরা যা দাবী করেছেন তা হল—চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা, বিপ্লবী কর্তব্য স্পষ্ট করে উপস্থিত করা, তারা আধা-সর্বহারা ও আধা-পেটিবুর্জোয়া স্তরকে সর্বহারাদের বিপ্লবী স্তরে উন্নীত

(১) মার্কস ও এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫৮, খণ্ড ১, পৃঃ ৫৪১-৪০

করতে চেয়েছেন—সর্বহারাদের বিপ্লবী স্তরকে 'যাতে বুর্জোয়ারা পিছিয়ে যায়' এই ধরণের সুবিধাবাদী ধ্যান-ধারণার পর্যায়ে নামিয়ে আনতে চান্ নি।

"পার্টির বুদ্ধিজীবি সুবিধাবাদী অংশ এবং সর্বহারা বিপ্লবী অংশের মধ্যে এই বিভেদের সম্ভবতঃ সবচেয়ে স্পষ্ট অভিব্যক্তি হল এই প্রশ্ন: 'জয়লাভ করার জন্য আমরা সাহস দেখাতে পারি কি?' আমাদের জয়লাভ করা কি অনুমোদিত? জয়লাভ করা কি আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক হবে না? আমাদের কি জয়লাভ করা উচিৎ? এই প্রশ্ন প্রথমে অদ্ভুত মনে হলেও উত্থাপন করা হয়েছিল এবং তা উত্থাপন করতে হয়েছিল; কারণ, সুবিধাবাদীরা জয়লাভ সম্বন্ধে ভীত ছিল, সর্বহারাদের ভয় দেখিয়ে জয়লাভ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, জয়লাভ করলে গোলমাল হবে—এই ভবিষ্যদ্বাণী করছিল এবং জয়লাভ করার সরাসরি স্লোগানগুলিকে বিদ্রূপ করছিল।"[১]

লেনিনের এই উদ্ধৃতি-ই নতুন ঐতিহাসিক অবস্থায় বার্নস্টাইনবাদের পুনরুত্থান এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ও আধুনিক সংশোধনবাদীদের মধ্যে মতবিরোধের মূল বিষয়গুলি খুব ভালভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারে।

"আমাদের তত্ত্ব অন্ধ ধারণা নয়, কাজের পথ প্রদর্শক"

নিজেদের সৃজনশীল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হিসাবে জাহির করেন এমন কোন কোন লোক বলেন যে, সময় পাল্টে গেছে, অবস্থাও আর এক রকমের নেই, এবং মার্কস ও লেনিন বিবৃত মৌলিক নীতিগুলি নতুন করে বলার আর দরকার নেই। বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করার জন্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিরায়ত রচনা থেকে আমাদের উদ্ধৃতি দেওয়ার তারা বিরোধী এবং এই পদ্ধতিকে তারা "গোঁড়ামিবাদ" বলে চিহ্নিত করেছেন।

গোঁড়ামির শৃঙ্খল ঝেড়ে ফেলার অজুহাতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে পরিত্যাগ করা একটি সুবিধাজনক কৌশল। সুবিধাবাদীদের এই কৌশলের মুখোশ লেনিন বহু আগেই খুলে দিয়েছেন:

"গোঁড়ামি' কত সুবিধাজনক ছোট্ট একটা শব্দ। বিরুদ্ধ মতের কোন তত্ত্বকে বিকৃত করতে হলে এবং এই বিকৃতিকে 'গোঁড়ামির' ভয় দেখিয়ে ঢাকা দিতে হলে অন্য আর বিশেষ কিছুর প্রয়োজনই হয় না—এবং এটাই হল আসল কথা।"[২]

---

(১) লেনিন, "গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রেসির দুই কৌশল", সংগৃহীত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৬২, খণ্ড ৯, পৃঃ ১০৭-০৮

(২) লেনিন, "বিপ্লবী হঠকারিতা", সংগৃহীত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৬১, খণ্ড ৬, পৃঃ ১৯৭

আমরা সকলেই জানি যে, যে সময় লেনিন বেঁচেছিলেন এবং সংগ্রাম করেছিলেন সেই সময় মার্কস ও এঙ্গেলসের সময় থেকে বহুলাংশে ভিন্নতর ছিল। লেনিন মার্কসবাদকে পূর্ণাংগভাবে বিকশিত করেন এবং এক নতুন স্তরে উন্নীত করেন—এই স্তর হল লেনিনবাদ। তাঁর নিজের সময়কার নতুন অবস্থা ও নতুন বৈশিষ্ট্যগুলির সংগে সামঞ্জস্যবিধান করে লেনিন বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন যা মার্কসবাদী তত্ত্বের ভাণ্ডারকে এবং সর্বহারা বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশলগত আমাদের ধারণাকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করেছে ; এবং তিনি আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের জন্য নতুন নীতি ও কর্তব্য উপস্থিত করেছেন। মার্কসবাদের মৌলিক নীতিগুলি রক্ষার জন্য, এর বিশুদ্ধতা সুরক্ষিত করার জন্য এবং সুবিধাবাদী ও সংশোধনবাদীদের দ্বারা এর বিকৃতি সাধনের ও ভেজাল মেশানোর বিরুদ্ধতা করার জন্য লেনিন প্রচুর পরিমাণে এবং বারে বারে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যেমন বিশেষভাবে মার্কসবাদী তত্ত্বের ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ তার মহান রচনা "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" পুস্তকেও লেনিন উদ্ধৃতির ব্যবহারে কার্পণ্য করেন নি। প্রথম পরিচ্ছেদেই তিনি লেখেন ঃ

"মার্কসবাদের অভূতপূর্বভাবে ব্যাপক বিকৃতি সাধনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রধান কর্তব্য হল রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কস প্রকৃতভাবে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা **পুনঃপ্রতিষ্ঠিত** করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মার্কস ও এঙ্গেলসের নিজেদের রচনাবলী থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতির প্রয়োজন হবে। অবশ্যই দীর্ঘ উদ্ধৃতি বিষয়কে কষ্টসাধ্য করে তুলবে এবং কোনক্রমেই সুখপাঠ্য হতে সাহায্য করবে না, কিন্তু সম্ভবতঃ উদ্ধৃতি আমরা পরিহার করতে পারি না। রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনাবলীর সকল অথবা অন্ততঃ গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ-গুলিকে যথাসম্ভব পূর্ণাংগভাবে অবশ্যই উদ্ধৃত করতে হবে, কোনক্রমেই বাদ দেওয়া চলবে না ; যাতে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের প্রতিষ্ঠাতাদের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে ও ঐ সকল দৃষ্টিভঙ্গীর অগ্রগতি সম্বন্ধে পাঠক স্বাধীন মতামত গঠন করতে পারে, এবং যাতে বর্তমানে প্রচলিত "কাউট্‌স্কিবাদ" দ্বারা ঐ সকল দৃষ্টিভঙ্গীর বিকৃতিসাধন নথিপত্র সহকারে প্রমাণ করা যায় ও স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেওয়া যায়—সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।"[১]

এটা দেখা যেতে পারে যে মার্কসবাদকে যখন বেপরোয়াভাবে বিকৃত করা হচ্ছিল, তখন লেনিন মার্কস ও এঙ্গেলস-এর রচনা থেকে সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আজ যখন লেনিন-বাদকে বেপরোয়াভাবে বিকৃত করা হচ্ছে, তখন কোন বিপ্লবী মার্কসবাদী-লেনিনবাদীই লেনিনের রচনা থেকে উদ্ধৃতি না দিয়ে পারেন না। কারণ হল এই যে মার্কসবাদ-লেনিন-বাদের সত্য এবং সংশোধনবাদ ও সুবিধাবাদের কুযুক্তির মধ্যে পার্থক্য এই পদ্ধতিতে সুস্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে।

স্পষ্টতই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া কোন অপরাধ নয় ; কোন কোন লোক যেমন অভিযোগ করে থাকেন। প্রশ্ন হল—উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে

---

(১) লেনিন, নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫১, খণ্ড ২, অংশ ১, পৃঃ ২০৩

কিনা, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সাহিত্য থেকে কীভাবে উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে এবং উদ্ধৃতি সঠিকভাবে দেওয়া হচ্ছে কিনা।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সাহিত্য থেকে আমাদের উদ্ধৃতির সাহায্যে যেসব বক্তব্য আমরা প্রতিপন্ন করতে চাইছি তা ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যান—এমন কোন কোন লোক আছেন। তারা উদ্ধৃতিগুলি প্রকাশ পর্যন্ত করতে সাহস করেন না, কিন্তু "অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদ তুলে ধরার"[১] জন্য সোজাসুজি আমাদের আক্রমণ করেন। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'লু'ম্যানিতে' এতদূর পর্যন্ত গিয়েছে যে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি'র বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে বলেছে যে, ঐ পার্টি "মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চরিত্রহানি ঘটিয়ে এটাকে কেবল কয়েকটি অনমনীয় সূত্রে পর্যবসিত করেছে এবং গোঁড়া মতবাদের সংজ্ঞা নিরূপণের দায়িত্ব নিয়ে উচ্চ যাজকের পদ নিজেরাই গ্রহণ করেছে।"[২] কর্কশ শব্দপ্রয়োগে আমাদের জর্জরিত করে তারা স্পষ্টতই যে এত হৈ-চৈ করছেন—এর প্রকৃত অর্থ কী? এটা সরাসরি তাদের যে মনের অবস্থা ও অনুভূতি প্রতিফলিত করছে তা হলে ক্রুদ্ধ বীতরাগ; আর মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের কথাগুলি দেখামাত্র তাদের যে মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তা থেকেই এই বীতরাগের জন্ম। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের "যাজক" আখ্যা দিয়ে যে সকল ব্যক্তি আমাদের বিরোধিতা করেন, তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-বিরোধী যাজক ও বুর্জোয়া মতাদর্শের যাজক হিসাবে কাজ করছেন।

মৌলিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সত্যগুলিকে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার জন্য কিছু লোক যখন আমাদের উন্মত্তভাবে আক্রমণ করছেন, তখন তারাই অনবরত যে কথাগুলি বলছেন তা মূলতঃ বার্নস্টাইন, কাউটস্কি ও টিটোরই ভাষা, তাদের বহু মৌলিক ধারণাও এইসব ব্যক্তিদের কাছ থেকে ধার করা।

এমন লোকও আছেন যারা তাদেরই মার্কা দেওয়া "গোঁড়ামিবাদে"র উপর তীব্র আঘাত হানেন অথচ বাইবেলের গোঁড়ামিতে আনন্দ পান। বাইবেল বা ঐ ধরণের বিষয়বস্তু দিয়ে তাদের মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ, কিন্তু সেই মস্তিষ্কে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের লেশমাত্র নেই।

"আমাদের তত্ত্ব কোন অন্ধ ধারণা নয়, কাজের পথ প্রদর্শক"—মার্কস ও এঙ্গেলস-এর এই কথাগুলি লেনিন সবসময়ই উল্লেখ করতেন। এখন কোন কোন লোক যখন এই ধারণাটাই ছড়াচ্ছেন যে আমরা "গোঁড়া" তাদের মুখের ওপরেই আমাদের বলতে হচ্ছে: চীনের কমিউনিস্ট পার্টি' গোঁড়ামিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। বিশ বছরেরও আগে আমরা কমরেড মাও সেতুঙের নেতৃত্বে গোঁড়ামিবাদের বিরুদ্ধে এক উল্লেখ-

---

(১) 'কোন যুগে আমরা বাস করি?'—১৯৬০ সালের ১৬ই জানুয়ারী ফ্রান্স নুভেল্লে প্রকাশিত প্রবন্ধ

(২) 'আমাদের ঐক্য এবং আমাদের শৃঙ্খলা', লু'ম্যানিতে, ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৬৩

যোগ্য সংগ্রাম করেছি, তার পরও ঐ ধরণের সংগ্রাম সম্পর্কে আমরা গুরুত্ব আরোপ করে আসছি।

প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বইয়ের বিছানায় শুয়ে থাকেন না। প্রকৃত সংগ্রামের বিভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেশের ও বিদেশের তৎকালীন বাস্তব পরিবেশ, পরিস্থিতি ও অবস্থা ব্যাখ্যা করার জন্য প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পদ্ধতি প্রয়োগে সুকৌশলী হতে হবে এবং এইভাবে তার নিজস্ব কর্মধারা নির্ধারণ করতে হবে। কমরেড মাও সেতুঙ্ আমাদের বারে বারে লেনিনের বিখ্যাত নীতি-বাক্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—"মার্কসবাদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, মার্কসবাদের জীবন্ত আত্মা হল বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ"।[১] যে গোঁড়ামতাবলম্বীরা "বাস্তব বিষয়ে কষ্টকর অধ্যয়ন করতে অস্বীকার করতেন"[২], আমাদের দলের সেইসব গোঁড়ামতাবলম্বীদের তিনি "নিষ্কর্মা" বলে সমালোচনা করেছিলেন।

"পার্টির কাজের পদ্ধতি সংশোধন করুন" শীর্ষক এক ভাষণে ১৯৪২ সালে কমরেড মাও সেতুঙ গোঁড়ামিবাদকে তীক্ষ্ণ ভাষায় সমালোচনা করে বলেন:

"এখনও এমন লোকের সংখ্যা কম নয় যারা মনে করেন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রচনা থেকে বেখাপ্পা উদ্ধৃতিগুলি তৈরী করা সর্বরোগহর ঔষধ বিশেষ; এইগুলি একবার আয়ত্ত করলে সবরকমের ব্যাধি সহজে সাবানো যাবে। এইসব লোক শিশুসুলভ অজ্ঞতা দেখিয়ে থাকেন এবং তাদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য আমাদের অভিযান চালিয়ে যাওয়া উচিত। ঠিক এই ধরণের অজ্ঞ লোকেরাই মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে গোঁড়া ধর্মীয় মতের মত গ্রহণ করে থাকেন। আমাদের উচিত তাদের সোজাসুজি বলা, "আপনাদের গোঁড়ামি মূল্যহীন"। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিন বারে বারে বলেছেন যে আমাদের তত্ত্ব একটা অন্ধ ধারণা নয়, কাজের পথপ্রদর্শক। কিন্তু এইসব লোক কার্যতঃ সবচেয়ে মূল্যবান বিবৃতিটি ভুলে যেতে পছন্দ করেন। তত্ত্বের সংগে অনুশীলনের সংযোগ সাধন করতে পেরেছেন—চীনের কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে একথা কেবল তখনই বলা যাবে যখন তারা চীনের বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি, পদ্ধতি ও লেনিন-স্তালিনের শিক্ষা ভালভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন এবং উপরন্তু যখন তারা চীনের ইতিহাস ও বিপ্লবের বাস্তব ঘটনাবলী গভীরভাবে গবেষণা করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চীনের প্রয়োজন মেটাবার জন্য সৃজনশীল তাত্ত্বিক কাজ সম্পাদন করতে পারবেন। কার্যতঃ কিছুই না করা, কেবলমাত্র তত্ত্ব ও অনুশীলনের সংযোগসাধন সম্পর্কে কথা বলা একশ বছর ধরে চললেও তা মূল্যহীন। সমস্যাগুলি

(১) লেনিন, "কমিউনিজম", সংগৃহীত রচনাবলী, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, খণ্ড ৩১, পৃ: ১৪৩

(২) মাও সে-তুং, "দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে", নির্বাচিত রচনাবলী, খণ্ড ১

সম্পর্কে আত্মগত ও একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধিতা করতে হলে আমাদের অবশ্যই গোঁড়া মতাবলম্বীদের আত্মগত ও একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীকে চূর্ণ করতে হবে।"[১]

যারা এখন গোঁড়ামিবাদকে তীব্রভাবে নিন্দা করছেন, তারা কী করে গোঁড়ামির বিরুদ্ধে লড়তে হয় তা তো জানেনই না, আসলে গোঁড়ামিবাদ কী—সে সম্বন্ধেও তাদের বিন্দুমাত্র কোন ধারণা নেই। তারা ঘোষণা করেই চলেছেন যে সময় ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে এবং "সৃজনশীলভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকশিত" করতে হবে। কিন্তু কার্যতঃ তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সংশোধনের জন্য বুর্জোয়া প্রয়োগবাদকে ব্যবহার করছেন। তারা পরিবর্তিত সময় ও অবস্থার মূল তাৎপর্য অনুধাবন করতে, বর্তমান জগতের দ্বন্দ্বগুলিকে উপলব্ধি করতে অথবা এই সব দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দুকে চিহ্নিত করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। বস্তুর বিকাশের নিয়মাবলী, বাস্তবে যার অস্তিত্ব আছে তাকে তারা উপলব্ধি করতে পারেন না, উদ্দেশ্যহীন ভাবে তারা একদিক থেকে আরেকদিকে যান, এবং একবার আত্মসমর্পণবাদের মধ্যে ও আরেকবার হঠকারিতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন; ঘটনাবলীর তাৎক্ষণিক গতিপ্রকৃতির সংগে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে তারা সর্বহারার মৌলিক স্বার্থের কথা ভুলে যান, এটাই হল তাদের চিন্তা ও কাজ—উভয়েরই বৈশিষ্ট্য। এইভাবে তাদের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন নীতি থাকে না, বারে বারে তারা শত্রুর, নিজেদের ও নিজেদেব বন্ধুদের মধ্যে পার্থক্য টানতে ব্যর্থ হন, এমনকি এই তিনের মধ্যে সম্পর্ককে উল্টোপাল্টা করে ফেলেন এবং শত্রুদের সংগে এমন ব্যবহার করেন যেন তারা আমাদের নিজেদের লোক, আবার বন্ধুদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন যেন তারা আমাদের শত্রু।

লেনিন বলেছেন, অজ্ঞ ব্যক্তি "কখনও একটি সুনির্দিষ্ট বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী এবং ঐক্যবদ্ধ পার্টির কৌশলগত নীতিদ্বারা পরিচালিত হন না। একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তের প্রবণতাকে অন্ধভাবে মেনে নিয়ে তিনি স্রোতের সঙ্গেই সাঁতার কাটেন।"[২] এই সব লোক কি ঠিক তাদের মতই নয়?

নিজের দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের সংগে বিপ্লবের বাস্তব কর্মধারার সমন্বয় সাধন

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের সঙ্গে চীন বিপ্লবের বাস্তব কর্মধারার সমন্বয়সাধনের সুপরিচিত তত্ত্ব বিশ বছরেরও আগে আমাদের পার্টিতে কমরেড মাও সেতুং সূত্রবদ্ধ করেন। দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ ও "বামপন্থী" সুবিধাবাদ—উভয়েরই বিরুদ্ধে দুই

---

(১) মাও সে-তুং, "পার্টির কাজের পদ্ধতি সংশোধন করুন," ফরেন ল্যাংগুয়েজ প্রেস, পিকিং, ১৯৬২, পৃঃ ১২-১৩

(২) লেনিন, "রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য," সংগৃহীত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৬২, খণ্ড ২, পৃঃ ৩৯০

রূপে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সারসংকলন এতে করা হয়েছে।

নিজ নিজ দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের সঙ্গে বিপ্লবের বাস্তব কর্মধারার সমন্বয় সাধন—এই তত্ত্বের দুটো দিক আছে। একদিকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যকে সবসময় আঁকড়ে ধরার প্রয়োজনীয়তা আছে, অন্যথায় দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ বা সংশোধনবাদের ভুল করা হবে, অন্যদিকে সবসময়ে বাস্তব জীবন থেকে কাজ শুরু করা, জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংযোগ স্থাপন করা, অনবরত গণসংগ্রামের অভিজ্ঞতার সারসংকলন করা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজেদের কাজ পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন, অন্যথায় গোঁড়ামিজনিত ভুল হয়ে যাবে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের প্রতি কেন বিশ্বস্ত থাকতে হবে? মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক নীতিগুলির প্রতি কেন বিশ্বস্ত থাকতে হবে? লেনিন বলেছেন :

"মার্কসবাদ সর্বশক্তিমান, কারণ এটা সত্য, পূর্ণতাসম্পন্ন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ; এটা মানুষকে অখণ্ড বিশ্বধারণা লাভে সাহায্য করে, এই ধারণা কোন ধরনের কুসংস্কার, প্রতিক্রিয়া অথবা বুর্জোয়া অত্যাচারের সমর্থনের সঙ্গে আপস করে না।"[১]

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্য অথবা অন্য কথায় এর মৌলিক নীতিগুলি কোন কল্পিত জিনিস নয় বা আত্মগত চিন্তার অলীক উদ্ভাবন নয় এগুলি হল বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত যা মানবজাতির সংগ্রামের সামগ্রিক ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এবং আন্তর্জাতিক সর্বহারা সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সারসংকলন করেছে।

মার্কসবাদের বিশ্বজনীন সত্য সেকেলে হয়ে গেছে—একথা প্রমাণ করার জন্য বার্নস্টাইন থেকে শুরু করে সবরকমের সংশোধনবাদী ও সুবিধাবাদীরাই তথাকথিত নতুন পরিবর্তন ও নতুন পরিস্থিতির অজুহাত ব্যবহার করেছেন। তা সত্ত্বেও গত এক শতাব্দীর বেশী সময় ধরে সারা পৃথিবীর ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্য সর্বত্রই কার্যকরী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে উভয় অংশেই এটা প্রযোজ্য; কেবল মহান অক্টোবর বিপ্লব দ্বারাই নয়, চীনের বিপ্লব এবং অন্য সকল দেশে জয়যুক্ত বিপ্লব দ্বারাও এটা প্রমাণিত হয়েছে; ইউরোপ ও আমেরিকার পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর সমগ্র আন্দোলন দ্বারাই কেবল নয়, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশে যে সব বিরাট বিপ্লবী সংগ্রাম চলছে সেগুলি দ্বারাও এটা প্রমাণিত হয়েছে।

"কার্ল মার্কসের মতবাদের ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ" শীর্ষক রচনায় লেনিন ১৯১৩ সালে লেখেন যে মার্কসবাদের জন্মের পর পৃথিবীর ইতিহাসের প্রত্যেক পর্ব "মার্কসবাদকে নতুন

---

(১) লেনিন, "মার্কসবাদের তিনটি উৎস এবং তিনটি উপাদান," মার্কস, এঙ্গেলস, মার্কসবাদ, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫১, পৃ: ৭৮

স্বীকৃতি ও নতুন বিজয় এনে দিয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের যে পর্ব আসন্ন সেই পর্বে সর্বহারাদের মতবাদ হিসেবে মার্কসবাদের জন্য আরও বৃহত্তর বিজয় অপেক্ষা করছে।"১

১৯২২ সালে তার "সক্রিয় বস্তুবাদের তাৎপর্য প্রসঙ্গে" শীর্ষক প্রবন্ধে লেনিন বলেন ঃ

"......মার্কস ..(দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ) এমন সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেন যে, প্রাচ্যের নতুন শ্রেণীসমূহের জাগরণ ও সংগ্রামের প্রতিটি দিনই মার্কসবাদের নতুন স্বীকৃতি হিসেবে কাজ করছে; প্রাচ্যের (জাপান, ভারত ও চীন) এই শ্রেণীসমূহের অর্থাৎ কোটি কোটি মানুষের, যারা পৃথিবীর লোকসংখ্যার বৃহত্তর অংশ, ঐতিহাসিক নিষ্ক্রিয়তা ও জড়ত্বই বহু অগ্রসর ইউরোপীয় দেশের নিশ্চলতা ও ক্ষয়িষ্ণুতার কারণ হিসেবে এখনো পর্যন্ত দায়ী ছিল। নতুন শ্রেণীসমূহের ও জনগণের জাগরণ প্রতিদিনই মার্কসবাদের নতুন স্বীকৃতির প্রমাণ হিসেবে কাজ করছে।"

সাম্প্রতিক দশকগুলির ঘটনাবলী লেনিনের সিদ্ধান্তকে আরও বেশী করে প্রমাণিত করেছে।

১৯৫৭ সালের মস্কো ঘোষণা আমাদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সারসংকলন করেছে এবং সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়া দেশগুলির সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রধান বিধিগুলি বিবৃত করেছে। ঘোষণায় এইভাবে বিবৃত প্রথম সাধারণ বিধিটি হল ঃ

"কোন না কোন ধরনের সর্বহারা বিপ্লবসাধনের জন্য, কোন না কোন ধরনের সর্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য মেহনতী মানুষকে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বদান—যে শ্রমিকশ্রেণীর সারবস্তু মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি।" তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা যেটিকে "সমাজতন্ত্রের ইতালীয় পথ" বলেন, সেটি হল যথার্থভাবেই সবচেয়ে মৌলিক এই নীতি অর্থাৎ সর্বহারা বিপ্লব ও সর্বহারা একনায়কত্বের নীতি পরিহার করা এবং মস্কো ঘোষণায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত সবচেয়ে মৌলিক এই বিধিটিকে বাতিল করে দেওয়া।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের ও মৌলিক নীতিগুলির যারা বিরোধিতা করেন তারা অবশ্যম্ভাবিভাবেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অখণ্ড বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গীরও বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং "এর মূল তাত্ত্বিক ভিত্তি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অর্থাৎ ঐতিহাসিক বিকাশ হল সর্বব্যাপী ও দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ, এই মতবাদকেও ছোট করে দেখেন।"২

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে মস্কো ঘোষণায় যা বলা হয়েছে তা হল ঃ

---

(১) লেনিন, "মার্কস, এঙ্গেলস, মার্কসবাদ", এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫১, পৃঃ ৮৮

(২) লেনিন, "মার্কসবাদের ঐতিহাসিক অগ্রগতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য", মার্কস, এঙ্গেলস, মার্কসবাদ, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫১, পৃঃ ২৯৪

"মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ থেকে উদ্ভূত। প্রকৃতি, সমাজ ও মানুষের চিন্তার ক্রমবিকাশের সর্বজনীন নিয়ম এই বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে প্রতিফলিত ; অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এটা প্রযোজ্য। অধিবিদ্যা ও ভাববাদকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করা হয়। মার্কসবাদী রাজনৈতিক পার্টি যদি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ও বস্তুবাদের ভিত্তিতে প্রশ্নসমূহ বিচার না করে তবে তার ফলে দেখা দেবে একপেশে ও আত্মগত মনোভাব, চিন্তার অচলাবস্থা, জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা, বিভিন্ন বিষয়ের ও ঘটনার প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ-ক্ষমতার বিলোপ, সংশোধনবাদী ও গোঁড়ামিজনিত ভুল এবং নীতিতে ভুল। বাস্তব কাজে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রয়োগ করা এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভাবধারায় পার্টি কর্মী ও ব্যাপক জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা হল কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির জরুরী কর্তব্য।"

আজকাল এমন লোক আছেন, যারা মস্কো ঘোষণার এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধাচরণ করেন। তারা বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে "দ্ব্যর্থব্যঞ্জক" এবং "এক পণ্ডিতী দর্শন" হিসাবে ঘৃণা করেন এবং একে প্রত্যাখ্যান করেন। তারা হলেন ঠিক সেই পুরনো ধারার সংশোধনবাদী-দের মত যারা "হেগেলকে একটি মৃত কুকুরের মত মনে করেছেন" এবং যখন তারা নিজেরা হেগেলের চেয়েও সহস্রগুণ বেশী হীন ও তুচ্ছ ভাববাদ প্রচার করেছেন, তখন দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির নাম শুনে অবজ্ঞার সঙ্গে ঘাড় নেড়েছেন।[১] এটা স্পষ্ট যে, এই সব লোক বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে আক্রমণ করে, কারণ তারা তাদের আধুনিক সংশোধনবাদী মাল বেচতে চায়।

অবশ্যই, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী গোঁড়ামিবাদ ও সংশোধনবাদ উভয়েরই বিরোধী।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে আমরা অবশ্যই গোঁড়ামি-বাদের বিরোধিতা করব কারণ গোঁড়ামিবাদ প্রকৃত বিপ্লবী অনুশীলন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে প্রাণহীন সূত্র হিসেবে গণ্য করে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ এবং অজেয় কারণ বিপ্লবী অনুশীলনের মধ্য দিয়েই এর জন্ম এবং ক্রমবিকাশ, নতুন বিপ্লবী অনুশীলনের মধ্য দিয়েই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অবিরাম নতুন নতুন শিক্ষা লাভ করে এবং এইভাবে নিজেকে অবিরাম সমৃদ্ধ করে তোলে।

লেনিন প্রায়শই বলতেন যে, মার্কসবাদ বিপ্লবী ভাবধারার সংগে প্রখরতম বৈজ্ঞানিক কঠোরতার সমন্বয় সাধন করে। তিনি বলেছিলেন :

---

(১) লেনিন, "মার্কসবাদ ও সংশোধন" বাদ, নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫০, খণ্ড ১, অংশ ১, পৃ: ৮৯

"মার্কসবাদ অন্যসব সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব থেকে পৃথক কারণ বস্তুগত অবস্থার বিশ্লেষণের ও বস্তুগত ক্রমবিবর্তনের বিশ্লেষণে এটা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক এবং একই সঙ্গে এটা হল বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার, বৈপ্লবিক সৃজনশীল প্রতিভার এবং জনগণের বৈপ্লবিক উদ্যোগের সুনির্দিষ্ট স্বীকৃতি ; অবশ্য আরও বলতে গেলে এটা সেই সব ব্যক্তিবিশেষ, গ্রুপ সংগঠন ও পার্টিগুলিরও সুনির্দিষ্ট স্বীকৃতি যারা এই সব শ্রেণীগুলিকে আবিষ্কার করতে এবং তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সক্ষম।"[১]

এখানে লেনিন সঠিক ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন যে, আমরা অবশ্যই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকব এবং একই সময়ে বিপ্লবী অনুশীলন ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন গোঁড়ামিবাদের বিরোধিতা করব।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা এবং গোঁড়ামিবাদের বিরোধিতা করা এই দুই-এর পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কমরেড মাও সেতুং-এর ব্যাখ্যা লেনিনের অভিমতের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়। জ্ঞানের প্রশ্ন আলোচনা করতে গিয়ে কমরেড মাও সেতুং বলেছেন :

"মানুষের জ্ঞানের গতির পর্যায়ক্রম বিচারে দেখা যায়, ব্যক্তিগত ও বিশেষ জিনিষের জ্ঞান থেকে সাধারণ জিনিসের জ্ঞানের দিকে ক্রমান্বয়ে প্রসার সর্বদা ঘটছে। বিভিন্ন জিনিষের বিশেষ কোন সারবস্তু জানার পরই কেবল মানুষ সাধারণ-সূত্রায়ণের দিকে এগোতে পারে এবং জিনিষের সাধারণ সারবস্তু জানতে পারে, এই সাধারণ সারবস্তুর জ্ঞান যখন মানুষ লাভ করে তখন সে এটাকে পথপ্রদর্শক হিসেবে ব্যবহার করে এবং যেসব সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলি এখনও পর্যালোচিত হয়নি, অথবা পুরোপুরি পর্যালোচনা করা হয়নি, সে সব পর্যালোচনা করতে এবং প্রত্যেকটি জিনিষের বিশেষ সারবস্তু আবিষ্কার করতে অগ্রসর হয়। কেবলমাত্র এইভাবে সে সাধারণ সারবস্তু সম্পর্কে তার জ্ঞান পরিপূর্ণ করতে, সমৃদ্ধ করতে ও উন্নত করতে সক্ষম হয় এবং মিলিয়ে যাওয়া থেকে ও প্রস্তরীভূত হওয়া থেকে সেই জ্ঞানকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়।"[২]

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যকে অর্থাৎ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক নীতিগুলিকে বিলীয়মান বা শিলীভূত কোন কিছুতে পর্যবসিত করার মধ্যেই গোঁড়ামতাবলম্বীদের ভুল নিহিত আছে।

গোঁড়ামতাবলম্বীরা অন্য আর একভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকৃত করে। বাস্তব

---

(১) লেনিন, "বয়কটের বিরুদ্ধে", নির্বাচিত রচনাবলী, ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, নিউ ইয়র্ক, খণ্ড ৩, পৃঃ ৪১৪

(২) মাও সেতুং, "দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে", নির্বাচিত রচনাবলী, খণ্ড ১

অবস্থা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে তারা বিমূর্ত, শূন্যগর্ভ সূত্র উদ্ভাবন করে অথবা বিদেশের অভিজ্ঞতা যান্ত্রিকভাবে গ্রহণ করে এবং জনগণের উপর তা জোর করে চাপিয়ে দেয়। এই ভাবে তারা গণসংগ্রামকে সংকুচিত করে ফেলে এবং আকাঙ্খিত ফললাভ থেকে গণসংগ্রামকে নিবৃত্ত করে। স্থান, কাল ও অবস্থা হিসেবের বাইরে রেখে তারা গোঁয়ার্তুমি করে একই ধরণের সংগ্রামে নিজেদের আবদ্ধ রাখে। তারা বুঝতে পারে না যে প্রত্যেক দেশে গণ-বিপ্লবী আন্দোলন অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে এবং সংগ্রামে যে সকল পদ্ধতির প্রয়োজন সেগুলিকে একই সঙ্গে ও পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করতে হয়; তারা বুঝতে পারে না যে, যখন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে তখন সংগ্রামের পুরনো রূপকে নতুন রূপ দ্বারা পরিবর্তিত করতে হয়, কিংবা পুরনো রূপ কাজে লাগাতে হয়, কিন্তু নতুন বিষয়-বস্তুতে তা পূর্ণ করে নিতে হয়। সুতরাং তারা প্রায়ই জনগণ থেকে এবং সম্ভাব্য মিত্রদের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং এইভাবে সংকীর্ণতাবাদের ভুল করে এবং তারা কোন কোন সময়ে বেপরোয়াভাবে কাজ করে এবং এইভাবে হঠকারিতার ভুলের মধ্যে গিয়ে পড়ে।

যদি কোন পার্টির নেতৃস্থানীয় অংশ গোঁড়ামিবাদের ভুল করেন তবে ঐ পার্টি প্রকৃত বিপ্লবী আন্দোলনের নিয়মাবলী আয়ত্ত করতে ব্যর্থ হয়। তত্ত্বের ক্ষেত্রে ঐ পার্টি নিষ্প্রাণ হতে বাধ্য এবং রণকৌশলের ক্ষেত্রে সব রকম ভুল করতে বাধ্য। এই ধরণের পার্টি সম্ভবত তার নিজের দেশে জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনকে জয়লাভের পথে চালিত করতে পারে না।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে গোঁড়ামিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকালে কমরেড মাও সেতুং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের সঙ্গে চীন বিপ্লবের বাস্তব কর্মধারার সমন্বয় সাধনের উপর জোর দিয়েছিলেন, তিনি দেখিয়েছিলেন যে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী হল—পারিপার্শ্বিক অবস্থার সুশৃঙ্খল ও পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার জন্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব ও পদ্ধতিকে প্রয়োগ করা।

তিনি বলেছিলেন ঃ

"এই মনোভাব নিয়ে, একটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে কোন ব্যক্তি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব অধ্যয়ন করেন; এই উদ্দেশ্য হল—চীন বিপ্লবের প্রকৃত আন্দোলনের সঙ্গে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সমন্বয় সাধন করা এবং চীন বিপ্লবের তাত্ত্বিক ও রণকৌশলগত সমস্যা সমাধানের জন্য অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতি এই তত্ত্ব থেকে অনুসন্ধান করা। এই ধরণের মনোভাব হল লক্ষ্যে তীর নিক্ষেপ করার একটি পন্থা। 'লক্ষ্য' হল চীনের বিপ্লব ও 'তীর' হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। আমরা চীনের কমিউনিস্টরা এই তীরটির অনুসন্ধান করছি কারণ আমরা প্রাচ্যের বিপ্লবের লক্ষ্যে আঘাত হানতে চাই। এই ধরনের মনোভাব অবলম্বন করা হল ঘটনা থেকে সত্য আহরণ করা। 'ঘটনাবলী' হল সেই সব জিনিস যা

বস্তুগতভাবে অবস্থান করে, 'সত্য' হল তাদের আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক অর্থাৎ তাদের পরিচালনার নিয়মাবলী এবং 'অনুসন্ধান করার' অর্থ হল অধ্যয়ন করা। দেশের ভেতরের বা বাইরের, প্রদেশের, গ্রামাঞ্চলের অথবা জেলার প্রকৃত অবস্থা থেকে আমাদের আরম্ভ করা উচিত এবং আমাদের কাজের পথপ্রদর্শক হিসেবে সেগুলি থেকেই নিয়মগুলিকে গ্রহণ করা উচিত; যে নিয়মগুলি সেগুলির মধ্যেই অন্তর্নিহিত এবং কল্পনাপ্রসূত নয় অর্থাৎ আমাদের চারিদিকে যে সব ঘটনা ঘটছে তাদের আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক আমাদের খুঁজে বের করা উচিত; এবং এটা করার জন্য আমাদের আত্মগত কল্পনা, ক্ষণিকের উৎসাহ অথবা নিষ্প্রাণ বই-এর উপর অবশ্যই নির্ভর করা চলবে না, বস্তুগতভাবে অস্তিত্ব আছে এমন ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করতে হবে; আমরা বিষয়বস্তু অবশ্যই বিশদভাবে কাজে লাগাব এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাধারণ নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে তা থেকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছব।"[১]

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস, চীন বিপ্লবের বিজয়ের ইতিহাস হল চীনের বিপ্লবের বাস্তব কর্মধারার সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের চিরঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের একটি নিদর্শন। এটা ভাবাও যায় না যে, এই ধরণের সমন্বয় সাধন ছাড়া চীন বিপ্লব বিজয় অর্জন করতে পারত।

নীতি ও নমনীয়তা

লেনিনের একটি সুপরিচিত নীতিসূত্র হল "নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কর্মপন্থাই একমাত্র নির্ভুল কর্মপন্থা"। সবরকমের সুবিধাবাদী ঝোঁকের বিরুদ্ধে মার্কসবাদ বিজয় অর্জনে সমর্থ হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেনীর আন্দোলনে প্রাধান্য বিস্তার করেছে তার কারণ মার্কস ও এঙ্গেলস নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কর্মপন্থায় একনিষ্ঠ ছিলেন। সবরকমের সংশোধনবাদী ও সুবিধবাদী ঝোঁকের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে লেনিনবাদ অক্টোবর বিপ্লবকে জয়ের পথে পরিচালনা করতে সমর্থ হয়েছে এবং নতুন যুগে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে প্রাধান্য বিস্তার করেছে; স্পষ্টতই কারণ, লেনিন এবং লেনিনের পর স্তালিন, মার্কস ও এঙ্গেলস-এর আদর্শ বহন করে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কর্মপন্থা নিয়েই ধৈর্য্যসহকারে কাজ করেছেন।

নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কর্মপন্থার অর্থ কী? এর অর্থ এই যে প্রত্যেকটি কর্মপন্থা যা আমরা উপস্থাপিত করি এবং তার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তা অবশ্যই সর্বহারার শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গী, সর্বহারার মৌলিক স্বার্থ, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। সর্বহারার পার্টি অবশ্যই

---

(১) মাও সেতুং, "আমাদের অধ্যয়নের সংস্কার সাধন করুন", ফরেন ল্যাংগোয়েজ প্রেস, পিকিং ১৯৫৫; পৃ: ৮-৯।

আশু স্বার্থের দিকেই তার মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখবে না, হাওয়ার সাথে তাল মিলিয়ে চলে মৌলিক স্বার্থ বিসর্জন দেবে না। আজকে একটি জিনিস অনুমোদন বা সমর্থন করে এবং আগামীকাল অন্য একটি জিনিস অনুমোদন বা সমর্থন করে ঐ পার্টি কেবলমাত্র ঘটনাবলীর বর্তমান গতি প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করবে না এবং নীতিগুলিকে পণ্য হিসাবে গণ্য করে সেগুলি নিয়ে ব্যবসা চালাবে না। অন্যকথায় বলতে গেলে, সর্বহারার পার্টি অন্যান্য সকল শ্রেণী ও তাদের রাজনৈতিক পার্টিগুলি থেকে, কেবলমাত্র ভূস্বামী ও বুর্জোয়াদের কাছ থেকেই নয়, পেটি বুর্জোয়াদের কাছ থেকেও—নিজেকে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিকভাবে স্বতন্ত্র করে নিয়ে নিজের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অবশ্যই অক্ষুন্ন রাখবে। পার্টির মধ্যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা নিজেদের এবং বিভিন্ন ধরণের সর্বহারার বিপরীতধর্মী মতাদর্শ প্রতিফলিত করে এমন দক্ষিণ পন্থী ও "বামপন্থী" সুবিধাবাদীদের মধ্যে অবশ্যই সীমারেখা টানবে। মস্কো ঘোষণা ও মস্কো বিবৃতি এই দুই দলিলে বিবৃত মৌলিক বিপ্লবী নীতিগুলির প্রতি অনুমোদন জ্ঞাপন করে মাত্র গতকাল কোন কোন লোক ঐ দলিল দুটিতে স্বাক্ষর দিয়েছেন, কিন্তু আজই তারা এই নীতিগুলিকে পদদলিত করছেন। মস্কো বিবৃতিতে স্বাক্ষর দান করতে না করতেই, যুগোশ্লাভিয়ার লীগ অব কমিউনিস্ট-এর নেতারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন—এই সিদ্ধান্তের প্রতি ঐক্যমত ঘোষণা করতে না করতেই তারা ঘুরে দাঁড়ালেন এবং টিটোপন্থী দলত্যাগীদের প্রতি প্রিয় ভ্রাতার মত আচরণ করলেন। বিবৃতির এই সিদ্ধান্তে তারা একমত হয়েছিলেন যে, **"মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই বিশ্ব প্রতিক্রিয়ার প্রধান দুর্গ এবং আন্তর্জাতিক ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী; মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সারা পৃথিবীর জনগণের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে"।** অথচ এরপরে শীঘ্রই তারা বলতে লাগলেন যে মানবজাতির ভাগ্য যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই দুই শক্তির প্রধানদের মধ্যে "সহযোগিতা" "আস্থা" এবং "ঐক্যমতের" উপরই নির্ভর করে। ঘোষণা ও বিবৃতিতে লিপিবদ্ধ ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি ও দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারক নীতিগুলি সম্পর্কে তারা একমত হন, তা সত্ত্বেও শীঘ্রই তারা এই নীতিগুলি পরিহার করেন এবং নিজেদের পার্টি কংগ্রেসগুলিতে প্রকাশ্যভাবে ও ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য এক ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি ও দেশকে নিন্দা করেন। যদিও এইসব লোক অনবরত বলেছেন যে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির মধ্যেকার মতাদর্শগত পার্থক্য কখনও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রসারিত করা হবে না, তা সত্ত্বেও তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির মধ্যেকার অসংখ্য অর্থনৈতিক ও কারিগরী সাহায্যের চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলেছেন এবং এতদূর পর্যন্ত গিয়েছেন যে, একটি ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের সঙ্গে কার্যত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। ঘোষণা ও বিবৃতির এই সিদ্ধান্তে তারা একমত হয়েছিলেন যে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে সংশোধনবাদই প্রধান বিপদ এবং তা সত্ত্বেও শীঘ্রই তারা এই চিন্তা ছড়াতে থাকেন যে, "গোঁড়ামিবাদই প্রধান বিপদ" হিসেবে চারিদিকে দেখা দিয়েছে। এইভাবে তারা অনেক কিছু বলেন। তাদের এইসব কার্যকলাপের কোন নীতি আছে কি? তাদের কর্মপদ্ধতি কোন ধরনের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত?

নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কর্মপদ্ধতির প্রতি ঘনিষ্ট থেকে, সর্বহারার পার্টিকে অবশ্যই নমনীয়তা দেখাতে হবে। বিপ্লবী সংগ্রামে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান অস্বীকার করা কিংবা ঘোর-প্যাঁচের পথ ধরে অগ্রগতি প্রত্যাখ্যান করা ভুল। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের এবং সুবিধাবাদী ও সংশোধনবাদীদের মধ্যে পার্থক্য হল—প্রথমোক্তরা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কর্মপদ্ধতি সফল করার জন্য নমনীয়তার পক্ষে দাঁড়ান এবং শেষোক্তরা এমনভাবে নমনীয়তা প্রদর্শন করেন যে, কার্যত তাতে নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত কর্মপদ্ধতি পরিহার করা হয়।

নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নমনীয়তা সুবিধাবাদ নয়। বিপরীতক্রমে, যদি কোন ব্যক্তি না জানেন যে, প্রয়োজনীয় নমনীয়তা কী ভাবে প্রয়োগ করতে হয়, এবং বিশেষ অবস্থায় ও ধৈর্য্য সহকারে নীতি অবলম্বন করার ভিত্তিতে কী করে সময়োপযোগী কাজ করতে হয়, তা হলে তিনি সুবিধাবাদী ভুল করে বসতে পারেন; এইভাবে তিনি বিপ্লবী সংগ্রামের অবাঞ্ছনীয় ক্ষতিসাধন করবেন।

নমনীয়তার প্রয়োগে আপস একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা আপসের প্রশ্নটি নিম্নোক্তভাবে দেখেন:

বিপ্লবের স্বার্থসেবী কোন প্রয়োজনীয় আপস তারা কখনও প্রত্যাখ্যান করেন না, যেমন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত আপস; কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার পর্যায়ে পড়ে এমন কোন আপস তারা কখনও বরদাস্ত করবেন না—যেমন নীতিহীন আপস।

লেনিনই চমৎকার বলেছেন:

"বিনা কারণে মার্কস ও এঙ্গেলসকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করা হয় না। সমস্ত বুলি আওড়ানেওয়ালাদের তারা ছিলেন নির্মম শত্রু। সমাজতন্ত্রের প্রশ্ন (সমাজতান্ত্রিক রণকৌশলের প্রশ্নসহ) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তুলে ধরতে তারাই আমাদের শিখিয়েছেন। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে যখন এঙ্গেলসকে কমিউনের পরে উদ্বাস্তুতে পরিণত হওয়া ফরাসী ব্লাঁকি-পন্থীদের বিপ্লবী ইশতেহার বিশ্লেষণ করতে হয়, তিনি তখন মোলায়েম শব্দ ব্যবহার না করেই বলেছিলেন যে, তাদের 'কোন আপস নয়' এই গর্বিত ঘোষণা ছিল ফাঁকা বুলিমাত্র। আপস করাকে বিসর্জন দেওয়া কারুর পক্ষেই উচিত হবে না। প্রশ্ন হল সকল প্রকার আপসের মধ্য দিয়ে, যা কোন কোন সময় সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণীর সবচেয়ে বিপ্লবী পার্টিকে ঘটনার চাপে মেনে নিতে হয় এরকম সব আপসের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী রণকৌশল ও সংগঠন, বিপ্লবী চেতনা, শ্রমিকশ্রেণী ও তার সংগঠিত পুরোধা কমিউনিস্ট পার্টির সংকল্প ও প্রস্তুতি অব্যাহত রাখতে শক্তিশালী করতে, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে ও অগ্রসর হতে সমর্থ হওয়া।"[১]

---

(১) লেনিন, "আপস প্রসঙ্গে", সংগৃহীত রচনাবলী, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, খণ্ড ৩০, পৃ: ৪৫৮

যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি বিবেকসম্মতভাবে বাস্তব ঘটনাবলী থেকে সত্য আহরণ করে সেই পার্টি কেমন করে নির্বিচারে সমস্ত আপসই প্রত্যাখ্যান করতে পারে? হুঙকির ১৯৬৩ সালের প্রথম সংখ্যায় **লেনিনবাদ ও আধুনিক সংশোধনবাদ** সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই অনুচ্ছেদ আছে:

"আমাদের দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী সংগ্রামে আমরা চীনের কমিউনিস্টরা বহু ঘটনায় আমাদের আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর সঙ্গে আপস করেছি। উদাহরণস্বরূপ প্রতিক্রিয়াশীল চিয়াং কাইশেক চক্রের সঙ্গে আমরা আপস করেছিলাম। কোরিয়াকে সাহায্য দানের সংগ্রামে ও মার্কিন আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করার জন্য আমরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আপস করেছিলাম।"

সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আরও বলা হয়েছে:

"যথার্থভাবেই লেনিনের শিক্ষা অনুসারে আমরা চীনের কমিউনিস্টরা বিভিন্ন ধরণের আপসের মধ্যে পার্থক্য টানি, জনগণের স্বার্থে ও বিশ্বশান্তির অনুকূল আপসগুলি আমরা সমর্থন করি এবং বিশ্বাসঘাতকতার পর্যায়ে পড়ে এমন সব আপসের আমরা বিরোধিতা করি। এটা পুরোপুরি পরিষ্কার যে, যারা এই মুহূর্তে হঠকারিতার ও পরবর্তী মুহূর্তে আত্মসমর্পণবাদের জন্য অপরাধী কেবলমাত্র তাদেরই মতাদর্শ হল ট্রট্স্কিবাদ অথবা নতুন ছদ্মবেশে ট্রট্স্কিবাদ।"

এটা সবারই জানা যে, ব্রেস্ট-লিতভস্ক চুক্তির ব্যাপারে এবং সমগ্র রুশ বিপ্লবের ও সোভিয়েত গঠনকাজের ইতিহাসে ট্রট্স্কি এক অতি জঘন্য ভূমিকা পালন করেছেন। সকল প্রধান প্রশ্নে তিনি লেনিনের ও লেনিনবাদের বিরোধিতা করেছেন। প্রথমে একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজ সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে—এ কথা তিনি অস্বীকার করেন। বিপ্লবী রণনীতি ও রণকৌশলের প্রশ্নে তার কোনই নীতি ছিল না এবং এই নীতিহীনতা এক মুহূর্তে "বামপন্থী" হঠকারিতা এবং অন্য মুহূর্তে দক্ষিণপন্থী আত্ম-সমর্পণবাদে আত্মপ্রকাশ করে। ব্রেস্ট-লিতভস্ক চুক্তির প্রশ্নে, তিনি প্রথমে হঠকারী নীতির জন্য চাপ দেন; তারপরে লেনিনের নির্দেশ অমান্য করে ব্রেস্ট-লিতভস্ক আলোচনার চুক্তিতে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেন এবং একই সময়ে জার্মান পক্ষের কাছে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ এক বিবৃতি দেন যে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাতে ও সৈন্য বাহিনী সরিয়ে নিতে প্রস্তুত হচ্ছে। এর ফলে জার্মান আক্রমণকারীরা আরও উদ্ধত হয়ে ওঠে এবং আরও বেশী পীড়াদায়ক শর্ত আরোপ করে। ব্রেস্ট-লিতভস্ক চুক্তির ব্যাপারে এটাই ছিল ট্রট্স্কিবাদের নমুনা।

যদিও দুটো ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের তবু বর্তমানে কোন কোন লোক নিজেদের খুশিমত কিউবা সংক্রান্ত ঘটনাবলী ও ব্রেস্ট-লিতভস্ক চুক্তির ঘটনাবলীকে একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। তারা নিজেদের লেনিন মনে করে এক ঐতিহাসিক সাদৃশ্য টেনেছেন:

এবং যারা অন্য দেশের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দেওয়ার বিরোধিতা করেছেন তাদের ট্রট্স্কিবাদী বলে চিহ্নিত করছেন। অবাস্তবতার চূড়ান্ত।

ব্রেস্ট-লিতভস্ক চুক্তিতে স্বাক্ষরদান দাবী করে লেনিন সম্পূর্ণ ঠিক কাজই করেছিলেন। লেনিনের উদ্দেশ্য ছিল অক্টোবর বিপ্লবের বিজয় সংহত করার জন্য সময় লাভ করা। ১৯৩৬ সালে লিখিত "চীনের বিপ্লবী যুদ্ধে রণনীতির সমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধে কমরেড মাও সেতুং "বামপন্থী" সুবিধাবাদী ভুলগুলির তীব্র সমালোচনা করেন। ব্রেস্ট-লিতভস্ক চুক্তির উল্লেখ করে তিনি বলেন:

"অক্টোবর বিপ্লবেব পব যদি রুশ বলশেভিকরা 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' মতামত অনুযায়ী কাজ করতেন এবং জার্মানির সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর কবতে অস্বীকার করতেন, তা হলে নবজাত সোভিয়েতগুলি শিশু অবস্থায় মৃত্যুব মুখে পড়ত।"[১]

পরবর্তী ঘটনাবলীতে লেনিনের দূরদৃষ্টি সমর্থিত হযেছে এবং ব্রেস্ট-লিতভস্ক চুক্তিতে স্বাক্ষরদান বৈপ্লবিক আপস বলে প্রমাণিত হয়েছে।

কিউবার ঘটনা কী ধরণের? সে হল সম্পূর্ণ আলাদা এক কাহিনী। কিউবার ঘটনায় দেখা যায়, কিউবার জনগণ ও তাদের নেতৃবৃন্দ তাদেব পিতৃভূমির সার্বভৌমত্ব রক্ষার আমরণ সংগ্রামের জন্য সংকল্পবদ্ধ ছিলেন; তারা মহান বীবত্ব ও উচ্চ নীতিবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। তারা আত্মসমর্পণবাদের ভুল করেন নি। কিন্তু কিউবার ঘটনায় কিছু লোক প্রথমে হঠকারিতার ভুল করে এবং পরে নিজেদের দেশের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দেবার সামিল অপমানকর শর্ত কিউবার জনগণকে মেনে নিতে বলে আত্মসমর্পণবাদের ভুল করে। এই সব লোক লেনিনের ব্রেস্ট-লিতভস্ক চুক্তি সম্পাদনের নজীর ব্যবহার করে নিজেদের আড়াল করার চেষ্টা করে; কিন্তু এই ব্যাপারটা বিশ্রী ধরনের কারসাজি বলে ধরা পড়ে গেছে, কারণ প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের অনেক বেশী নগ্ন করে ফেলেছেন।

চীন বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নীতি ও নমনীয়তার মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কমরেড লিউ শাওচি চীনের কমিউনিস্ট পার্টি'র সপ্তম কংগ্রেসে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন:

"সুনির্দিষ্ট নীতির ওপর আমাদের নমনীয়তা প্রতিষ্ঠিত। নীতিহীন নমনীয়তা, নীতি অতিক্রম করা সুবিধাদান ও আপস, নীতির ব্যর্থতা ও বিভ্রান্তি—এ সব কিছু ভুল। কর্ম-পদ্ধতি ও রণকৌশলে সমস্ত পরিবর্তনের জন্য বিচারের মান বা মাপকাঠি হল পার্টি নীতি; এবং পার্টি নীতিই হল নমনীয়তার বিচারমান ও মাপকাঠি। যেমন আমাদের অপরিবর্তনীয় নীতিগুলির একটি হল জনগণের বৃহত্তম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সবচেয়ে বড় স্বার্থের জন্য লড়াই করা।

---

(১) মাও সেতুং, নির্বাচিত রচনাবলী, খণ্ড ১

"এই অপরিবর্তনীয় নীতি হল সেই বিচারমান ও মাপকাঠি যা দিয়ে কর্মপদ্ধতি ও রণকৌশলের সকল পরিবর্তনের সঠিকতা বিচার করতে হবে। এই নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য-পূর্ণ সকল পরিবর্তন সঠিক এবং এই নীতির সঙ্গে যে সব পরিবর্তনের বিরোধ ঘটে সেগুলি ভুল।"[১]

নীতি ও নমনীয়তার মধ্যকার সম্পর্কের প্রশ্নে এই হল আমাদের অভিমত এবং আমরা এটাকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অভিমত বলেই মনে করি।

---

(১) লিউ-শাও-চি, "পার্টি প্রসঙ্গে"

অষ্টম অধ্যায়

দুনিয়ার মজদুর এক হও

"দুনিয়ার মজদুর এক হও", এক শতাব্দীরও পূর্বে মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক উচ্চারিত এই মহান আহ্বান চিরকালের পথপ্রদর্শক নীতি হিসাবে আন্তর্জাতিক সর্বহারার অবশ্য-পালনীয় হয়ে থাকবে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বরাবরই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য ঊর্দ্ধে তুলে ধরে এবং এই ঐক্যকে সুরক্ষিত করাকে পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করে। এই প্রশ্নে আমাদের নীতি ১৯৬৩ সালের ২৭শে জানুয়ারির **রেনমিন রিবাও** পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমরা পুনরায় ব্যক্ত করেছি:

> "আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে কিনা? প্রকৃত ঐক্য হবে অথবা লোক দেখানো ঐক্য হবে? কোন ভিত্তিতে ঐক্য সাধন হবে—মস্কো ঘোষণা ও মস্কো বিবৃতির ভিত্তিতে ঐক্য হবে, অথবা যুগোশ্লাভ সংশোধনবাদী কর্মসূচীর ভিত্তিতে কিংবা অন্য কোন ভিত্তিতে 'ঐক্য' হবে? অন্য কথায় বলা যায়, পার্থক্য ক্রমান্বয়ে দূরীভূত করা এবং ঐক্য শক্তিশালী করা হবে অথবা পার্থক্যকে বিস্তৃত করে ভাঙনের সৃষ্টি করা হবে?
>
> "চীনের কমিউনিস্টরা, অন্য সকল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এবং সমগ্র প্রগতিশীল মানবজাতি সর্বসম্মতভাবে ঐক্য তুলে ধরতে ও ভাঙন রোধ করতে, প্রকৃত ঐক্য অর্জন করতে ও ভুয়া ঐক্য রোধ করতে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্যের সাধারণ ভিত্তি রক্ষা করতে ও ঐ ভিত্তি দুর্বল করার অপচেষ্টায় বাধা দিতে এবং মস্কো ঘোষণা ও মস্কো বিবৃতির ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক শিবির ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য তুলে ধরতে ও শক্তিশালী করতে চান।"

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্যের প্রশ্নে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি'র এই হল দৃঢ় মনোভাব।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্য ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অযৌক্তিক আক্রমণ পরিচালনা ও সংগঠিত করে কিছু লোক হঠাৎ "ঐক্যের" সুরে কথা বলতে শুরু করেছেন। কিন্তু তারা যাকে ঐক্য বলেন তা হল অন্যদের গালিগালাজ করার নিজেদের অনুমতি দেওয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপনে অন্যদের অনুমতি না দেওয়া। "প্রকাশ্য বিতর্ক বন্ধ করার আহ্বান" জানিয়ে তারা বোঝাতে চান যে অন্যদের যেমন খুশি আক্রমণ করার অধিকার তাদের নিজেদের থাকবে কিন্তু যে কোন প্রত্যুত্তর দরকার হোক না

কেন তা দেওয়া থেকে অন্যদেব বিরত রাখা হবে। ঐক্যের কথা বলে তারা ঐক্যকে ক্ষতিগ্রস্ত কবার কাজ চালিয়ে যান ; প্রকাশ্য বিতর্ক বন্ধ কবাব আহ্বান জানিযে তারা প্রকাশ্য আক্রমণ চালিয়ে যান। উপরন্তু, তারা যাদের আক্রমণ করছেন তাদের প্রতি হুমকি দিয়ে বলেন যে যদি তারা মুখ বু'জে না থাকেন তা হলে "তাদেব বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া এমনকি জোরদার করাও অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে"।

কিন্তু টিটোচক্রের প্রসঙ্গ এসে পড়লেই এই সব লোক সত্যিকারের ঐক্য চায়, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে ঐক্য নয়, টিটোচক্রের সঙ্গে ঐক্যই এদের প্রত্যাশা ; তারা চায় টিটোচক্র যার প্রতিনিধিত্ব করছে সেই আধুনিক সংশোধনবাদের ভিত্তিতে, অথবা কিছু লোকেব ব্যাটন চালনার ভিত্তিতে ঐক্যস্থাপন করতে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, মস্কো ঘোষণা ও মস্কো বিবৃতির ভিত্তিতে এরা ঐক্য চায় না। সুতরাং বাস্তবে তাদের ঐক্য হল বিভেদেরই ছদ্মনাম। ঐক্যের ধূম্রজাল ব্যবহার করে তারা তাদের বিভেদকামী কার্যকলাপ ঢেকে বাখতে চাইছেন।

সংশোধনবাদ শ্রম-কৌলিন্যের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে, সুতরাং প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদেরও স্বার্থরক্ষা করে। সংশোধনবাদী ঝোঁক সর্বহারাদের, ব্যাপক জনগণের, এবং সমস্ত নিপীড়িত জাতি ও জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী। সেই বার্নস্টাইনের সময় থেকেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বারে বারে সংশোধনবাদী ও সুবিধাবাদী ঝোঁকের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং প্রত্যেকবারই সোরগোলের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ জনগণের সবচেয়ে বড় অংশের সর্বোচ্চ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অপরাজেয়। যে সকল সংশোধনবাদী ও সুবিধাবাদী বিপ্লবী মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন তারা একের পর এক সত্যের মুখোমুখি হয়ে বিপর্যস্ত হয়েছেন এবং জনগণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। বার্নস্টাইন ব্যর্থ হয়েছিলেন, তেমনি ব্যর্থ হয়েছেন কাউট্স্কি, প্লেখানভ, ট্রট্স্কি, বুখারিন, চেন তুশিউ, ব্রাউডার এবং অন্যান্য সকলে। আজ যারা বিপ্লবী মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপর নতুন আক্রমণ চালাচ্ছেন, তারা একই রকম কর্তৃত্বপ্রয়াসী ও উদ্ধত প্রকৃতির ; তবু তারা যদি কোন রকম উপদেশেব প্রতি কর্ণপাত না করেন এবং ভুল পথে চলার জিদ ধরেই থাকেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, তাদের পরিণতিও পুরনো সংশোধনবাদী ও সুবিধাবাদীদের চেয়ে ভাল হবে না।

এমন লোক আছেন যারা অনেক অসৎ কৌশল অবলম্বন করে, গুজব ছড়িয়ে, কাদা ছুঁড়ে এবং বিভেদের বীজ বপন করে ভাঙন সৃষ্টির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু পৃথিবীর জনসাধারণের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে ঐক্য চান এবং তারা ভাঙ্গনের বিরোধী। ভাঙ্গন সৃষ্টি করার জন্য, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলিকে আক্রমণ করার জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক শিবির ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্যকে নষ্ট করার জন্য কতিপয় লোকেব কার্যকলাপ পৃথিবীর জনগণের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ইচ্ছার পরিপন্থী এবং জনগণের

কাছে অত্যন্ত অপ্রিয়। ভুয়া ঐক্যের ও প্রকৃত ভাঙনের জন্য তাদের কৌশল জনগণের কাছে গোপন থাকে না। ইতিহাসে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতক কোন ভাঙন-সৃষ্টিকারীর পরিণতি কখনো ভাল হয়নি। যারা ভাঙন সৃষ্টির জন্য কাজ করছেন তাদের আমরা ইতিপূর্বেই "খাড়া কিনারায় পৌঁছে যাওয়া অবস্থায় বল্গা টেনে ধরার জন্য" উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু কিছু লোক আমাদের উপদেশ গ্রহণে অনিচ্ছুক। তারা বিশ্বাস করেন যে এখনো তারা "কিনারায়" পৌঁছননি এবং তারা বল্গা টেনে ধরতেও প্রস্তুত নন। আপাত-দৃষ্টিতে তারা তাদের ভাঙন সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে খুব বেশিই আগ্রহী। যদি একান্তই চান তবে তারা গোলমাল সৃষ্টি করে যেতে পারেন। জনগণ এবং ইতিহাস তাদের বিচার করবে।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে একটি লক্ষ্য করার মত ঘটনা বর্তমানে ব্যাপক-মাত্রায় ঘটছে। এই লক্ষ্য করার মত ঘটনাটি কী? মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সত্য যারা পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করেছেন বলে দাবী করেন, সেই সাহসী যোদ্ধারা যাদের তীব্রভাবে নিন্দা করেছেন—সেই তথাকথিত গোঁড়ামতাবলম্বী, সংকীর্ণতাবাদী, ভাঙনসৃষ্টিকারী, জাতীয়তাবাদী ও ট্রট্স্কিপন্থীদের দ্বারা তাদেরই আক্রমণের উত্তরে লেখা প্রবন্ধগুলিকে যমের মত ভয় করেন। তারা তাদের সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকায় এই সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করতে সাহস করেন না। ভীত ইঁদুরের মত তারা মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত। তারা তাদের নিজের দেশের জনগণকে আমাদের প্রবন্ধাদি পড়তে দিতে সাহস করেন না এবং এই সব প্রবন্ধের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার জন্য তারা কঠোর ব্যবস্থা জারি করতে চেষ্টা করেছেন। এমনকি তারা আমাদের বেতার প্রচারে বাধা দেবার জন্য তাদের শক্তিশালী বেতারকেন্দ্রগুলি বেতারতরঙ্গ জট পাকিয়ে দেওয়ার কাজে ব্যবহার করছেন এবং তাদের জনসাধারণকে আমাদের বেতার প্রচার শোনা থেকে বঞ্চিত করছেন। প্রিয় বন্ধু ও কমরেডগণ, আপনারা তো নিজেদের সমগ্র সত্যের অধিকারী বলে দাবী করে থাকেন। আমাদের প্রবন্ধগুলি ভুল—এ বিষয়ে যখন আপনারা নিশ্চিত, তখন কেন আপনারা এই ভুল প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করছেন না এবং তারপর একটার পর একটা বক্তব্য ধরে সেগুলি ভুল বলে প্রতিপন্ন করছেন না? এইভাবেই তো আপনারা যে মতগুলিকে গোঁড়া, সংকীর্ণতাবাদী ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী বলেন সেই "বিরুদ্ধ মতগুলির" বিরুদ্ধে আপনাদের জনগণের মধ্যে ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে পারেন। এই কাজ করতে আপনাদের সাহসের অভাব কেন? কেন এই কঠিন নিষেধাজ্ঞা? আপনারা সত্যকে ভয় পান। আপনাদের আখ্যা দেওয়া "গোঁড়ামিবাদের" অর্থাৎ প্রকৃত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ছায়ামূর্তি পৃথিবীর সর্বত্র হানা দিচ্ছে এবং আপনাদেরও বিপন্ন করে তুলেছে। জনগণের উপর আপনাদের কোন আস্থা নেই, জনগণেরও আপনাদের উপর কোন আস্থা নেই। আপনারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। সেই কারণেই আপনারা সত্যকে ভয় পান এবং আপনাদের ভয়কে এতদূর বিকৃত করেন যা অবাস্তব। বন্ধুগণ, কমরেডগণ! যদি আপনাদের পুরুষোচিত যথেষ্ট সাহস থাকে, এগিয়ে আসুন। বিতর্কের

এক পক্ষ অন্য পক্ষের সমালোচনামূলক সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করুন এবং আমাদের নিজেদের দেশের ও সমস্ত পৃথিবীর জনগণ এই সম্বন্ধে ভেবে সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন—কে ভুল আর কে সঠিক। ঠিক এই কাজটাই আমরা করছি এবং আমরা আশা রাখি যে, আপনারা আমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন। আপনাদের প্রত্যেকটি বক্তব্য পুরোপুরি প্রকাশ করতে আমরা ভীত নই, যে সমস্ত "শ্রেষ্ঠ রচনায়" আপনারা আমাদের গালিগালাজ করেন তা আমরা প্রকাশ করি। তারপর আমরা একটির পর একটি বক্তব্য ধরে অথবা প্রধান বক্তব্যগুলি ধরে সেগুলির ভুল প্রমাণ করি। কোন কোন সময়ে আমরা আপনাদের প্রবন্ধগুলিই প্রকাশ করি, কিন্তু উত্তরে একটি কথাও লিখি না, পাঠকদের নিজেদের উপরই বিচারের ভার ছেড়ে দিই। এটাই কি শোভন ও যুক্তিযুক্ত নয়? আপনারা, আধুনিক সংশোধনবাদী প্রভুরা, আপনারা কি অনুরূপ কাজ করতে সাহস করেন? যথেষ্ট পৌরুষ যদি আপনাদের থাকে, তাহলে আপনারা তা করবেন। কিন্তু যেহেতু আপনারা বিবেকের কাছে অপরাধী, অন্যায উদ্দেশ্যের শরিক, আপনারা মুখের চেহারায় ভয়ংকর কিন্তু অন্তরে মূর্চ্ছাপ্রবণ। বাইরে ষাঁড়ের মত জবরদস্ত কিন্তু ভিতরে ইঁদুরের মত ভীরু—আমরা নিশ্চিত যে আপনারা সাহস করবেন না। তাই নয় কি? দয়া করে উত্তর দেবেন।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বাস করে যে, বিরোধগুলি মীমাংসা করার রাস্তা আছে—যে রাস্তা মস্কো ঘোষণা ও মস্কো বিবৃতিতে নির্দেশিত। যেহেতু আমাদের এই প্রবন্ধ শেষ হয়ে আসছে, আমরা মস্কো ঘোষণার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলির একটি এখানে উদ্ধৃত করতে চাই:

> "মতামত বিনিময়ের পর সভায় অংশগ্রহণকারীগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বর্তমান অবস্থায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ও তথ্য বিনিময় ছাড়াও, প্রয়োজন অনুসারে তৎকালীন সমস্যাবলী আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময়, পরস্পরের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গীর পর্যবেক্ষণ এবং শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের অভিন্ন লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য সম্মিলিত সংগ্রামের ঐক্যবদ্ধ কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক সম্মেলন বাঞ্ছনীয়।"

ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের মৌলিক নীতিসমূহ মস্কো বিবৃতির যে অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে আমরা সেগুলিও উদ্ধৃত করতে চাই:

> "সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার শক্তিবর্গ যখন কমিউনিজমকে প্রতিরোধ করতে একত্রিত হচ্ছে, তখন বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনকে উৎসাহের সঙ্গে সংহত করাটা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। ঐক্য ও সংহতি আমাদের আন্দোলনের শক্তিকে দ্বিগুণ করে এবং একই সঙ্গে কমিউনিজম-এর মহান আদর্শের বিজয়ী অগ্রগতিকে ও শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিরোধের নির্ভরযোগ্য গ্যারাণ্টী তৈরী করে।
>
> "মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মহান নীতি ও সেই নীতি রূপায়ণের মিলিত সংগ্রাম সমস্ত

পৃথিবীর কমিউনিস্টদের ঐক্যবদ্ধ করেছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের স্বপক্ষে সংগ্রামে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলি তাদের বৈঠকে যুক্তভাবে সাধারণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে গিয়ে যে সব সিদ্ধান্ত ও মূল্যায়ণ গ্রহণ করে, সেগুলিকে প্রত্যেক কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে একইভাবে মেনে চলা কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্বার্থে প্রয়োজন।

"শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শের জন্য সংগ্রামের স্বার্থে প্রতিটি কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ কর্মীদের এবং সমস্ত দেশের কমিউনিস্টদের বিরাট বাহিনীর আরও ঘনিষ্ঠতর ঐক্যের প্রয়োজন; প্রয়োজন তাদের ইচ্ছা ও কাজের ঐক্যের। প্রতিটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক কর্তব্য হল বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের আরও বৃহত্তর ঐক্যের জন্য অবিরাম কাজ করে যাওয়া।

"মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতির ভিত্তিতে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্যকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করা এবং এই ঐক্যকে খর্ব করে এমন যে কোন কার্যকলাপকে প্রতিরোধ করা হল জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও শান্তির সংগ্রামের বিজয়ের, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের কাজ সফলভাবে সম্পাদন করার এবং সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় শর্ত। এই সব নীতি লঙ্ঘিত হলে, কমিউনিজমের শক্তিগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হবে।

"সকল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিই স্বাধীন এবং তাদেব সমান অধিকার আছে; তারা তাদেব নিজ নিজ দেশের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুযাযী এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতিগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে নিজেদেব নীতিগুলি বূপায়িত করে এবং পরস্পবকে সমর্থন করে। সকল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির আন্তর্জাতিক সংহতি ছাড়া কোন দেশে শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শেব সাফল্য অচিন্তনীয়। প্রতিটি পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর কাছে, তাব নিজেব দেশের মেহনতী মানুষেব কাছে এবং সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের কাছে দাযবদ্ধ।

"যখনই প্রযোজন হয়, কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি জরুরী সমস্যাগুলি আলোচনাব জন্য, অভিজ্ঞতা বিনিময়েব জন্য, একে অপবেব অভিমত ও অবস্থানের সাথে পবিচিত হবার জন্য, আলোচনার মাধ্যমে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ঠিক করাব জন্য এবং একই লক্ষ্যের জন্য সংগ্রামে যৌথ-কর্মধারার সমন্বয় সাধনের জন্য বৈঠকে বসে।

"যখনই কোন একটি পার্টি অপর এক ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির কাজের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন খোলসা করতে চায়, তখন তার নেতৃত্ব সংশ্লিষ্ট পার্টির নেতৃত্বের কাছে যায়, প্রযোজন হলে তারা বৈঠক ও আলোচনা করে।

"সাম্প্রতিক কয়েকবছরে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির প্রতিনিধিদের বৈঠকের যে অভিজ্ঞতা ও ফলাফল, বিশেষ করে দুটি মুখ্য বৈঠকের যে অভিজ্ঞতা ও ফল হয়েছে, ১৯৫৭ সরালে

নভেম্বর মাসের ও এই বৈঠকের—তা দেখিয়ে দিয়েছে আজকের অবস্থায় এই ধরণের বৈঠক মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের যৌথ প্রচেষ্টায় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকে সমৃদ্ধতর করার এবং অভিন্ন লক্ষ্যগুলির জন্য সংগ্রামে এক অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার এক কার্যকরী উপায়।"

এক বছরেরও বেশি সময় আগে, একটি পার্টি তার নিজস্ব কংগ্রেসে অন্য একটি পার্টিকে প্রকাশ্যে আক্রমণ করার পর থেকে আমরা বারবার আবেদন করেছি যে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি-গুলির মধ্যেকার মতপার্থক্য মস্কো ঘোষণা ও মস্কো বিবৃতিতে নির্দেশিত এইমাত্র উদ্ধৃত নীতি ও পদ্ধতি অনুসারে নিরসন করা হোক।

আমরা বহুবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছি যে কোন ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য এবং একতরফাভাবে আক্রমণ সমস্যা সমাধানের পক্ষে এবং ঐক্যের পক্ষে সহায়ক নয়। আমরা সর্বদা বলে এসেছি যে, যে সকল ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির মধ্যে বিরোধ কিংবা মত-পার্থক্য আছে তাদের প্রকাশ্য বিতর্ক বন্ধ করা উচিত এবং আন্তঃপার্টি আলোচনায় ফিরে আসা উচিত, এবং বিশেষ করে যে পার্টি আক্রমণ শুরু করেছে তারই এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। আমাদের মতামত আজও একইরকম আছে।

১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সংশ্লিষ্ট ভ্রাতৃ-প্রতিম পার্টিকে জানিয়েছে যে, ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির বৈঠক আহ্বানের জন্য কয়েকটি পার্টি যে প্রস্তাব করেছে আমরা সর্বান্তঃকরণে তা সমর্থন করি এবং আমরা বিশ্বাস করি যে সাধারণ সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলির আলোচনাব জন্য সকল দেশের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির প্রতিনিধিদের বৈঠক আহ্বান করা সম্পর্কে বিবেচনা করার সময় হয়েছে।

সেই সময়ে আমরা বলেছি যে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির বৈঠক আহ্বান করা এবং ঐ ধবণেব বৈঠকের সাফল্য নির্ভর করবে তার পূর্বে অনেক অসুবিধা ও বাধা অতিক্রম করার উপর, প্রভূত পরিমাণে প্রস্তুতির উপর।

ঐ সময়ে আমরা এই আশা প্রকাশ করেছিলাম যে, যে সকল ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি ও ভ্রাতৃপ্রতিম দেশেব মধ্যে বিরোধ আছে, তাবা তখন থেকে সম্পর্ক সহজ করে তোলার জন্য ও ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করাব জন্য, যতই ক্ষুদ্র হোক, ব্যবস্থা গ্রহণ করবে—যাতে পরিবেশের উন্নতি ঘটতে পারে, এই ধরণের বৈঠক আহ্বানের অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে এবং এই বৈঠকের সফল পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে।

সেই সময়ে আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে সংশ্লিষ্ট ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির প্রকাশ্য আক্রমণ বন্ধ করা উচিত।

সেই সময়ে আমরা আবার জানিযেছিলাম যে কয়েকটি ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির পক্ষে মতামত বিনিময়ের জন্য এই ধরণের দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক আলোচনা বৈঠককে সাফল্য-মণ্ডিত করতে সাহায্য করবে।

সংশ্লিষ্ট ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির সামনে ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে উপস্থিত করা আমাদের এই মতামতগুলি সম্পূর্ণভাবে যুক্তিসঙ্গত এবং ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির মধ্যে মত-পার্থক্য দূর করার জন্য মস্কো ঘোষণা ও মস্কো বিবৃতিতে উল্লিখিত ধারাগুলির সংগে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। তারপর থেকে এই মতামতগুলি আমরা বহুবার ব্যাখ্যা করেছি এবং এখনও তাই করলাম।

সম্প্রতি, কয়েকটি পার্টির নেতৃবৃন্দ আমাদের মতামত কিছুটা পরিমাণে গ্রহণ করার মনোভাব প্রকাশ করেছেন। যদি এই মনোভাব অকৃত্রিম হয়, এবং যদি কথার সংগে কাজের সংগতি থাকে তবে তা নিশ্চয় খুবই ভাল হবে। সবসময়ে আমরা এটাই আশা করেছি।

আমরা মনে করি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্মীরা অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হবেন। তাঁরা নিশ্চয়ই ঐক্যবদ্ধ হবেন।

আসুন আমরা ঘোষণা করি ঃ

দুনিয়ার মজদুর এক হও!

দুনিয়ার নিপীড়িত জাতি এবং নিপীড়িত মানুষ এক হও!

দুনিয়ার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এক হও!